প্রকাশ করেছেন :
শ্রীবেণীমাধব শীল
অক্ষয় লাইব্রেরী
৪০, গরাণহাটা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

ছেপেছেন :
শ্রীবেণীমাধব শীল
অক্ষয় প্রেস
২৭।৫, তারক চাটুর্য্যের লেন,
কলিকাতা-৫

দাম : [illegible]।

উৎসর্গ

পরম স্নেহাস্পদ

শ্রীহরিগোবিন্দ দত্ত

চিরঞ্জীবেষু—

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে।

ভূমিকা

বছর চারেক আগে লোকনাট্যের প্রয়োজনে এই নাটকখানি লেখা হয়েছিল। তখন এর নাম ছিল "শঙ্খবলয়"। লোকনাট্য যথারীতি বইটি অপছন্দ করে ফেরৎ দেয়। কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন না করে এই নাটকই "কাঁটার বাসর" নামে অভিনয় করে মেদিনীপুরের এক অখ্যাত দল। তাদের অভিনয় যারা দেখেছেন, তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন কত সফল সে অভিনয়।

নোয়াখালির হত্যাকাণ্ডের সময় এমনি একটি ঘটনা সংবাদপত্রে পড়েছিলাম। এক হিন্দু যুবককে জোর করে কলমা পড়িয়ে তার সঙ্গে এক মুসলমানের মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মেয়েটি নিজেই উদ্যোগ করে স্বামীকে তার আত্মীয়দের কাছে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। পরের ঘটনা সংবাদপত্র লেখেনি। আমিই স্বপ্নে সে কাহিনীর উপসংহার দেখেছিলাম। তারই ফল এই 'কাঁটার বাসর'।

যাত্রা-রসিকেরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পটভূমিকায় লেখা আমার অন্যান্য পালার মত এই পালাটিকেও সমাদরে গ্রহণ করলে পরিশ্রম সার্থক মনে করব। ইতি—

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে।

চরিত্র পরিচয়

পুরুষ

বিনয়	...	পীরগঞ্জের অধিবাসী।
মলয়	...	ঐ ভ্রাতা।
ভগীরথ	...	ভৃত্য।
অলক	...	বিনয়ের পুত্র।
আদম খাঁ	...	পীরগঞ্জের জনৈক মুসলমান।
রসিদ	...	ঐ পুত্র।
আসাদউল্লা	...	অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ।
আবেদীন	..	ঐ পুত্র।
ফকির মোল্লা	...	কুসীদজীবী।
গফুর	...	ঐ পুত্র।
মুকুন্দ	...	মাঝি।
হাজী	...	উদাসী মুসলমান।

দারোগা, বাবুর্চি, খানসামা ইত্যাদি।

স্ত্রী

সত্যভামা	...	বিনয়ের বিমাতা।
গীতা	...	বিনয়ের বাগদত্তা।
রুকমী	...	আদমের কন্যা।
ঝুমুর	...	রুকমীর কন্যা।

কাঁটার বাসর

প্রথম পর্ব্ব

প্রথম দৃশ্য

পীরগঞ্জ—বিনয় রায়ের বাড়ী

ছুটিয়া ভগীরথের প্রবেশ

ভগীরথ। ও বড়দাঠাকুর, ও বড়দাঠাকুর—

বিনয়ের প্রবেশ

বিনয়। কি হয়েছে রে ভগীরথ? সকালবেলা এমনি করে ষাঁড়ের মত চীৎকার কচ্ছিস্ কেন?

ভগীরথ। করব না? তোমার আর কি? নমাসে ছমাসে একবার বাড়ী আস; দুদিন থেকে ড্যাং ড্যাং করে ছড়ি ঘুরিয়ে চলে যাও। বাড়ীতে কি হচ্ছে না হচ্ছে, কোন খবর কি তুমি রাখ? তাহলে কি আর ছোড়দাঠাকুর এমনি ধারা বাড়তে পারে?

বিন। কি হয়েছে তাই বল্।

ভগীরথ। বলব আমার মাথা। কাকে বলব? কি হবে বলে? কতবার ত বলেছি। তোমার এক কান দিয়ে ঢুকেছে, আর এক দিয়ে বেইয়ে গেছে।

বিনয়। এই কথাটা বলবার জন্যে তুই এত ডাকাডাকি কচ্ছিলি?

ভগীরথ। তোমার মাথা নেই। কি করে তুমি ওকালতি কর, আমি বুঝতে পাচ্ছিনি। এই কারণের জন্যতে কেউ কাউকে ডাকে?

বিনয়। তবে কি কারণের জন্যেতে ডাকছিস্ হতভাগা ?

ভগীরথ। বলছি না, তারা আসছে ?

বিনয়। কারা আসছে ?

ভগীরথ। ওই মোছলমানেরা।

বিনয়। কেন, তারা আসছে কিসের জন্যে ?

ভগীরথ। সেই কথাটাই ত বলবার তরে একবার হাঁ কচ্ছি, আর একবার হাঁ বোজাচ্ছি। বলতে কি দিচ্ছ তুমি ? পরশু রেতের বেলা বাড়ীতে চোর সেঁধিয়েছিল, শুনেছ আপনি ?

বিনয়। শুনেছি।

ভগীরথ। ছাই শুনেছ। ছোড়দাঠাকুর ব্যাটাকে হাতে নাতে ধরে ফেলে মেরে তক্তা বানিয়ে দিয়েছিল। আমি বলি, ও দাঠাকুর, আর মেরোনি, ব্যাটা কোঁৎ পাড়ছে, বাড়ী ঘর দোর নষ্ট করে ফেলবে। দাঠাকুর মুখ খিঁচিয়ে বললে—"তুই থাম্ কাপুরুষ কোথাকার।" কথা শোন একবার। আমি এক সের চালের ভাত খাই, আমি হলাম কাপুরুষ।

বিনয়। না না, তুই বীরপুরুষ। দয়া করে কথাটা শেষ কর, তোর চোদ্দ পুরুষের দোহাই।

ভগীরথ। তুমি যেন ঠাট্টা কচ্ছ বলে মনে হচ্ছে।

বিনয়। ওরে, না না, এমন বিপদেও মানুষে পড়ে ?

ভগীরথ। বিপদ বলে বিপদ ? সে ব্যাটা চোর মারধর খেয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বাড়ী চলে গেল। তারপর কেউ বলছে গলায় দড়ি দিয়েছে, কেউ বলছে মনের খেদে বিষ খেয়েছে। কাল রাত্তিরে সে মরে গেছে।

বিনয়। আপদ গেছে।

ভগীরথ। আপদ যায়নি, আপদ বেড়েছে। গাঁয়ের মোছলমানেরা বলছে, ব্যাটা মার খেয়ে মরে গেছে। লোকটা কে জান? ইনিয়ান বোডের ম্যাম্বর, তার উপর রসিদ সাহেবের খালাত ভাইয়ের সম্বন্ধীর ছাওয়াল। গোটা গাঁ ক্ষেপে আগুন হয়ে গেছে। ব্যাটারা ফকিরের দরগায় মজলিস করে ঠিক করেছে, খুনের বদলা খুন।

বিনয়। বলিস কি রে? চোর গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে, তার নাম হল খুন?

ভগীরথ। এ রাজ্যে তাই হয়। এখানে হেঁদুরা গরু ঠ্যাঙাতে পারে না, ছারপোকা মারতে পারে না, চোরের গায়ে হাত দিলে ফাঁসী হবে। পালাও কত্তা, ওরা হৈ হৈ করে লাঠি সোটা অস্তর ফস্তর নিয়ে এসতেছে। আমি ইছামতীর ঘাটে মুকুন্দ মাঝির নৌকো ঠিক করে রেখে এয়েছি। একবার ওপারে গিয়ে পৌঁছুতে পারলে তোমাদের পায় কে

বিনয়। তাই ত রে ভগীরথ। মাঠের ওপারে অনেক লোক দেখা যাচ্ছে যে। সত্যি সত্যি ওরা আসছে না কি?

ভগীরথ। তবে আর বলছি কি? পালাও, শীগিগর পালাও।

বিনয়। পালাচ্ছি; তুই আমার বন্দুকটা নিয়ে আয়।

ভগীরথ। আবার তুমি খুন করবে? অমন কাজ করোনি বলে দিচ্ছি, তাহলে ওরা তোমায় জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে। ও গিন্নীমা, ও গিন্নীমা, শীগগির এস।

সত্যভামার প্রবেশ

সত্যভামা। কি হয়েছে রে ভগা?

ভগীরথ। ফের তুমি ভগা বলবে? ভগীরথ বলতে কি তোমার মুখে রক্তআমাশা হয়?

বিনয়। থাম্ বেয়াদব।

সত্যভামা। সবে মালা জপ করতে বসেছি, আর অমনি ডাকাডাকি শুরু করে দিলে গা? তোর জ্বালায় কি ধর্ম্মকর্ম্ম করার জো নেই?

ভগীরথ। ভাল করে ধম্ম করে নাও। কাল থেকে আর মালা জপ করতে হবেনি। এমনি করে নমাজ পড়তে হবে। আমার আর কি? আজ আছি এ বাড়ী, কাল যাব আর এক বাড়ী।

সত্যভামা। বেরিয়ে যা হতভাগা।

ভগীরথ। যাব না ত কি? ভাদ্দর মাসটা শেষ হলে এ বাড়ীতে আর একদিনও থাকব ভেবেছ? সে গুড়ে বালি।

[প্রস্থান

সত্যভামা। কি হয়েছে রে বিনু?

বিনয়। বড় বিপদ মা। পরশু রাত্রে বাড়ীতে যে চোর ঢুকেছিল, মলয় নাকি তাকে খুব মারধোর করেছিল।

সত্যভামা। করবে না? তুই ব্যাটা অনজাত—আমার ঠাকুরঘরে ঢুকে ঠাকুরের গয়নায় হাত দিবি?

বিনয়। মার খেয়ে লোকটা বাড়ী গিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

সত্যভামা। আপ্তহত্যে করলে?

বিনয়। গাঁয়ের মুসলমানেরা নাকি বলছে,—আমরাই তাকে খুন করেছি। তারা দল বেঁধে আমাদের বাড়ী আক্রমণ করতে আসছে।

সত্যভামা। ও মা, সে কি? লোকটা আপ্তহত্যে করলে, আর তার নাম হল খুন! এ কেমন বিচার?

বিনয়। বিচার এদেশে নেই। কতদিন থেকে তোমায় বলছি,—বাড়ীঘর ছেড়ে কলকাতায় চল। কিছুতেই তুমি শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে যেতে চাইলে না।

সত্যভামা। কি করে যাই বল্। দশ বছর বয়সে এ ঘরে এসেছিলুম। তখন এখানে খড়ের ঘর ছিল। নিজের হাতে গোয়াল পরিষ্কার করেছি, গরুর খড় কেটেছি, মুনীষদের খেতে দিয়েছি। আমি যখন সতের বছরের কনেবউ, তখন শাশুড়ী চোখ বুজল; যাবার আগে আমার হাতে তুলে দিয়ে গেল এই সংসারের ভার। বলে গেল,—এ ঘর ছেড়ে তুমি কোথাও যেও না মা। দেওর ভাসুর আলাদা হয়ে কলকাতায় কোঠাবাড়ীতে গিয়ে উঠল, আমি বললুম,—আমি চাইনে কোঠাবাড়ীর ভাগ। আমার শাশুড়ীর দেওয়া এই খড়ের ঘরই আমার স্বর্গ।

বিনয়। মা,—

সত্যভামা। আজ সেদিন নেই। খড়ের ঘরে আজ দোতলা ইমারৎ হয়েছে; কিন্তু তুই ত জানিস,—তোর ঠাকুরমার এই ঘরখানা আমি ভাঙতে দিইনি, এ বড় মায়াবী ঘর বিনু। ওই দেখ্, শানের মেজেতে তার পায়ের ছাপ আমি ধরে রেখেছি। একে কেমন করে আমি ফেলে যাব বল্।

বিনয়। আজ যেতেই হবে মা। ওরা দল বেঁধে আসছে। আর কিছু যদি নাও করে, আমাদের সবাইকে কলমা না পড়িয়ে ছাড়বে না। গাঁয়ের পঞ্চাশ জন হিন্দু ধর্ম্ম হারিয়ে মুসলমান হয়েছে। তুমি কি তাই চাও?

সত্যভামা। না না না। ওরে আমি মরব, তবু ঠাকুর দেবতাকে ছাড়তে পারব না।

বিনয়। তবে আর দেরী করো না মা। সবাইকে নিয়ে এখনি চলে যাও।

সত্যভামা। চলে যাব? ওরে, আমি যে তোর বিয়ের জোগাড়

করেছি। আর সাতদিন বাদে বিয়ে। নেমন্তন্নের চিঠি পর্য্যন্ত চলে গেছে।

বিনয়। দুবছর আগে ত একবার বউ এনেছিলে মা। বরাতে টিকল না। আর বিয়ে কি না হলেই নয়?

সত্যভামা। তুই বলিস কি বিনু? আমার দাদুভাইকে মানুষ করবে কে?

বিনয়। বিমাতা এসে মানুষ করবে? সে আশাতেই বসে থাক।

সত্যভামা। ভগবানের কাছে অপরাধ করেছি বাবা। গীতার সঙ্গেই তোর বিয়ে হওয়া উচিত ছিল। আজ আমি আমার ভুল শুধরে নেব। আমি কথা দিয়েছি, আমার কথা মিথ্যে হবে?

বিনয়। মিথ্যে হবে না মা। আমি শপথ কচ্ছি, এ বিয়েই আমি করব। তবে এখানে নয়, কলকাতায়। মলয়, মলয়—

মলয়ের প্রবেশ

মলয়। ডাকছ কেন? আমি প্যাণ্ডেল বাঁধাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ না।

বিনয়। প্যাণ্ডেল থাক। ওদের আমি বিদেয় করে দিচ্ছি।

মলয়। প্যাণ্ডেল না হলে অত লোক খাবে কোথায়?

বিনয়। খাবে না।

মলয়। না খেয়ে চলে যাবে? খুব বিয়ে ত!

বিনয়। কথা বাড়াস নি। সবাইকে নিয়ে এখনি চলে যা। ইছামতীর ঘাটে মুকুন্দর নৌকো বাঁধা আছে। এক মুহূর্ত্ত দেরী করিস নি।

মলয়। ব্যাপারখানা কি? মার চোখ দিয়ে জল পড়ছে, ভগীরথ চেঁচিয়ে দাপাদাপি করে বাড়ী মাথায় করে তুলেছে। হ'ল কি তোমাদের?

সত্যভামা। হয়েছে তোর মাথা আর ভগীরথের মুণ্ডু। বার বার আমি বারণ করলুম, চোরটাকে অত মারিস নি। আমার কথা কি তোরা কেউ শুনলি? সে হতভাগা দড়ি দিয়ে বাঁধলে, আর তুই মেরে হাড়গোড় দ' করে দিলি?

বিনয়। মারবার কি দরকার ছিল? পুলিশে দিলেই ত হত।

মলয়। পুলিশে দেব! কিসের পুলিশ? কাদের পুলিশ? ওরা কি আমাদের কথা শোনে? হরিপদ ঘোষালের মেয়েকে দিনদুপুরে ধরে নিয়ে গেল, পুলিশ আর আদালত কি করেছিল দাদা? অতুল সাধুখাঁর দোকান লুঠ হল, পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে। প্রতিকার করাত দূরে থাক, উলেট সাধুখাঁরই পিঠ ফাটিয়ে দিলে। চোরটা কিছু বলেছে না কি?

সত্যভামা। বলে নি, মনের দুঃখে আত্মহত্যে করেছে।

মলয়। তবে ত আপিস আদালতের ছুটি হয়ে যাবে।

বিনয়। গাঁয়ের মুসলমানরা বলছে,—খুনের বদলা খুন। তারা দল বেঁধে আমাদের বাড়ীতে হামলা করতে আসছে। বোসেদের বাড়ীতে, আর চৌধুরীদের বাড়ীতে যা করেছে,—এবার আমাদেরও তাই করবে।

মলয়। আসুক না ব্যাটারা। তুমি বন্দুকটা দাও দেখি। গোটা তিনেক লাশ ফেলে দিলে পালাবার পথ পাবে না।

বিনয়। না মলয়। তুমি সবাইকে নিয়ে চলে যাও, আর দেরী করো না। ঘাটে মুকুন্দ মাঝির নৌকো বাঁধা আছে। শীগগির ওপারে

চলে যাও। কলকাতার বাড়ীতে ঝি চাকর সবাই আছে। তোমার জন্যে সেখানেও ঠাকুরঘর করে রেখেছি মা। কোন কষ্ট হবে না তোমাদের।

সত্যভামা। বিনয়!

মলয়। আমরা যাব, আর তুমি?

বিনয়। আমিও যাব। আজ নয়। দেখি, পোড়া ঘরের কাঠ,—যা কিছু বাঁচিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

মলয়। যা পারি, আমি নিয়ে যাব। তুমি যাও দাদা।

বিনয়। না, না মলয়। তোমার উপরই ওদের বেশী রাগ। তোমাকে পেলে ওরা—নারায়ণ, নারায়ণ। তর্ক করো না, দেরী করো না। মা,—

সত্যভামা। থাক্ বাবা, যা হয় হোক; তোকে ফেলে আমি যাব না। ওরা যদি তোকে—

বিনয়। কিছু করবে না মা। রসিদ একদিন ছিল আমার সহপাঠী বন্ধু। রসিদের বাবা বিশ বছর আমাদের দুধ জোগান দিয়েছিল—সে কথা আজ তারা ভুলে যেতে পারে, কিন্তু রসিদকে আমি একদিন খুনের দায় থেকে বাঁচিয়েছিলাম—সে আমার কোন অনিষ্ট করতে পারে না। যাও মা—তোমার ঠাকুরকে নিয়ে এস; আর কিছুই সঙ্গে নিতে হবে না।

সত্যভামা। গহনাগাঁটি যে সব—

বিনয়। ওসব তুলে নেবার আর সময় নেই। ওসব পরে আমি নিয়ে যাব। তোমরা যাও।

সত্যভামা। জনার্দ্দন, শেষে এই করলে? পার কর ঠাকুর, পার কর।

[প্রস্থান

মলয়। এই নাও দাদা। স্যাকরা কি দিয়ে গেছে দেখ।

বিনয়। মা তার বউয়ের জন্তে শাঁখা বাঁধাতে দিয়েছিলেন, তাই দিয়ে গেছে।

[মোড়ক পকেটে রাখিলেন]

এর আর প্রয়োজন হবে না। স্যাকরাকে আমি ফেরৎ দিয়ে দেব।

নেপথ্যে কোলাহল। "আল্লা হো আকবর।"

ভগীরথের প্রবেশ

ভগীরথ। ও বড়দা ঠাকুর, আরে, তোমরা কচ্ছ কি? ওরা যে এসে পড়ল। হায় হায় সর্ব্বনাশ হবে যে।

বিনয়। এদের নিয়ে তুই কলকাতায় চলে যা ভগীরথ!

ভগীরথ। তুমি? তুমি কি করবে?

বিনয়। আমি পরে তোদের সঙ্গে মিলিত হব।

ভগীরথ। সেটি হবে না। তুমি থাকবে আগুনের মধ্যে, আর আমি যাব কলকোতায়? ক্ষেপেছ? এই আমি বসলুম। মরতে হয়, এক সাথে মরব। তোমাকে ছেড়ে আমি স্বর্গেও যাব না।

মলয়। আমিও না।

বিনয়। অবুঝ হস নে মলয়। গোঁড়ামি করিস নে ভগীরথ। তোরা থাকলে আমাদের সবাইকে মরতে হবে। আমি একা থাকলে রসিদ আমার গায়ে হাত তুলবে না।

মলয়। দাদা!

ভগীরথ। বড়দা ঠাকুর!

বিগ্রহ বুকে করিয়া সত্যভামার প্রবেশ

সত্যভামা। বিনু!

বিনয়। যাও তোমরা যাও, আর দেরী করো না। আবার দেখা হবে।

সত্যভামা। জনার্দ্দন, শেষে ঘরছাড়া করলে? থাকতে দিলে না ঠাকুর? কত ঝড় ঝাপটা মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেছে, কখনও এ ঘর ছেড়ে যাই নি। আজ আর আমার ঘর আমার নয়? মাগো, মা, কতদিন আগে তুমি আমার হাতে সংসারের ভার তুলে দিয়ে চলে গেছ। আজ সব রেখে চলে যাচ্ছি। আমায় তুমি অভিশাপ দিও না।

[ভূলুণ্ঠিত হইয়া শাশুড়ীর পদচিহ্ন চুম্বন করিল, ধূলি তুলিয়া মাথায় দিল]

নেপথ্যে কোলাহল। "আল্লা হো আকবর।"

বিনয়। ওঠ মা, ওঠ; হিংস্র শ্বাপদগুলো এসে পড়েছে। আর দেরী করলে তোমাদের কাউকে রক্ষা করতে পারব না।

মলয়। চল মা।

সত্যভামা। তুই কিন্তু দেরী করিস নি বাবা।

বিনয়। নিয়ে যা ভগীরথ।

[মাকে প্রণাম করিল]

ভগীরথ। কিচ্ছু ভেবো না বড়দা ঠাকুর। ভগীরথ বেঁচে থাকতে কেউ তোমার মা ভাইয়ের গায়ে হাত ঠেকাতে পারবে না। পিট পিট করে তাকাচ্ছ ঠাকুর? ঠাকুরই যদি তুমি হও, যারা আমাদের মাটিতে আমাদের থাকতে দিলে না তাদের তুমি বিচার করো, বিচার করো।

[মলয় ও সত্যভামার হাত ধরিয়া প্রস্থান

নেপথ্যে কোলাহল। আল্লা হো আকবর।

রসিদের প্রবেশ

রসিদ। বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দাও। দুশমনকে পুড়িয়ে মার। রক্তের বদলে রক্ত, খুনের বদলা খুন। শোন বেরাদার সব, এরা পঞ্চাশ বছর ধরে এমনি করে আমাদের গলায় সাঁড়াশী দিয়েছে। আমাদের এরা মানুষ বলে গ্রাহ্য করেনি। কারণে অকারণে এরা আমাদের এমনি করে খুন জখম করেছে। আজ তার শোধ নেবার দিন এসেছে।

বিনয়। চমৎকার আবদুল রসিদ, চমৎকার!

রসিদ। এই যে উকীল সাহেব। তোমার ভাই কোথায়?

বিনয়। কেন?

রসিদ। আমি তার মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করতে এসেছি।

বিনয়। কেন, তার অপরাধ?

রসিদ। অপরাধ তুমি জান না?

বিনয়। না।

রসিদ। না? শোন নি সে পরশু রাত্রে ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্য আতাউরকে খুন করেছে?

বিনয়। তোমার ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্য যে ঠাকুরের গয়না চুরি করে পালাচ্ছিল, তা কি তুমি শোননি?

রসিদ। ও তোমাদের সাজানো গল্প—আমরা বিশ্বাস করি না। আর চুরিই যদি করে থাকে, পুলিশে দাওনি কেন?

বিনয়। পুলিশ চোরের মাসতুত ভাই বলে মলয় তাকে খুন করেনি, কিছু উত্তম মধ্যম দিয়েছিল। ইউনিয়ন বোর্ডের মহামান্য সভ্য শরমে গলায় দড়ি দিয়েছেন। এর নাম খুন! আর এর জন্যে তুমি গোটা মুসলমান সমাজকে ক্ষেপিয়ে নিয়ে এসেছ আমার বাড়ীতে হামলা করতে? ওই দেখ, উন্মত্ত জনতা ঠাকুরঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

ওই আগুনে সমস্ত বাড়ীটা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ওদের থামাও রসিদ, ওদের থামাও।

রসিদ। না।

বিনয়। রসিদ, আজ তুমি পীরগঞ্জের মহামান্য মোড়ল; তোমার কথায় দশ হাজার মুসলমান আগুনে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু একদিন এই বিনয় রায় তোমার কম উপকার করেনি।

রসিদ। তাই বলে তুমি আমার আত্মীয়কে খুন করবে?

বিনয়। খুন নয়, এর নাম আত্মহত্যা। হিন্দুদের উপর হামলা করার একটা অজুহাত তোমরা তৈরী করেছ। বোসেদের ভিটে মাটি উচ্ছন্ন করেছ, চৌধুরীদের ঘরছাড়া করেছ, হরিপদ ঘোষাল—অতুল সাধুর্খা—কীর্তিধ্বজ মিত্তির, সবাই সর্ব্বস্ব ফেলে চলে গেছে। এবার আমার পালা, তাই না রসিদ মিঞা? তবু সবাই বলবে যে আবদুল রসিদ বিনয় রায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু, রসিদ জীবিত থাকতে বিনয় রায়ের গায়ে কেউ কাঁটা ফোটাতে পারবে না।

রসিদ। বাজে কথা রাখ। তোমার ভাই কোথায়?

বিনয়। খুঁজে নাও গে।

রসিদ। তাই যাচ্ছি। ওরে, তোরা মলয়কে খুঁজে বার কর। তাকে আমার হাতে এনে দে। আমি তাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খুন করব।

বিনয়। ধিক তোমাকে বেইমান।

রসিদ। খবরদার বিনয় রায়।

বিনয়। লেলিয়ে দাও হিংস্র জানোয়ার, উন্মত্ত জনতাকে আমার উপর যত পার লেলিয়ে দাও। তাদের বল, আমার বাড়ী লুট করতে, আমার ভাইকে খুন করে ইছামতীর জলে ভাসিয়ে দিতে, আর আমার

বাড়ীর মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে কলমা পড়াতে। আর আমিও দেখছি আমার বন্দুকের নলে পশুহত্যার শক্তি এখনও আছে কি না।

[প্রস্থান

রসিদ। মার্ মার্, খুনের বদলা খুন।

গীতকণ্ঠে হাজীর প্রবেশ

গীত

আয় রে ফিরে আয়!
ভাইয়ের খুনে করিস নে লাল পুণ্য সলিল দরিয়ায়
একই গাছের দুটি শাখা,
তোরা হিন্দু মুসলমান,
মানুষ হলি একই মায়ের
বুকের রুধির করে পান;
ভায়ের বুকে মারিস নে ঘা,
ওরে অবুঝ, যা ফিরে যা,
যার মরণে তোরও মরণ,
বিঁধিস না তার অস্ত্র গায়।

রসিদ। যাও যাও, হাজী না পাজী। পাগলের প্রলাপ শোনবার আমার অবসর নেই।

[প্রস্থান

হাজী। চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

আদমখাঁর বাড়ী

আবেদীনের প্রবেশ

আবেদীন। কাউকে ত দেখতে পাচ্ছি না। এরা গেল কোথায়? রুকমি, ও রুকমি,—

রুকমীর প্রবেশ

রুকমী। কবে এলে ভাইসাহেব?

আবেদীন। এই আসছি। বাড়ীতে ব্যাগটা রেখেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। কিন্তু তোমাকে দেখে যে চেনাই যাচ্ছে না। ব্যাপার কি বল ত? এমন লালপাড় শাড়ী ত তোমায় কখনও পরতে দেখিনি। মুছলমানের মেয়ে সিঁথেয় সিঁদুরই বা পরেছ কেন? আর ঘোমটাই বা দিয়েছ কি বলে?

রুকমী। ভাল দেখাচ্ছে না আবেদীন?

আবেদীন। দেখে চোখ ফেরানো যাচ্ছে না। তোমার দাদা যখন বাড়ী নেই, তখন নির্ভয়ে বলি,—তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, স্বর্গের দেবী পথ ভুলে মর্ত্ত্যে নেমে এসেছেন। দুষ্মন্তের শকুন্তলা, পুরুরবার উর্ব্বশী, জাহাঙ্গীরের নূরজাহান বোধহয় এর চেয়েও রূপসী ছিলেন না।

রুকমী। অন্য কথা বল ভাইসাহেব। এ কথা আজ আর আমার শুনতে নেই।

আবেদীন। কেন বল ত? তোমার চোখ দুটো যেন ছল ছল কচ্ছে। কি হয়েছে রুকমি?

[হাত ধরিতে গেল]

রুকমী। (হাত সরাইয়া নিল) আমার নাম আর রুকমী নয় ভাইসাহেব। আমি নিজের নতুন নামকরণ করেছি রুক্মিণী।

আবেদীন। তোমারি ডাক শুনে কৃষ্ণ তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছে রুক্মিণী। তুমি আশ্বস্ত হও রাজকুমারি। তুমি যখন আমাকে চাও, আমিও তোমার স্বপ্নেই বিভোর, তখন তোমার দাদার অমতে কিছুই যায় আসে না। আমি মন স্থির করে তৈরী হয়ে এসেছি। কালই আমি তোমায় নিয়ে যাব। ম্যারেজ রেজিষ্ট্রেশান আফিসগুলো বন্ধ হয়ে যায়নি। বল, আমার সঙ্গে কলকাতা যেতে তোমার সাহস আছে তো ?

রুকমী। তোমার সঙ্গে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে যেতেও আমার সাহসের অভাব নেই।

আবেদীন। তাহলে প্রস্তুত থেকো। কাল রাত দশটায় যখন মিলের বাঁশী বাজবে, তখন তোমার জন্যে আমি গাড়ী নিয়ে রথতলার মোড়ে অপেক্ষা করব।

রুকমী। আর তার প্রয়োজন নেই আবেদীন। আমার বিয়ে হয়ে গেছে।

আবেদীন। বিয়ে হয়ে গেছে! তোমার! কবে হল? কই, আমি ত কিছু শুনিনি। তবে আমাকে তুমি চিঠি লিখেছিলে কেন? সে কি তোমার ছলনা ?

রুকমী। না আবেদীন; ছলনা আমি করিনি। তোমাকে চিঠি লেখার তিনদিন পরে দাদা জোর করে আমার বিবাহ দিয়েছে। বিবাহ করতে তাঁরও ইচ্ছা ছিল না, আমারও নয়। এ নিতান্তই অদৃষ্টের পরিহাস।

আবেদীন। কার সঙ্গে বিবাহ হল ?

রুকমী। কিছুই কি শোননি তুমি? কোন্ পথ দিয়ে বাড়ী এলে? রথতলা দিয়ে নয়? আসবার সময় রায়েদের বাড়ীটা দেখলে?

আবেদীন। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখলুম বটে, বাড়ীটা ছাই হয়ে গেছে। কারণ কি রুকমী?

রুকমী। মুসলমানের রাজ্যে হিন্দুদের বাড়ী পুড়বে, তার আবার কারণ জিজ্ঞাসা কচ্ছ আবেদীন? যে কারণে বোসেদের বাড়ী পুড়েছে, চৌধুরীরা রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেছে, হরিপদ ঘোষালের মেয়ে হারিয়েছে, অতুল সাধুখাঁর দোকান লুট হয়েছে,—এ সেই কারণ।

আবেদীন। এ অত্যাচারের কি শেষ নেই? আইন আদালত কি এদেরই গুণ গাইবে? থানা পুলিশ কি এদেরই জয়ধ্বনি দেবে? এই জন্যেই কি এ রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল? এরা ভেবেছে কি? এমনি করে এরা ইসলামের মুখে কালি মাখিয়ে দিয়ে মুস্লিম জমানার স্বার্থরক্ষা করবে? তারপর? রায়পরিবার গেছে কোথায়?

রুকমী। সবাই পালিয়ে গেছে। শুধু বাড়ীর কর্ত্তাকে এরা ধরে এনে কলমা পড়িয়েছে।

আবেদীন। বিনয় রায়কে কলমা পড়িয়েছে? এ তুমি বল কি রুকমী? বিনয় রায় মুসলমান? এরা বললে, আর তিনি কলমা পড়ে গেলেন?

রুকমী। এরা তাই বলছে। আমি জানি, তিনি এক বর্ণও পড়েননি। তখন তিনি আহত, মরণাপন্ন; প্রতিবাদ করার মত অবস্থা তাঁর ছিল না। আমিই তাঁর সেবাশুশ্রূষা করেছিলাম আবেদীন। দশদিন যমে-মানুষে টানাটানি করার পর ভদ্রলোক যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন দাদা মোল্লা মৌলভী হাফেজদের ডেকে এনে জোর করে তাঁকে—

আবেদীন। কোতল করলে?

রুকমী। না, বিয়ে দিয়ে দিলে।

আবেদীন। কার সঙ্গে ?

রুকমী। এক মুসলমানের মেয়ের সঙ্গে, নাম তার রুকমী।

আবেদীন। রুকমী !

রুকমী। কেউ আমার কথা শুনলে না। বাবার কথাও কেউ গ্রাহ্য করলে না।

আবেদীন। তাই কি সিঁথেয় সিঁদুর পরেছ রুকমি ?

রুকমী। আমি জানি, এ কলমা পড়ার কোন দাম নেই। আমি রায়বাড়ীর বউদের দেখেছি। আমিও হিন্দুর স্ত্রী, হিন্দুর আচার লঙ্ঘন করে স্বামীর অকল্যাণ, আমি কি করতে পারি ?

আবেদীন। না, পার না।

রুকমী। আমায় একগাছা নোয়া এনে দেবে আবেদীন ?

আবেদীন। আজই এনে দেব রুকমি। যে সাজে সেজেছ, এ সাজ আর খুলো না। সিঁথের সিঁদুর তোমার অক্ষয় হক।

রুকমী। তুমি আমার উপর রাগ করলে ভাইজান ?

আবেদীন। না বহিন। আমি তোমাকে চিনি। তুমি যোগ্য বর পেয়েছ রুকমী। বিনয় রায় আমার চেয়ে বহুগুণে গুণবান। আমার শুধু বিদ্যাই আছে, রূপ নেই—অর্থ নেই—তাঁর মত গুণও নেই। তাঁর সবই আছে। বিধাতার অজস্র করুণা তাঁর মাথার উপর ঝরে পড়েছে। তাঁকে নিয়ে তুমি সুখী হও বহিন।

রুকমী। ভাইজান !

আবেদীন। অতীতকে ভুলে যাও দিদি। দীর্ঘদিন ধরে আমরা দুজনেই দুজনকে ভালবেসে এসেছি। চিরদিনই বাসব। বিবাহ না করেও যে ভালবাসা যায়, এস—আমাদের জীবনে আমরা এ সত্য প্রমাণ

করে যাই। আজ থেকে আমি তোমার বড় ভাই, তুমি আমার ছোট বোন। খোদার কসম, যদি কখনও বিপদে পড়,—এই ভাইকে তুমি স্মরণ করো। দুনিয়া একদিকে, আর আমার বোনটি একদিকে।

রুকমী। আমায় আশীর্ব্বাদ কর ভাইজান। (নতজানু হইল)

আবেদীন। আশীর্ব্বাদ করি, সীতা সতী দময়ন্তীর মত তুমি স্বামীর যোগ্য স্ত্রী হও।

রুকমী। তোমার কি মনে হয় ভাইজান? আমি হিন্দু, না মুসলমান?

আবেদীন। তুমি মুসলমানের মেয়ে, হিন্দুর গৃহলক্ষ্মী। তোমার স্বামীও মুসলমান নন, তুমিও মুসলমানী নও। এমনি করে সিঁথেয় সিঁদুর নিয়ে জীবনের জয়গান গেয়ে মরতে যেন তোমার সাহস হয় দিদি,—এই তোমার ভাইয়ের আশীর্ব্বাদ।

আদম খাঁর প্রবেশ

আদম। কে? আবেদীন এয়েছ? কি খবর কও।

আবেদীন। এসব কি জনাব? রসিদ না কি গাঁয়ের মুসলমানদের নিয়ে গিয়ে রায়েদের বাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে? কি করেছিল তারা?

আদম। ওদের গুষ্ঠীর মাথা করেছিল। চোরে চুরি করলে তারা মারবে না? সে ব্যাটা যদি শরমে গলায় দড়ি দেয়, সে কি ওদের দোষ? সে জন্যে তোরা তাদের ঘর পুড়িয়ে দিবি? ভালমানুষের ছেলের মাথা ফাটিয়ে দিবি হারামজাদারা?

রুকমী। তুমি তোমার ছেলেকে বারণ করতে পার নি?

আদম। বারণ করি নি আবার? বার বার বললুম,—ওরে, বিশ বছর আমি ওদের দুধ জুগিয়েছি, ওদের ফ্যানজল খাইয়ে তোদের আমি মানুষ করেছি। ওদের গায়ে তুই হাত তুলিসনি। হারামজাদা মুখ ভেটকে বললে— বেশী ফ্যাট ফ্যাট করোনি, চুপ মেরে বসে থাক।

আবেদীন। এমনি করেই কি সে গাঁয়ের মুসলমানদের স্বর্গে তুলে দেবে ?

আদম। ঘোড়ার ডিম করবে। বদমায়েস ব্যাটারা হেঁদুদের দেশ-ছাড়া করার তালে আছে। নইলে খামকা খামকা এমনি করে ওদের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেয়, আর দোকান পসার লুট করে ? শুধু কি ঘর পুড়িয়েছে, আরও যা কাণ্ড করেছে, সে তোমাকে বলতে আমার কলজেটা ফেটে যাচ্ছে আবেদীন।

রুকমী। চুপ কর বাবা।

আদম। কেন চুপ করব ? এ আমার বাড়ী, আমার ঘর। আমার কথা যে না শুনবে, সে বেরিয়ে যাক বাড়ী থেকে।

আবেদীন। আস্তে কথা বলুন। এখনি হয়ত আপনার ছেলে এসে পড়বে।

আদম। শালার ছেলেকে আমি ত্যাজ্য পুত্তুর করব। আমার মনিবের ঘর সে ছাই করেছে, তার মাথা ফাটিয়ে খুন ঝরিয়েছে। শুধু কি তাই ? আমার এই মা দুগগার মত মেয়ে—কতদিন ধরে আমি মনে মনে এঁচে রেখেছি, তোমার হাতে ওকে তুলে দিয়ে আমি চোখ বুজব। সব আশায় ছাই দিলে শূয়ার ?

রুকমী। বাবা !

আদম। জান মিঞা, জান ? বদমায়েস ব্যাটা বিনয় রায়কে কলমা পড়িয়ে মোছলমান বানিয়ে, তার সাথে আমার মেয়ের সাদি দিয়ে দিয়েছে।

আবেদীন। দুঃখ করবেন না। আপনার মেয়ের এর চেয়ে যোগ্য বর হতে পারত না।

আদম। আরে, সে ত তুমি লোকুতা করে বলছ। তার আর একবার বে হয়েছিল জান ? একটা ছেলে আছে শুনেছ ?

আবেদীন। তাতে কিছুই যায় আসে না।

আদম। কত আশা করেছিলাম আবেদীন। এমনি করে সব বানচাল করে দিলে। যাও বাপজান, ঘরে যাও। মনে দুঃখু করো না। লেখাপড়া শিখেছ, ভাল চাকরি কচ্ছ,—তোমার অনেক পাত্রী জুটবে, কিন্তু আমার মেয়ের জীবনটা মাটি হয়ে গেল।

রুকমী। কেন তুমি এসব কথা ভাবছ বাবা? আমি ত সব মেনে নিয়েছি।

আদম। কেন তুই এত ভাল হলি রুকমী? এত লেখাপড়া শিখেও কিসের জন্যে তুই ভাইয়ের কাছে কাদা হয়ে রইলি? যাক যাক,—ভেবে আর কি করব? আজ আমার রোজগারের ক্ষমতাও নেই, কথারও জোর নেই।

আবেদীন। আমি এখন আসি। রুকমী, আবার বলছি, যদি কখনও প্রয়োজন হয়, তোমার এই ভাইকে স্মরণ করতে ভুলো না। নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাক। যা পেয়েছ, তাকে করুণাময় ঈশ্বরের দান বলে গ্রহণ কর। সুখী হও দিদি, তুমি সুখী হও।

[প্রস্থান

আদম। হ্যাঁরে রুকমী, এ শাড়ী তোকে কে দিলে?

রুকমী। বাজার থেকে আনিয়েছি বাবা।

আদম। সিঁথেয় সিঁদুরও পরেছিস দেখছি।

রুকমী। আজ যে আমার বিয়ের দশদিন বাবা। রায়বাড়ীতে দশ মঙ্গলের দিন সিঁথেয় সিঁদুর পরিয়ে দেয়। আমি ত দেখেছি।

আদম। মুছে ফেল হতভাগা মেয়ে। রসিদ দেখতে পেলে কুরুক্ষেত্তর করবে।

রুকমী। করুক। তার কথা শুনে আমি ওঁর অমঙ্গল করতে

পারব না। তুমি সত্যি করে বল ত বাবা, তোমার জামাই কি মুসলমান ?

আদম। কে বলেছে ? সে মোটে কলমা পড়েই নি।

রুকমী। তবে ত আমি হিন্দুর বউ বাবা।

আদম। একশোবার। দেখ্ রুকমী, কারও কথা শুনিস নি তুই। তোরা এখান থেকে চলে যা। এ অনজাতের ঘরে তোরা থাকিস নি। রসিদ তোদের হাড় মাস চিবিয়ে খাবে।

রসিদের প্রবেশ

রসিদ। কে কার হাড় মাস চিবিয়ে খাবে বাবা ?

আদম। এই হেঁদুদের কথা বলছি। ওদের তোরা যত শীগগীর পারিস, খেদিয়ে দে। ওরা সব সময় আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ওদের ফ্যান জল খেয়ে আমরা মানুষ হয়েছি। ওরা না থাকলে কি আমাদের গাছের কুমড়ো, গরুর দুধ, ক্ষেতের ফসল বিক্রি হবে না ? ওরা না থাকলে কি আপদে বিপদে আমাদের ধার দেনা করার জন্যে মহাজন জুটবে না ? আমাদের তিকিচ্ছে আমরাই করব, আমাদের ছেলেদের আমারাই ঘোড়ার পাতা অবধি পড়াব, আমাদের ঘরে আমারাই চুরি করব, আমাদের মাথা আমরাই চিবিয়ে খাব।

রসিদ। তোমার যে চোখ ফেটে জল এল দেখছি।

আদম। দুঃখে নয়, রাগে।

[রুকমীকে ইসারায় পালাইতে বলিয়া প্রস্থান]

রসিদ। সিঁথেয় ও কি রুকমি ?

রুকমী। সিঁদুর।

রসিদ। সিঁদুর ! কে পরিয়েছে ?

রুকমী। আমাদের বংশে দশমঙ্গলের দিন স্বামী স্ত্রীর সিঁথেয় সিঁদুর পরিয়ে দেয়।

রসিদ। কিসের বংশ তোমাদের?

রুকমী। রায় বংশ।

রসিদ। রায় বংশ উচ্ছন্ন গেছে।

রুকমী। বাড়ী পুড়ে গেলেই বংশটা উচ্ছন্ন যায় না। কলকাতায় আমাদের সব আছে। খুড়শ্বশুর, জ্যাঠশ্বশুর, শ্বাশুড়ী, দেওর,—

রসিদ। থামো। তারা হিন্দু, তোমরা মুসলমান।

রুকমী। আমি তা মানি না। আমি মুসলমানের মেয়ে, কিন্তু হিন্দুর বউ।

রসিদ। আর তোমার খসম?

রুকমী। খসম নয়, স্বামী। তিনি যা ছিলেন, তাই আছেন।

রসিদ। রুকমী!

রুকমী। চালে ভুল হয়ে গেছে দাদা। কলমা তিনি পড়েন নি, পড়েছে তোমাদের মোল্লা মৌলবীরা।

রসিদ। কে বলেছে?

রুকমী। আমি বলছি। তার তখন ঠিক জ্ঞান ছিল না। আজ যদি আমার চোখের উপর তাকে কলমা পড়তে পার, তবেই আমি স্বীকার করব যে আমি মুসলমানের স্ত্রী।

রসিদ। তাই হবে। আজ রাত্রেই আমি সবার সামনে আবার তার কলমা পড়ার ব্যবস্থা কচ্ছি। তুমি সিঁথের সিঁদুর মুছে ফেল বলছি। সিঁদুর দেখে আমার সর্বাঙ্গ জলে যাচ্ছে।

রুকমী। আমারও সর্বাঙ্গ জলে যাচ্ছে তোমার এই হিংস্র প্রবৃত্তি দেখে। রায়েরা তোমার কোন্ পাকাধানে মই দিয়েছিল? তোমার

কুমড়ো গাছ খেয়েছিল বলে তুমি যদি একটা ছাগলকে ঠেঙ্গিয়ে মেরে ফেলতে পার, তারা পারে না একটা সিঁধেল চোরকে প্রহার করতে? হিন্দু বলে তাদের হবে ফাঁসী, আর তোমাদের সাতখুন মাপ!

রসিদ। আমি তোকে গলা টিপে মারব শয়তানী।

রুকমী। খবরদার,—মনে রেখো আমি পরনারী। যাও, নিয়ে এস তোমাদের মোল্লা মৌলবীদের। ঈশ্বর যদি থাকেন, তুমি কিছুতেই তাকে কলমা পড়াতে পারবে না।

রসিদ। পারি কি না, আজ রাত্রেই দেখতে পাবে।

[প্রস্থান

রুকমী। ওগো, শুনছ? শীগির বেরিয়ে এস।

বিনয়ের প্রবেশ

বিনয়। কি রুকমী?

রুকমী। রুকমী বলছ কেন? হিন্দুর কুলবধূর নাম কখনও রুকমী হয়? রুক্মিনী বল, রুক্মিনী।

বিনয়। হিন্দুর কুলবধূ তুমি? কিন্তু আমি ত আর হিন্দু নই।

রুকমী। কে বলেছে তুমি হিন্দু নও? ধর্মটা কি এতই ঠুনকো জিনিষ যে মোল্লা মৌলবীরা দুটো বয়েৎ আওড়ালেই ভেঙ্গে যাবে? শ্রীরামকৃষ্ণ ত কতদিন নমাজ পড়েছিলেন, কত নিষিদ্ধ খাদ্য খেয়েছিলেন, তবু ত তিনি রহমৎউল্লা হয়ে যান নি। আর আমি ত দেখেছি, তুমি একবর্ণও কলমা পড় নি।

বিনয়। তা পড়ি নি সত্য। কিন্তু সে কথা কে শুনবে রুক্মিনী?

রুকমী। আমি শুনব। হ্যাগা, অমন করে মুখের দিকে চেয়ে আছ কেন? বউকে কি নতুন করে দেখছ?

বিনয়। এই লালপাড় শাড়ী আর সিঁথের সিঁদুরে কি অপরূপ

তোমায় দেখাচ্ছে, আমি তোমায় বোঝাতে পাচ্ছি না। কিন্তু এ সাজ কতক্ষণ থাকবে? তোমার ভাই দেখতে পেলে আবার তোমাকে মুসলমানী সাজাবে।

রুকমী। আমাকে নয়, আমার মৃতদেহটাকে। হ্যাঁগা, আমাকে বিয়ে করেছ বলে সত্যই কি তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে?

বিনয়। হয়েছিল রুক্মিনী। আজ আর আমার কোন গ্লানি নেই। তুমি আমার মৃতদেহে প্রাণ দিয়েছ। এ প্রাণ তোমারই প্রিয়া।

রুকমী। ও কথা বলতে নেই। তোমার যে আর একজন বাগদত্তা স্ত্রী আছে। তার কাছ থেকে তোমাকে আমি ছিনিয়ে নেব না, যাই থাক আমার অদৃষ্টে।

বিনয়। রুক্মিনী!

রুকমী। শোন। আর একটু পরেই দলবল নিয়ে দাদা আসবে। এবার তোমাকে ভাল করে কলমা পড়াবে, গোমাংস খাওয়াবে, ধর্ম্মান্তরের যা কিছু অবশিষ্ট আছে, এবার তা সম্পূর্ণ করবে।

বিনয়। তার আগে আমার মাথাটাই আমি দেব।

রুকমী। কেন মাথা দেবে? তোমার মা আছে, ছেলে আছে, ঘর সংসার আছে, তোমার রুক্মিনী আছে। তোমার মৃত্যুতে এদের সবারই মৃত্যু। তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে। এ অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে হবে।

বিনয়। কি বলছ তুমি?

রুকমী। ঠিকই বলছি। তুমি এখান থেকে চলে যাও। কলকাতায় গিয়ে সবার সঙ্গে মিলিত হও। ঘাটে মুকুন্দর নৌকো আছে। ঘরের আলনায় আমার বোরখা আছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে আমার বোরখা পরে তুমি এখনি রওনা হয়ে যাও।

বিনয়। না রুক্মিনী। আমি পালিয়ে গেলে তোমার ভাই তোমাকে খুন করবে। যেতে হয় তোমাকে নিয়েই আমি যাব। তোমাকে ফেলে আমি যাব না।

রুকমী। ওগো তোমার ছেলে তোমায় ডাকছে, তোমার বাগদত্তা স্ত্রী চোখের জল ফেলছে, তোমার মা পথের দিকে চেয়ে আছে।

বিনয়। সে কথা আমার চেয়ে বেশী কে জানে ?

রুকমী। চলে যাও, দোহাই তোমার, আমার জন্যে ভেবো না। আমি তোমারই আছি, তোমারই থাকব। একদিন নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব, দশটা রসিদ মিঞার সাধ্য নেই আমায় বেঁধে রাখে। আর যদি মরেই যাই, তাতেই বা দুঃখ কি ? একটা রাত্রি তোমাকে আমি পেয়েছি। এই আমার পরম পাথেয়।

বিনয়। তোমার কথাই আমি রাখব রুক্মিনী। আমার আজ কিছুই নেই যা তোমাকে দিয়ে যেতে পারি। মা তার বৌমার জন্যে শাঁখা বাঁধাতে দিয়েছিলেন। শাঁখা জোড়া আমার কাছেই রয়ে গেছে। যাবার সময় তোমার হাতে এই শঙ্খবলয় পরিয়ে দিয়ে গেলাম। প্রাণ যায়, সেও ভাল, তবু এ শঙ্খবলয়ের অমর্য্যাদা করো না।

[হাতে শাঁখা পরাইয়া দিলেন, রুকমী ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল]

বিনয়। শোন রুক্মিনী। আমাদের ঠাকুর ঘরের আসনের নীচে অনেক গহনা লুকোনো আছে। সুযোগ মত তুমি তুলে নিও। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

[প্রস্থান

রুকমী। দুর্গা, দুর্গা।

গীতকণ্ঠে হাজীর প্রবেশ

গীত

আয়ান—বধু-রে

কৃষ্ণ যে তোর চলে গেল মথুরাপুরে।
ফিরবে কি আর ব্রজধামে, বাজবে বাঁশী রাধা নামে ?
করবে কি আর ব্রজে পাগল বাঁশরীর সুরে ?
বসলে সেথায় রাজাসনে তোরে কি আর পড়বে মনে ?
ও গোপি, তুই তলিয়ে যাবি অতল সমুদ্দুরে।

রুকমী। কি বলছেন হাজি সাহেব ?

হাজী। একা কেন ছেড়ে দিলি বেটি ? তুই কেন সঙ্গে গেলি না ? নিজে ঠকেছিস তোর সন্তানকেও ঠকিয়ে যাবি ?

রুকমী। সন্তান !

হাজী। হ্যাঁ মা। একদিন হেকিমিতে আমার খুব হাতযশ ছিল। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তুই মা হতে চলেছিস্, হুঁশিয়ার বেটী, হুঁশিয়ার।

[প্রস্থান

রুকমী। না না না, এ মিথ্যা, এ হতে পারে না। হে ঠাকুর, রক্ষে কর, রক্ষে কর।

[প্রস্থান

পনর বছর পরে

দ্বিতীয় পর্ব্ব

প্রথম দৃশ্য

আসাদুল্লার বাড়ী

আসাদুল্লার প্রবেশ

আসাদ। আবেদীন উঠেছ? ও আবেদীন,—

আবেদীনের প্রবেশ

আবেদীন। আমায় ডাকছেন বাবা?

আসাদ। কখন ঘুম থেকে উঠলে?

আবেদীন। অনেকক্ষণ। প্রায় এক ক্রোশ বেড়িয়ে এলুম।

আসাদ। বেশ, বেশ। দুবেলা ওই বেড়ানোটি ঠিক রাখবে। এতদিন বাড়ী আসনি কেন?

আবেদীন। আপনি ত প্রায়ই আমার বাসায় যান। মা-ও আর নেই। আর সময়ও বেশী পাই না। তাই আর আসা হয়নি। তিন মাস আপনি যান নি, এই জন্যেই না এসে আর পারলুম না।

আসাদ। গ্রামটা আর ভাল লাগছে না, কেমন?

আবেদীন। ভাইয়ে ভাইয়ে এই রক্তারক্তি, এই হিংস্র উন্মত্ততা, প্রতিবেশীদের সঙ্গে এই পশুর মত ব্যবহার, কোনদিনই আমার ভাল লাগেনি বাবা। গাঁয়ে এলে হিন্দুদের পোড়া ঘরগুলো দেখে আমার চোখের জল বাধা মানে না।

আসাদ। সত্যিই যে তোমার চোখে জল এল দেখছি।

আবেদীন। কোথায় গেল তারা—রথতলার হারাধন বাউল, বোস

পাড়ার রাঙা পিসী, বামুন ডাঙ্গার কানু গোঁসাই, বংশীবটের চন্দ্রা বৈষ্ণবী, সবাই চলে গেল বাবা! কে আর মাঝ রাতে পাড়া মাতিয়ে গান ধরবে,—

"মন-মাঝি বৈঠা নেরে,
আমি আর বাইতে পারলাম না।

আসাদ। হুঁ।

আবেদীন। সব ফুরিয়ে গেল। এরা আপন জনদের এমনি করে পর করে দিলে? এরা কি পাগল? এত বড় একটা জাতিকে এরা মূলশুদ্ধ উপড়ে ফেলতে চায়? আলাউদ্দিন, ফিরোজ শা, ঔরংজেব যা পারেনি, এই ক্ষুদে শয়তানের দল তাই করতে হাত বাড়িয়েছে। একি অন্যায় নয়।

আসাদ। অন্যায়। দেশে পুলিশ আছে আদালত আছে। তবু আইনকে যারা নিজের হাতে নিতে চায়, তারা মহাপাপী। বাট্ ইউ নো মাই বয়, টু এভ্রি এ্যাক্সান দেয়ার ইজ এ্যান্ ইকুয়াল এ্যাণ্ড অপোজিট্ রিএ্যাক্সান সত্যদ্রষ্টা ঋষিকবি বার বার হিন্দুসমাজকে সতর্ক করে বলেছেন,—

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে,
বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।"

ওরা সে কথা শুনেও শোনে নি। কুকুরকে কোলে বসিয়েছে, তবু বিধর্ম্মীকে ঘরে উঠতে দেয়নি। এ তারই প্রায়শ্চিত্ত আবেদীন।

আবেদীন। শ্রীকৃষ্ণের ননীচুরিই এরা মনে রেখেছে, তাঁর কালীয় দমন ত মনে রাখেনি। আপদে বিপদে কারা এদের বুক দিয়ে

সাহায্য করেছে ? দুর্ভিক্ষের সময় এদের জাত ভাইয়েরা এক কণা খাদ্য এদের দেয়নি, হিন্দুরাই মুখের গ্রাস এদের হাতে তুলে দিয়েছিল। আপনি কি নিজের চোখে তা দেখেন নি ?

আসাদ। দেখেছি। মানুষের স্বভাব দেখছ ত ? ঈশ্বরের অজস্র করুণার জন্যে সে তাঁকে ধন্যবাদ দেয় না, মনে করে সে তার প্রাপ্য ; কিন্তু একটুখানি দুঃখ পেলে সে তাঁকে অভিশাপ দেয়। ওরা ভুল করেছে, এরা লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিয়েছে। এদের তত দোষ নেই। এরা মূর্খ, বোঝে না কিসে এদের মঙ্গল। ইংরেজ বেনিয়া বাধ্য হয়ে রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু বাণিজ্যের সখ ছাড়তে পারেনি। এদের দুই-এ ঝগড়া লাগিয়ে তারা কাজ হাসিল করতে চায়। আর কিছু সমাজপতি তাদেরই হাতের পুতুল হয়ে দাঙ্গা করে চলেছে।

আবেদীন। সব অনর্থের মূল ওই রসিদ। সে ত একদিন আপনার ছাত্র ছিল। আপনি কি তাকে ডেকে এনে ধমকে দিতে পারেন না ?

আসাদ। দিয়েছিলাম বাবা। সব কথা কান পেতে শুনে আমার ছাত্র আমায় বললে—"আপনার কোন বুদ্ধি নেই।"

আবেদীন। এই কথা রসিদ আপনাকে বললে ?

আসাদ। বলবে,—আরও বলবে ; এই ত আরম্ভ। জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীকে খুন করেছে তাঁরই দেশবাসী, অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন মারা গেছেন তাদেরই হাতে, যাদের জাতীয় কলঙ্ক তিনি দূর করেছিলেন। ওঃ—হোয়াট্ ম্যান হ্যাজ মেড্ অফ্ ম্যান।

আবেদীন। বাবা !

আসাদ। যাক সে সব কথা। শোন আবেদীন, তোমার মা চলে গেছেন, আমারও হয়ত ডাক এল। যে কদিন আছি, আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।

আবেদীন। কিসের অশান্তি আপনার বলুন। কি চাই আপনার?

আসাদ। কোন অভাব তুমি রাখ নি। শুধু একটা অভাব আমার পূর্ণ কর। আমাকে একটি পুত্রবধূ এনে দাও।

আবেদীন। বাবা!

আসাদ। যাকে তোমার ইচ্ছা বিবাহ কর। ভিখিরীর মেয়ে হলেও আমি তাকে অনাদর করব না। মাথা হেঁট করলে কেন? তুমি ত জান, আমরা—

"যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই,
যাহা পাই, তাহা চাই না।"

আবেদীন। তা সত্য।

আসাদ। রুকমী যদি আমার ঘরে আসত, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজতে পারতুম। তারও দুর্ভাগ্য, আমাদেরও দুর্ভাগ্য। তাই বলে তুমি এমনি করে সংসার বিরাগী হয়ে থাকবে কেন? দেশে ত আরও মেয়ে আছে, রুকমীর চেয়েও যারা বেশী যোগ্য।

আবেদীন। জীবনের প্রায় অর্ধেক কেটে গেছে বাবা। সংসারের রজ্জু আর আমি গলায় পরব না।

আসাদ। এ রজ্জু সবাই পরে বাবা, স্বয়ং পয়গম্বরও পরেছিলেন। তুমি যাকে রজ্জু বলছ, ভাগ্য প্রসন্ন হলে সেই হয় কণ্ঠহার। আমার জীবন মধুময় করেছিল তোমার মা। সব ত তুমি জান। তুমি রাজি হও, আমি পাত্রীর সন্ধান করি।

আবেদীন। না বাবা, আমায় ক্ষমা করুন।

আসাদ। মেয়েটা নিজেও সুখী হল না, তোমাকেও সুখী হতে দিলে না। গাঁয়ের মুসলমানেরা কত ঝুলোঝুলি করলে, রসিদ, কত অকথ্য নির্য্যাতন করলে, কিছুতেই সে নিকে করলে না। তার ওই এক কথা,

যতদিন আমার হাতে শাঁখা আছে, ততদিন বিয়ের কথা শোনাও আমার মহাপাপ।

আবেদীন। এই আমাদের দেশের মেয়ে। বিদেশীর চোখে এরা অসভ্য বর্ব্বর। কে বুঝবে, তাদের মেয়েদের চেয়ে এরা কত মহৎ। রসিদের অত্যাচার কি এখনও শেষ হয় নি ?

আসাদ। কোনদিনই শেষ হবে না। তার দৃঢ় বিশ্বাস, বিনয়কে পালাতে সাহায্য করেছে রুকমী। মেয়েটাকে অনেকদিন পেটভরে খেতেও সে দেয় নি।

আবেদীন। রুকমীর একটি মেয়ে হয়েছে না ?

আসাদ। মেয়ে নয়, যেন আশমানের পরী। যেমন রূপ তেমনি গুণ মাঝে মাঝে আমার কাছে পড়তে আসে। রসিদের অত্যাচার এখন মাকে ছাড়িয়ে মেয়ের উপরে এসে পড়েছে। মেয়েটার পড়ার খরচ আমিই দিই, সে এখন আই এ পড়ছে। তার মামা এখনি জোর করে তার বিয়ে দিতে চায়। তুমি যাও আবেদীন, রসিদকে গিয়ে বল—সে যদি তার ব্যয়ভার বহন করতে না পারে, আমি তার ব্যবস্থা করব। যার তার সঙ্গে সে যেন তার বিবাহ না দেয়, খোদা হাফেজ।

[প্রস্থান

আবেদীন। পনর বছর তাকে দেখি নি। বলে গিয়েছিলাম, বিপদে পড়লে সে যেন আমাকে স্মরণ করে। একখানা চিঠিও ত কই লিখলে না, কাকের মুখে একটা খবরও ত দিলে না। কি জানি, কি সে ভেবেছে। হয়ত আমাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পাচ্ছে না। খোদা, মনের কোণে যদি আমার এতটুকু দুর্ব্বলতা থাকে, আমার মাথায় তুমি বজ্রাঘাত কর।

ঝুমুরের প্রবেশ

ঝুমুর। দাদুসাহেব আছেন ? ও দাদুসাহেব,—

আবেদীন। কে? কে? রুক্মিণী, কি আশ্চর্য্য, তুমি এখনও তেমনি আছ, পনর বছরেও কি তোমার এতটুকু বয়স বাড়ে নি রুক্মিণী?

ঝুমুর। আপনার কথা শেষ হয়েছে, না আরও কিছু আছে? নেই ত? তাহলে এবার আমার কথা বলি? কথাটা হচ্ছে এই যে, আমি রুক্মিণী নই, তার মেয়ে।

আবেদীন। মেয়ে! কি আশ্চর্য্য! ষোল বছর আগে তোমার মাকেও ঠিক এমনিই দেখে গেছি। তুমি তার নাক কান চোখ মুখ রংটা পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করে নিয়ে এসেছ? দেখি দেখি, কাছে আয় ত, মুখখানা ভাল করে দেখি। শরম কিসের? তোর মাকে জিজ্ঞেস করিস,—আমি তোর মামা। নাম জয়নাল আবেদীন।

ঝুমুর। প্রফেসর জয়নাল আবেদীন! মাই গড্। আপনার কথা ত আমি মার কাছে অনেক শুনেছি। গাঁয়ের ইস্কুল থেকে আপনিই ত স্কলারশিপ্ নিয়ে প্রথম পাশ করেছিলেন। একটি ছেলে পুকুরে ডুবে গিয়েছিল—আপনিই ত নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে তাকে তুলেছিলেন। মার কাছে শুনেছি, গাঁয়ে যখন হিন্দুদের রক্তে মুসলমানেরা স্নান কচ্ছিল, হাজার হাজার হিন্দুকে আপনিই আশ্রয় দিয়েছিলেন। ঠিক কিনা?

আবেদীন। ঠিক। হাতীর শুঁড় টেনে আমিই খুলে নিয়েছিলাম, গুল্‌তি দিয়ে আমিই বাঘ মেরেছিলাম।

ঝুমুর। ওই আপনার দোষ, আর কিছু দোষ নেই। নিজের প্রশংসা আপনি কিছুতেই শুনতে চান না। ভেরী ব্যাড। আরে মিঞা, এ যুগটাই হচ্ছে বিজ্ঞাপনের যুগ। যদি বড় হতে চান, ব্লো ইওর্ ওন্ ট্রামপেট্, নিজের ঢাক নিজে পেটান। তা যদি না পারেন, আপনার ছেলেও আপনাকে বাবা বলবে না, তালুই বলবে। ফলো?

আবেদীন। ইয়েস্ মাই গার্ল।

ঝুমুর। আপনি যদি কুমড়োর ঘ্যাঁট খান, বলবেন, "তপসে মাছ খেয়েছি। যদি আড়াই টাকা মাইনে পান, বলবেন—এখন তিনশো টাকা দিচ্ছে, এক বছর পরে পাঁচশো দেবে।

আবেদীন। তুমি তাই বল বুঝি!

ঝুমুর। দরকার মত বলি বই কি। সেদিন গাড়ীতে একটা বউ রাজা উজির মারছিল, আমাকে জিজ্ঞেস করলে, কি পড়? আমি বললুম এম এ পাশ করে ডক্টরেট্এর জন্য রিসার্চ কচ্ছি। বউটা সঙ্গে সঙ্গে আমায় জায়গা করে দিলে, আর রাজভোগ কিনে খাওয়ালো।

আবেদীন। তুমি ত ভারী দুষ্টু দেখছি।

ঝুমুর। একে আপনি দুষ্টুমি বলেন? তাহলে আপনার হয়ে গেল। কি কাজ করেন? কলেজের মাস্টারি? বেশ বেশ, ভাল করে আদর্শ বুকে করে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে এগিয়ে যান। মরার সময় দেখবেন,—চালে খড় নেই, স্ত্রীর পরণে জালি জালি ট্যানা, ছেলেরা দিগম্বর, আর ঘরময় ছারপোকা বিচরণ কচ্ছে। দূর দূর, মাস্টারের কাঁথায় আগুন।

আবেদীন। শোন শোন।

ঝুমুর। কি শুনব মাষ্টারের কাছে? আপনিই বরং আমার গান শুনুন।

আবেদীন। বেশ, গাও।

ঝুমুর। **গীত**

এ দুনিয়ার আজব হাটে
নিজের ঢাক যে পেটায় না তার
আরশুলাতে চিমটি কাটে
শ্বশুর তারে দেয় না মেয়ে চাকরি তারে চায়না,

বাসে ট্রামে দাঁড়িয়ে ঝোলে বসার জায়গা পায় না
রূপোর টাকা বাজে না তার
দেয় না ধোপা কাপড়ে ক্ষার
কিনলে গাভী হয় যে ষাঁড়, দোকানী তার গলা কাটে।

[প্রস্থান

আবেদীন। হাসির ফোয়ারা। কিন্তু নামটা ত জিজ্ঞেস করা হল না। ও মা-মণি, ও মা-মণি, শুনে যাও। সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছ কেন? পড়ে যাবে যে।

রুকমীর প্রবেশ

রুকমী। ঝুমুর এসেছে, ঝুমুর? কে,—আবেদীন?

আবেদীন। তুমি কে?

রুকমী। আমি রুক্মিণী।

আবেদীন। রুক্মিণী। তুমি সেই রুক্মিণী! নাক কান চোখ মুখ আর অটুট স্বাস্থ্য মেয়েকে দিয়ে নিজে এমনি করে ফতুর হয়ে বসে আছ তুমি? দেখলে যে তোমায় চেনা যায় না। ষোল বছরে এত পরিবর্ত্তন!

রুকমী। ভাল আছ ভাইজান?

আবেদীন। তোমার চেয়ে ভাল আছি।

রুকমী। এতদিন বাড়ী আস নি কেন?

আবেদীন। কয়েকবার এসেছিলাম, তোমার সঙ্গে দেখা করি নি পাছে তোমার ব্রত ভঙ্গ হয়। এ জীবন ভাল লাগছে রুক্মিণী? মাঝে মাঝে ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে যেত, মনে হ'ত—তোমাকে ডাক দিই, এ আদর্শের বোঝা আর আমি বয়ে বেড়াতে চাই না। তখনই হাতের

এই শাঁখা দুটির দিকে দৃষ্টি পড়ত, মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাতুম—ঠাকুর, আমায় সুবুদ্ধি দাও, আমায় রক্ষা কর।

আবেদীন। ঠাকুর তোমার কথা শুনেছেন রুক্মিণী, তাই তোমার রূপযৌবন কেড়ে নিয়েছেন। আবেদীন ছাড়া আর কেউ তোমার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাইবে না। আমার চোখে তুমি এখনও সুন্দর।

রুকমী। তাই কি বিয়ে করলে না?

আবেদীন। এতটুকু একটা প্রাণ, কজনকে দেব রুক্মিণী?

রুকমী। বাদশাদের ত কত বেগম থাকত।

আবেদীন। আমি ত বাদশা নই, সামান্য প্রফেসার। আমার কথা থাক ভাই। তুমি কি এই অনাদরের শাকান্ন খেয়েই জীবনটা কাটিয়ে দেবে? স্বামীর ঘরে যাবে না?

রুকমী। যেতে চাইলেই কি যাওয়া যায়? তিনি ত কোন খোঁজ নিলেন না। ষোল বছর পথের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখদুটো নিষ্প্রভ হয়ে গেল, তাঁর দেখা ত পেলাম না।

আবেদীন। কি করে পাবে রুক্মিণী? এ গাঁয়ে তার দেখা পেলে তোমার দাদাই তাঁর মাথাটা নামিয়ে দেবে। তুমি যেমন তাঁর জন্যে পাগল, তিনিও হয়ত তোমার চিন্তায় তেমনি মশগুল।

রুকমী। তোমার কি তাই মনে হয়?

আবেদীন। নিশ্চয়! তাঁর অপেক্ষায় তুমি থেকো না বোন। তুমিই তাঁর কাছে চলে যাও।

রুকমী। না গিয়ে উপায়ও আর নেই। এখানে থাকলে মেয়েটাকে আমি রক্ষা করতে পারব না। দাদা তাকে ফকির মোল্লার মাতাল ছেলেটার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে।

আবেদীন। তার বিয়ে দেবার দরকার কি? যথাসময়ে তার বাবাই তার বিয়ে দেবেন।

রুকমী। ফকির মোল্লার কাছে দেনায় দাদার মাথার চুল বিকিয়ে আছে। ঝুমুরকে দিয়ে সে দেনা শোধ করবে। তুমি কি বল ভাইজান? মেয়েটাকে ফকির মোল্লার ঘরে পাঠিয়ে দেব?

আবেদীন। নিশ্চয়ই না। হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুর ঘরেই যাবে।

রুকমী। তোমার মুখে এই কথাটা শোনবার জন্যেই আমি ছুটে এসেছি ভাইজান, নইলে অনর্থক তোমার তপোভঙ্গ করতুম না। কিন্তু তুমিও যে আমায় যেতে বলছ, আমি ত ওর বাবার ঠিকানা জানি না।

আবেদীন। ঠিকানা জান না? বলি স্বামীর নামটা জান ত?

রুকমী। নাম জানব না কেন? তাঁর নাম বি-কে-রায়।

আবেদীন। বি-কে রায় না বোকা রায়। ও ত তাঁর ডাক নাম। আর একটা পোশাকী নাম আছে শুনেছিলাম যে।

রুকমী। তা ত জানি না। আর নামের দরকারই বা কি? উকিলবাবু বললেই ত সবাই দেখিয়ে দেবে।

আবেদীন। কলকাতাটা তোমার পীরগঞ্জ কি না। কোন্ আদালতের উকিল?

রুকমী। শ্যামবাজার কি রাধাবাজার হবে।

আবেদীন। তবে ত আর কথাই নেই, একেবারে তুমি আদালতে পৌঁছে গেছ। এমন বোকা না হলে তোমার এ দুর্দ্দশা হবে কেন? যাক্, তুমি চিন্তা করো না। আমি দেখছি যদি খুঁজে বার করতে পারি, তোমাদের যাবার ব্যবস্থা আমিই করে দেব। তোমার ঝুমুর, উপরে বাবার কাছে আছে, যাও।

রুকমী। আমি আর যাব না। তুমি ওকে বাড়ী পৌঁছে দিও।

মাতালটাকে এইদিকেই আসতে দেখলাম। মাতাল দাঁতালকে ত বিশ্বাস নেই। দেখো, হুঁসিয়ার।

[প্রস্থান

আবেদীন। সেই রুকমী, আর এই রুকমী! ষোল বছরে কি পরিবর্ত্তন!

গফুরের প্রবেশ

গফুর। সেলাম।

আবেদীন। সেলাম।

গফুর। মেজাজ শরীফ?

আবেদীন। জী। মিঞাকে ত চিনতে পাচ্ছি না।

গফুর। কি করে চিনবেন? আপনি ত রেতের বেলা আসেন, আর সকালে চলে যান। কারও বাড়ী ত যান না; গাঁয়ের লোকদের চিনবেন কি করে? আজ আপনি রয়ে গেছেন শুনে আমি আপনার কাছে এলুম।

আবেদীন। বেশ করেছ। মিঞার সঙ্গে আলাপ করে বড়ই প্রীতি লাভ করলুম। মাঝে মাঝে দর্শন দিও।

গফুর। নিশ্চয়। আপনি হচ্ছে আমার বাপজানের অ্যাজ রিগার্ড্স্ ফ্রেণ্ড (পকেট হইতে বোতল বাহির করিয়া) চলে?

আবেদীন। না, তোমারই চলুক।

গফুর। এখন থাক। সব সময় ডিরিঙ্ক করা ভাল নয়।

আবেদীন। মিঞার নামটি হচ্ছে কি?

গফুর। আমার নাম মীর্জা মহম্মদ আবদুল গফুর মোল্লা।

আবেদীন। পিতার নাম?

গফুর। পিতা মহম্মদ ফকিরুদ্দিন মোল্লা।

আবেদীন। ফকির মোল্লার ছেলে তুমি! তুমি ত বিখ্যাত লোক হে।

গফুর। আপনিও ত বিখ্যাত লোক। তাই ত আপনার কাছে এলুম। শুনুন, আপনার সঙ্গে আমার একটা ভয়ঙ্কর প্রাইভেট টক আছে।

আবেদীন। অত কাছে আসতে হবে না, দূর থেকে নিবেদন কর।

গফুর। দেখুন, রসিদ মিঞা আমার বাপকে ভয়ঙ্কর পেশার দিয়েছে, তার ভাগ্নী ওই ঝুমুরকে আমায় ম্যানেজ করতে হবে। বাপের কথা ত ফেলতে পারি না; আমি এগ্রী হয়ে গেলুম। সব ঠিকঠাক মিঞা। বাগড়া দিচ্ছে ঝুমুরের মা ওই আপনার রুকমী।

আবেদীন। আমার রুকমী মানে?

গফুর। হেঃ হেঃ।

আবেদীন। দন্ত বিকাশ কচ্ছ যে?

গফুর। রুকমীর মেয়ে মনে করুন আপনারই মেয়ে।

আবেদীন। কি বলতে চাও তুমি?

গফুর। আপনি একবার বললে ঝুমুরের মা মেয়ে ঘাড়ে করে আমাদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যাবে। দিন দেখি নি একছত্র লিখে, সাপের মাথায় ধূলোপড়া পড়ে যাবে না। এই নিন কাগজ কলম। (আবেদীনকে কাগজ কলম দিল)

আবেদীন। তোমার কাগজ কলম নিয়ে তুমি উচ্ছন্ন যাও।

[কাগজ কলম ছুঁড়িয়া ফেলিলেন]

গফুর। হোয়াট। থ্রো। কাগজ কলম? দেবে না আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে?

আবেদীন। যার মেয়ে তাকে বল গে বাঁদর।

গফুর। কার মেয়ে আমরা জানি নে? বিনয় রায় আদম খাঁর পোশাকী জামাই, আর ইউ পেপে চোর, আটপৌরে জামাই।

আবেদীন। (গফুরের ঘাড় ধরিয়া) বেরো মাতাল, বেরো।

(প্রহার)

গফুর। এই, এই—ভাল হবে না। আর এক ঘা দিলে তোমারই একদিন, কি আমরাই একদিন। ইওর ওয়ান ডে অর মাই ওয়ান ডে। ওরে বাবা বিয়ের বরকে এমন প্যাদানি কেউ দেয় না রে। আমি থানায় যাব, আমি বিষ খেয়ে তোমায় ফাঁসিয়ে যাব। ব্যাটা, নিজে চোখ বুজে মনে কচ্ছ দুনিয়াটা কানা? তোমার কীর্ত্তি গাঁয়ের লোক হু নোজ নো? আমি ঢাক পিটিয়ে তোমার বিদ্যে জাহির করব, তবে আমার নাম মীর্জা মহম্মদ আবদুল গফুর মোল্লা।

[প্রস্থান

আবেদীন। সত্যই কি গাঁয়ে আমার এই পরিচয়? ষোল বছর তাকে মুখ দেখাই নি, তবু লোকে আমার মাথায় কলঙ্কের পুরীষকর্দ্দম ঢেলে দেবে? মেহেরবান খোদা, যত পার আমার মুখে কালি মাখিয়ে দাও। রুকমী অনেক দুঃখ পেয়েছে, আর তাকে দুঃখ দিও না খোদা।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিনয় রায়ের বাসা

অলকের প্রবেশ

অলক। মা, মা, ও মা, খেলে কচুপোড়া। কোথায় বসে গান

গীতার প্রবেশ

গাইছে হয়ত। দিনরাত এত গান কোত্থেকে জোগায় আমি ত ভেবে পাইনে। পিয়ানো ফিয়ানো সব আমি ভেঙ্গে ফেলব। ও মা,—

গীতা। যা ভেবেছি তাই। সবে ইমন কল্যাণের এক কলি পিয়ানোয় চড়িয়েছি, আর অমনি বুড়ো খোকা এসে চ্যাচাতে শুরু করলে। কি হয়েছে কি? তোমার জ্বালায় কি গান গাইবার জো নেই?

অলক। দুত্তোর গানের নিকুচি করেছে। বার বার বলেছি, আমি বাড়ী ঢোকবার সময় যেন গান শুনতে না পাই, কানে শুনতে পাওনা তুমি? আমি ওসব ভালবাসি না। মিলটন বলেছেন,—যারা দিনরাত গান গায়, তারা শয়তান।

গীতা। কোথায় বলেছেন? কোন্ বইয়ের কোন্ পাতায়?

অলক। মিলটন না বলেছেন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলেছেন।

গীতা। নিয়ে আসছি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, দেখিয়ে দাও দেখি। যদি দেখাতে পার, তাহলে এ জন্মে আর গান গাইব না, পরজন্মে গাইব।

অলক। আরে, তুমি যাচ্ছ কোথায়? এখন কি আমার ওসব দেখাবার সময় আছে? রবিবারে দেখিয়ে দেব।

গীতা। ছাই দেখাবে। তোমার প্রফেসারেরা তোমাকে ছাই পড়ায়। মুখপোড়ারা খালি মাইনে বাড়াবার জন্যে ধর্মঘট করে, আর মহাকরণের সামনে বসে বসে বিড়ি টানে! পড়ানোর নামে ঢু ঢু।

অলক। ভাল হবে না মা। আমার অধ্যাপকদের নিন্দে করলে আমি আর তোমায় মা বলে ডাকব না বলে দিচ্ছি।

গীতা। তুই ডাকবি না, তোর বাবা ডাক—(জিভে কামড় দিল)

অলক। বাজে কথা রেখে পঞ্চাশটা টাকা দাও দেখি।

গীতা। আবার পঞ্চাশ টাকা! সেদিন না ত্রিশ টাকা দিলুম?

অলক। সে ত ষ্টিমার পার্টির জন্যে চাঁদা দিয়েছি।

গীতা। ষ্টিমার পার্টির চাঁদা ত্রিশ টাকা! আনাড়ীকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছ? আমার বাবার সঙ্গে আমি ষ্টিমার পার্টিতে যাই নি? মোটে ন'সিকে চাঁদা দিয়েছি।

অলক। তোমার ন'শিকের বাবা নশিকে দিয়েছ। তোমার বাবা আর আমার বাবায় অনেক তফাৎ।

গীতা। উকীলের পোলার কথা শোন।

অলক। উকীল তোমার গায়েই লাগল না? স্যার আশুতোষ উকীল ছিলেন; নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রথমে উকীল ছিলেন, পরে জজ হয়েছিলেন।

গীতা। তোমার বাপের মাথা হয়েছিলেন। তুমি যা পাশ করবে সে আমি বুঝতেই পাচ্ছি। এত যার জ্ঞান, সে সোজা গরুর গাড়ী চাপা পড়বে।

অলক। তোমার সঙ্গে আমি বকতে পারি নে। টাকা দাও, বই কিনতে হবে।

গীতা। কেবলই ত বই কিনতে টাকা নিচ্ছ। আবার কি বই কিনতে হবে?

অলক। সে তুমি বুঝবে না; রাজনীতির বই।

গীতা। নাম বল না।

অলক। নাম বলব তার ভয় কি? নাম হচ্ছে, এভরিবডিজ বিস্‌নেস ইজ নোবডিস বিস্‌নেস—বাই নেসফিল্ড।

গীতা। এ নামে কোন রাজনীতির বই নেই, আর নেসফিল্ড হচ্ছে গ্রামারিয়ান, রাজনীতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

অলক। তুমি সব জান।

গীতা। সত্যি কথা বল ত বাপজান; সত্যি তুমি পড়া-শোনা

কর, না বইপুঁথি নিয়ে সারাদিন কারোর সঙ্গে পার্কে বসে আড্ডা দাও!

অলক। এত বড় কথা বলছ তুমি?

গীতা। বলছি, বলেছি, বলব। তোমার রকম সকম আমি ভাল দেখছি না অলক। টাকা চাও, টাকা দিচ্ছি। কিন্তু মা-মরা ছেলে তুমি। জান ত মা মারা গেলে বাপ হয় তালুই? তোমার উপর তোমার বাবা যা সন্তুষ্ট,—আমার ত সন্দেহ হয়, তোমাকে তিনি কিছুই দিয়ে যাবেন না।

অলক। তোমাকে ত দেবেন, তাহলেই হল। মা পেলেই ছেলের পাওয়া হয়।

গীতা। সৎমা আবার আপন হয় না কি?

অলক। ফের তুমি সৎমা বলবে? মুখপুড়ি বার বার বারণ করেছি, তবু তুমি আমায় সৎনাম না শুনিয়েই ছাড়বে না? নেই মাংতা টাকা, নেই মাংতা জামাকাপড়। আমি গামছা পরে ষ্টিমার পার্টিতে গিয়ে উঠব। চাঁদা চাইলে বলব, আমি দিতে পারব না ভাই। আমার মা সৎমা, বাপ তালুই—আর আমি বাড়ী যাব না।

গীতা। ওরে, না না, ও অলক, ও আমার মাণিক, আমার ঘাট হয়েছে, আর বলব না। টাকা নিয়ে যা। কিনে নিগে তুই নেসফিল্ড-এর রাজনীতির বই, আর যদুনাথ সরকারের কেমিষ্ট্রি। সন্ধ্যেবেলায় বাড়ী ফিরবি বল্।

অলক। তাহলে আরও দশটাকা দিতে হবে।

গীতা। তাই দেব। নিয়ে যা ষাট টাকা। কাউকে বলিস নি বাবা। ভাত খেয়ে যা।

অলক। তাহলে আরও দশ লাগবে।

গীতা। এই নে ধর। কাপড় চোপড় কিনতে যাচ্ছিলাম। উচ্ছন্ন যাক্ কাপড় চোপড়। কার পূজো দিবি দিগে যা হতভাগা ছেলে। এই সত্তর টাকা, আর এই দশটাকা দক্ষিণা। মরে গেলে তুই আমার স্বর্গে বাতি দিস্ মুখপোড়া।

অলক। তুই আমায় শনিবার দিন মুখপোড়া বললি ?

গীতা। মুখপোড়া কে বললে ? বললুম না বুকজোড়া ?

অলক। বুকজোড়া বলেছিস্ ? তাই বল্। কে বলেছে তুই আমার সৎমা ? ঠাকুরমার কাছে সব শুনেছি আমি। আমার এক বছর বয়সে তুই এসে আমায় কোলে নিয়েছিস, সাত বছর পর্য্যন্ত কোল থেকে নামাস নি। পেটে না ধরলে কি মা হয় না ? আমি জানি, আমায় না দেখে তুই থাকতে পারিস না। আমিও পারি না মা। তুই আমায় আশীর্ব্বাদ কর মা, লেখাপড়া আমার নাই হোক, আমি যেন মানুষ হই।

[প্রস্থান

গীতা। মানুষের ছেলে,—মানুষ না হয়ে যদি জানোয়ার হও, তাহলে বুকের রক্ত দিয়ে যে তোমায় মানুষ করেছে, সেই তোমায় যমের মুখে তুলে দেবে।

বিনয়ের প্রবেশ

বিনয়। গীতা,—

গীতা। এস, উকীল সাহেব এস। আজ ক গণ্ডা মিথ্যে কথা বলে এলে বল। কার অপরাধে কাকে ফাঁসির মঞ্চে তুলে দিয়ে এলে, জজ সাহেবের পায়ে কতটা তেল মালিশ করলে, হিসেব দাও।

বিনয়। উকীল হলেই কি মিথ্যে কথা বলতে হয় না কি ?

গীতা। যে তা না পারবে, তার বিড়ির পয়সাও জুটবে না। আচ্ছা, আর কি পেশা জোটে নি তোমার? একটা পঁচিশ টাকা মাইনের মাষ্টারিও জোগাড় করে নিতে পারলে না? তবু ত লোকে আমায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলত,—ওই অমুক ষাঁড়ের বউ। এ যে বলাও যায় না, সওয়াও যায় না। উকীলকে আর পুলিশকে কোন মেয়ে বিয়ে করে না, তা জান?

বিনয়। আমার বরাতে কিন্তু একটা ছেড়ে তিনটে—আই মীন দুটো বিয়ে জুটে গেল। প্রথম স্ত্রী একটি শিশুকে আমার কোলে ফেলে রেখে চলে গেল। ছেলে নিয়ে অকূল পাথারে ভাসলুম আমি। এক বছরের মধ্যে তুমি এসে তার ভার তুলে নিলে। ছেলে জানতেই পারলে না যে তার মা নেই, তার বাবাও বুঝতে পারলে না যে তার বউ মরেছে। তোমার বাবা কেন যে তোমাকে আমার হাতে সঁপে দিলেন, এই কথাটাই আমি বুঝতে পাচ্ছি না গীতা।

গীতা। বুঝতেই যদি পারবে, তাহলে উকীল হবে কেন? একশোটা ছারপোকা মরে একটা দারোগা হয়, আর একশোটা দারোগা মরে একটা উকীল হয়। এ হেন উকীলের আর কি বুদ্ধি হবে? মনে আছে ছেলে-বেলায় তোমার সঙ্গে আমার 'নাভ' হয়েছিল?

বিনয়। নাভ! ও, তুমি লাভ-এর কথা বলছ?

গীতা। একদিন বিজয়ার রাতে তোমার গলায় আমি মালা দিয়ে বলেছিলাম,—

(সুরে) বঁধু, কি আর কহিব আমি?
জনমে জনমে জীবনে মরণে প্রাণনাথ হয়ো তুমি।

বিনয়। সে ত রহস্য করেছিলে।

গীতা। তোমাদের কাছে যা রহস্য, আমাদের কাছে তাই সত্য।

একদিন তুমি গীতাকে পথে বসিয়ে সীতাকে ঘরে নিয়ে এলে। গীতা কিন্তু কারও গলায় আর মালা দিলে না। কত পাত্র এল, সবাইকে সে বক দেখিয়ে দিলে। দুবছর পরে তার আসন শূন্য করে সীতা চলে গেল, রেখে গেল একটা অস্ফুট গোলাপ। বাবাকে বললুম,—এইবার যাও বাবা, সময় হয়েছে নিকট, এখন, বাঁধন ছিঁড়তে হবে।

বিনয়। ক্ষমা কর গীতা, আমি বুঝতে পারি নি। বিয়ের আগে কথাটা ত আমাকে বললেই পারতে।

গীতা। জেগে যে ঘুমোয়, তাকে জাগানোর চেষ্টা বৃথা।

বিনয়। কাপড় কিনেছ ?

গীতা। কই আর কিনলুম ? দুশো টাকার থেকে সত্তর টাকা যে খোকাকে দিতে হল।

বিনয়। আবার তুমি তাকে টাকা দিয়েছ ?

গীতা। মেজাজ দেখাচ্ছ কেন ? বই কিনতে হলে টাকা লাগবে না ?

বিনয়। আবার কি বই কিনতে হবে ?

গীতা। অনেক বই। ও তুমি বুঝবে না।

বিনয়। বই কিনবে না হাতী কিনবে। টাকা চাইলেই টাকা দিতে হবে ? তুমি আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটার মাথা খাবে।

গীতা। কি ? আদর দিই আমি ? আমার শাসন দেখ নি তুমি ? সেদিন ভাল মাছ ছিল না বলে খেতে বসে ঘ্যান ঘ্যান কচ্ছিল, বকে ভূত ছাড়িয়ে দিলুম। ভাতের থালা ফেলে চোখের জল মুছতে মুছতে উঠে গেল। আর কি চাও তুমি ? আমি তাকে কেটে দুখানা করি, এই কি তোমার ইচ্ছে।

বিনয়। আহা, তুমি চোখের জল ফেলছ কেন ? বলছি, আদর ভাল, কিন্তু তার আতিশয্য ভাল নয়।

গীতা। আসুক আজ ; পিঠ ফাটিয়ে দেব, তবেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

বিনয়। তুমি বুঝতে পাচ্ছ না গীতা। হতভাগা অধঃপাতে যেতে বসেছে। সেদিন দেখি, মেট্রো সিনেমার বারান্দায় একটা মেয়ের সঙ্গে হাসাহাসি কচ্ছে, আর সিগারেট টানছে। কলেজে সে হয়ত খুব কমই যায়। দু দুবার আই-এ ফেল করেছে, আরও কবার ফেল করে দেখ।

গীতা। তুমি ছেলেটাকে দুই চক্ষে দেখতে পার না। অমন যদি কর, তাহলে আমি ছেলে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে যাব। তারপর তুমি আর একটা বিয়ে করো।

বিনয়। এই বয়সে চারটে বিয়ে।

গীতা। বার বার একটা বিয়ে বাড়িয়ে বলছ কেন ?

বিনয়। মনে থাকে না গীতা। মাথাটা কেমন সময় সময় গুলিয়ে যায়। সেই ফেলে-আসা মায়াবী গ্রাম, সেই দিগন্ত বিস্তৃত সবুজের সমারোহ, সেই ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক যখনই মনে পড়ে, আমি পাগল হয়ে যাই। যাক্ যাক্, একটা সুখবর দিচ্ছি শোন। বছর খানেক পরে আর বোধহয় তোমায় কেউ উকীলের বউ বলবে না, জজ সাহেবের স্ত্রী বলবে।

গীতা। তাই না কি ? তুমি জজ হবে ? আঃ—(সুরে) "এমন দিন কি হবে মা তারা ?"

বিনয়। অমনি গান ধরল। চুপ কর না।

গীতা। আমি জানি তুমি জজ হবে। এই জন্যেই তোমাকে আমি সাদি করেছিলাম, আর কোন কারণে নয়।

বিনয়। গীতা !

গীতা। চুপ্, আমার গান এসে গেছে।

বিনয়। তাহলে আমি পালাই।

গীতা। (বিনয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া ফিরাইল)

গীত

বঁধু কি আর বলিব আমি
জনমে জনমে জীবনে মরণে প্রাণনাথ হয়ো তুমি।
তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিনু প্রেমের ফাঁসী,
সব সমর্পিয়া একমন হইয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী,
একূলে ওকূলে মোর কেবা আছে—
আপনা বলিব কায় ?
শীতল বলিয়া শরণ লইনু ও দুটি কমল পায়।
আঁখির নিমিষে যদি নাহি দেখি,
তবে সে পরাণে মরি,
চণ্ডীদাস কহে পরশ রতন গলায় গাঁথিয়া পরি।

[প্রস্থান

বিনয়। কোথায় গেল সে মাটির স্বর্গ পীরগঞ্জ গ্রাম ? সেই দিগন্ত প্রসারিত ধানক্ষেতের ঢেউ খেলানো মায়া, সেই নদী, সেই বন, সেই কর্দ্দমাক্ত পথ আজ কদিন ধরে কেবলি আমায় ডাকছে। আর সেই সজল করুণ চোখ দুটি—সেই মুসলমানের মেয়ের প্রাণঢালা ভালবাসার স্মৃতি থেকে থেকে মনটাকে দোলা দিয়ে যাচ্ছে। কোথায় আছে সে, কেমন আছে রুকমী, কে বলে দেবে আমায় ? যাক যাক, সে এক বিস্মৃত জগতের করুণ ইতিহাস। নিশ্চয়ই আবার সে বিয়ে করেছে, কোন মুসলমানের ঘরে গিয়ে আমাকে ভুলে গেছে। সুখে থাক, সুখে থাক, অভাগিনী রুকমী।

গীতকণ্ঠে গোবর্দ্ধনের প্রবেশ

এক পহরের বেশী দূর নয়
আমার গাঁওটি ভাই,
তবু আমার সে মাটিতে
যাবার উপায় নাই।

বিনয়। ঠিক বলেছ।

গোবর্দ্ধন।

গীত

একই আকাশ দুই দেশে গো,
একই শীতল বায়,
একই পাখী ইছামতীর—
দুই পারে গান গায়,
পাড়ি দিতে পরাণ পাগল,
চোখে নামে অশ্রু বাদল,
হায় রে মাঝে কঠিন বেড়া,
পথ খুঁজে না পাই।
চেয়ে চেয়ে দিন যে গেল,
সাঁঝের আঁধার নেমে এলো,
যে মাটিতে জন্ম নিলাম,
সে মাটি আর দেয়না ঠাঁই।

বিনয়। কোথায় বাড়ী ছিল তোমার?

গোবর্দ্ধন। ইছামতীর ওপারে বাবু।

বিনয়। কোন্ গ্রাম?

গোবর্দ্ধন। উজানতলী। সবাইকে নিয়ে ঘর-বাড়ী জমি জিরেৎ ফেলে পালিয়ে এসেছি। সব ইষ্টিশানে বসে আছে। আমি ভিক্ষে করে নিয়ে যাব, তবে তারা খেতে পাবে। বড় ছেলেটাকে ফাটকে পুরে রেখেছে, মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গেছে। সঙ্গে টাকা পয়সা যা ছিল, সব কেড়ে নিয়েছে।

বিনয়। থাক থাক, আর বলো না, আর শুনতে পারি না। এই নাও ভিক্ষে। প্রতি শনিবার এসে আমায় গান শুনিয়ে যেও। (টাকা দিল)

গোবর্দ্ধন। পাঁচ টাকা। জয় হক বাবু, জয় হক। তিনদিন পরে আজ সবাই পেট ভরে খাব।

[প্রস্থান

মলয় (নেপথ্যে)। দাদা,—

বিনয়। এস, আমি এখানে।

মলয়ের প্রবেশ

মলয়। এসব কি শুনলুম দাদা ?

বিনয়। কি মলয় ?

মলয়। পীরগঞ্জের বৈকুণ্ঠ মালাকারের সঙ্গে বৈঠকখানার বাজারে দেখা হল। তার মুখে শুনলুম,—আমরা চলে আসার পর গাঁয়ের মুসলমানেরা তোমাকে রসিদের বাড়ী ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

বিনয়। সত্য।

মলয়। তারপর তারা নাকি তোমাকে কলমা পড়িয়ে মুসলমান বানিয়ে তোমার নাম দিয়েছিল বিসমিল্লা খাঁ ?

বিনয়। চুপ কর মলয়। একথা কেউ যেন শুনতে না পায়।

মলয়। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, প্রাণের ভয়ে তুমি ধর্ম্মটা ত্যাগ করলে ?

বিনয়। প্রাণের ভয়ে নয়। আমার তখন প্রায় অচেতন অবস্থা। কি যে ওরা করেছে, আমার বোঝবারও শক্তি ছিল না। কলমা আমি পড়েছি কি না, তাও জানি না।

মলয়। যখন জানলে যে তুমি রায় বংশের ছেলে বিসমিল্লা খাঁ হয়েছে, তখন গলায় দড়ি দিতে পারলে না ? ইছামতীতে কি জল ছিল না ?

বিনয়। তোমার জন্যে আমরা আজ গ্রাম ছেড়ে পরবাসী হয়েছি।

তোমার গোঁয়ার্তুমিই রায় বংশের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। তোমাকে তাদের হাতে তুলে দিলে আমাদের সব বিপদ কেটে যেত। আমি তা ভাবতেও পারি নি। আমার নিরুপায় অবস্থা নিয়ে ব্যঙ্গ করা তোমারই সাজে মলয়। কি করতে চাও এখন? আমাকে ত্যাগ করে চলে যাবে? কি তোমার বক্তব্য, বল।

মলয়। তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

বিনয়। করব না আমি প্রায়শ্চিত্ত।

মলয়। আমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সঙ্গে কথা বলে সব ঠিক করে এসেছি।

বিনয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিধান আমি মানি না। আমরা আজ নির্য্যাতিত, নিজেদের ঘর থেকে বিতাড়িত, কেন জান? এই গ্রাম দেবতারাই আমাদের শিখিয়েছেন মুসলমানদের ছায়া মাড়ালে স্নান করতে। বহুদিন তারা এ অপমান সহ্য করেছে। আজ তারা তার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে মাত্রা হারিয়ে ফেলেছে। এ শুধু তাদের দোষ, এর জন্যে প্রায়শ্চিত্ত যদি করতে হয় ওই দেবতারাই করুন, আমি করব না।

মলয়। তাহলে মুসলমানকে নিয়ে আমি এক বাড়ীতে থাকতে পারব না।

বিনয়। না পার চলে যাও।

মলয়। আমি যাব কেন? তুমি যাবে।

বিনয়। আমার বাড়ী ছেড়ে আমি চলে যাব?

মলয়। তোমার বাড়ী নয়, তোমার রোজগারের বাড়ী বলতে পার। কিন্তু বাড়ীটা বাবার নামে। তুমি যখন বিধর্ম্মী, তখন আইনতঃ তুমি মৃত। অতএব বাবার একমাত্র ছেলে আমি—তার বাড়ী আমার বাড়ী।

বিনয়। অনেক আইন শিখেছ। বেশ, আমি চলেই যাব। তুমি বাড়ী ধুয়ে ধুয়ে জল খাও। মা, মা,—

মলয়। আবার মাকে ডাকছ কেন, মা ত তোমার নয়, আমার।

বিনয়। মাও তোমার! আমার কেউ নয়?

মলয়। বিমাতা কি না, বুঝলে না কথাটা?

বিনয়। বহুদিনের অনভ্যাসে ভুলে গিয়েছিলাম ভাই।

সত্যভামার প্রবেশ

সত্যভামা। কিরে বিনু?

বিনয়। মা, আমরা এ বাড়ী ছেড়ে দু একদিনের মধ্যেই চলে যাব।

সত্যভামা। এ বাড়ী ভাড়া দেবে?

বিনয়। ভাড়া নয়। এ বাড়ীতে মলয় থাকবে।

সত্যভামা। কেন? দুখানা ঘরে ওর হাত পা মেলার জায়গা হচ্ছে না?

মলয়। তুমি বুঝতে পাচ্ছ না মা। বাড়ী হচ্ছে বাবার নামে, আমি তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী।

সত্যভামা। আর তোর দাদা বানের জলে ভেসে এসেছে!

মলয়। দাদা আইনতঃ মৃত।

সত্যভামা। কি বললি হতভাগা?

মলয়। ঠিকই বলছি। আমরা পীরগঞ্জ থেকে চলে আসার পর দাদাকে ওরা ধরে নিয়ে গিয়ে মুসলমান বানিয়েছিল।

সত্যভামা। সে কি রে? ও বিনু, এ কি সত্যি?

বিনয়। হতে পারে। আমার জ্ঞান ছিল না।

মলয়। বার বার বলছি প্রায়শ্চিত্ত কর। কিছুতেই করবে না।

আমি বললাম, তা'হলে তুমি বেরিয়ে যাও। অমনি বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তোমাকে সঙ্গে নিতে চায়। আমি বলছি,—মা আমার, আমার সঙ্গেই থাকবে।

সত্যভামা। তোর সঙ্গে কি থাকব? তুই কি মানুষ? আজ দাদাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিস, কাল মাকে তাড়াবি।

মলয়। তুমি আমার মা কি না বল।

সত্যভামা। না। আমার ছেলে বিনু, তুই আমার কলঙ্ক।

মলয়। তোমার বিনু যে মোছলমান।

সত্যভামা। ছেলের আবার জাত কি? ছেলে—ছেলে।

মলয়। ছেলেকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বল না।

সত্যভামা। প্রাচিত্তির আবার কি করবে? নে বাবা, আমার পায়ের ধূলো নে। সব দোষ কেটে যাবে।

বিনয়। তাই দাও মা, পায়ের ধূলো দাও। আমার ঘরেই সর্ব্ব পাপহারিণী জাহ্নবী, কি হবে আমার ত্রিবেণী সঙ্গমে? থাক তুই ইট কাঠ পাথর নিয়ে, আমি কুবেরের ভাণ্ডার নিয়ে চলে যাচ্ছি।

[মাকে নিয়ে প্রস্থান

মলয়। ও মা, মা, দুত্তোর মায়ের নিকুচি করেছে।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

আদমের বাড়ী

আদমের প্রবেশ

আদম। ও ঝুমুর, ঝুমুর,—তামাক সাজতে কি হিন্দুস্থানে গেল নাকি তা ত বুঝতে পাচ্ছি নি। এতক্ষণে যে দশ ছিলিম তামাক সাজা হয়ে যেত। ও বিবিসাহেব, তামাক সাজা হল?

ঝুমুরের প্রবেশ

ঝুমুর। হৈ চৈ কচ্ছ কেন? উনুন এখনও ধরে নি, টিকেগুলো ভিজে বাতাসা হয়ে গেছে। তামাক সাজতে সময় লাগে' না?

আদম। আমার তামাক সাজতে সময় লাগবে বই কি? খসম এলে তার তামাক সাজতে এক লহমাও লাগবে নি।

ঝুমুর। সে তামাক খাবে না, ক্যাপষ্টান সিগারেট খাবে।

আদম। রেখে দে তোর কাপ্তেন সিরিগট। মেয়েদের সামনে সব ব্যাটাই সিরিগট খায়, আড়ালে এসে বিড়ি টানে, নয়ত তামাক খায়।

ঝুমুর। কত দেখেছ তুমি! জীবনে গাঁ ছেড়ে কখনও বাইরে গেলে না, বড় বড় কথা বলছ। রেলগাড়ী দেখেছ?

আদম। দেখি নি ত কি? সেবার হাসনাবাদে গিয়ে দেখি সারি সারি ঘরগুলো সব দাঁড়িয়ে আছে। আমি একটা ঘরে ঠেলে উঠলুম। দেখি এক মেমসাহেব গামছা পরে বসে আছে।

ঝুমুর। গামছা নয়, স্কার্ট।

আদম। কাঠ আমি চিনি নে? মেমসাহেব আমায় দেখে চেঁচিয়ে বললে,—"ফাট" লাশ।

ঝুমুর। ফার্ষ্ট ক্লাশ বুড়ো,—প্রথম শ্রেণী।

আদম। মাগীর কথা শুনে আমার রাগ হয়ে গেল। জ্যান্ত মানুষ আমি, আমাকে বলে কি না লাশ! আমি বললুম, "লাশ তোমার বাবা। অমনি ঘরগুলোতে এক হ্যাঁচকা টান পড়ল, আর সবগুলো একসঙ্গে "ধর্ দেখি নি, ধর্ দেখি নি করতে করতে পালিয়ে গেল।

ঝুমুর। আর তুমি ক্যাবলার মত তাকিয়ে রইলে।

আদম। কি তামাক সাজলি রে? টেনে ধরিয়ে দে না।

ঝুমুর। তুমিই কসে টান।

আদম। তোর মামা কোথায়?

ঝুমুর। কি জানি কোথায় গেছে।

আদম। কোথায় আর যাবে? ওই ফক্কড় মোল্লার বাড়ীতে শয়তানির মৎলব আঁটতে গেছে। তুই তার কথা শুনিস নি দিদি। বিয়ের কথা বললে সোজা বলে দিবি,—আমার এখন বিয়ের সময় নেই। আগে আই-এ পাশ দিই, তারপর মেটে গেলাস পাশ দেব,—তারপর দেখা যাবে।

ঝুমুর। মেটে গেলাস ত হয়ে গেছে।

আদম। তবে ত তুই মেরে দিয়েছিস্। সে যাই হক, মোছলমানের ঘরে তুই যাস নি দিদি।

ঝুমুর। কেন বল দেখি।

আদম। আমার কেমন ভাল লাগছে না। তুই বরং বিয়ে করিস নি, সেও ভাল তবু যারা তোদের ইয়ে করেছে—

ঝুমুর। কি করছে?

আদম। যারা তোদের কিছুই করে নি, তাদের ঘরে তুই যাস নি। তোর মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এখান থেকে তোরা চলে যা।

ঝুমুর। কেন?

আদম। কি জানিস? তুই হলি গিয়ে শিক্ষাতরী মেয়ে—

ঝুমুর। তাতে কি হয়েছে?

আদম। হয় নি কিছু। কথা হচ্ছে, বাড়ীটা দেনার দায়ে ফক্কড় মোল্লার কাছে বাঁধা দিয়েছে তোর মামু। কবে কান ধরে তুলে দেয়, তার ঠিক নেই। আমাদের হয়ত গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

ঝুমুর। আমি তোমার তলায় গিয়ে দাঁড়াব। ডোণ্ট ওরি দাদুসাহেব, পভাটি ইজ নট এ কারস্।

আদম। তা ত বটেই। কাঁসা পেতল কি আর সবারই থাকে? সে যাই হক, মোটের মাথায় এখানে তোদের আর থাকা চলে নি।

ঝুমুর। তুমি তাহলে আমাদের তাড়াতে চাইছ?

আদম। ওরে না রে দিদি, ওরে না। তোকে পেয়ে আমি আশমানের চাঁদ হাতে পেয়েছিনু। পাঁচ বছর পর্যন্ত তোকে আমি কোল থেকে নামাই নি। তোর মা রাগ করত, তোর মামু কটমট করে চাইত। আমার মনে হত আকাশের চাঁদ আমার ঘরে নেবে এসেছে।

রসিদের প্রবেশ

রসিদ। এদিকে আয় ত ঝুমরি, এদিকে আয়। ফকির মোল্লা তোকে দেখতে এসেছে।

ঝুমুর। কেন, আমি কি সং না কি?

রসিদ। তর্ক করিস নি। চলে আয় শীগগির।

ঝুমুর। বাট হোয়াই? কিসের জন্তে সে আমাকে দেখবে?

রসিদ। তার ছেলের সঙ্গে তোর সাদি হবে।

ঝুমুর। আমার এখন সাদিমাদির সময় নেই। আর তিন মাস বাদে আমার পরীক্ষা। এখন ওসব বাজে কথা ছাড় মামু।

রসিদ। বদমায়েস মেয়ের কথা শুনেছ বাপজান ?

আদম। আর বলিস নি বাপু। এতক্ষণ বকে বকে আমি হায়রাণ হয়ে গেনু। কিছুতেই ও রাজি হচ্ছে নি। বলে, আমি মেট্টে গেলাস পাশ দিয়েছি, এরপর আই-এ পাশ দেব, তারপর হেকিমি পড়ব, তবে তো সাদি।

রসিদ। ফকির মোল্লার ব্যাটা পনর বছর তোমার জন্যে বসে থাকবে ? এ পাত্র গেলে আর এমন পাত্র জুটবে ?

আদম। তাই কি জোটে ? টাকার আণ্ডিল, রূপের সমুদ্দুর, বিত্তের জাহাজ। দোষের মধ্যে তাড়ি খায় :

রসিদ। থামো।

আদম। থামব কেন ? বড়মানুষের ছেলেরা অমন খেয়েই থাকে। লোকে বলে বটে,—মেয়েদের দেখে শিষ দেয়, আমার অতটা মনে হয় না।

রসিদ। বাজে কথা বলো না বলছি।

ঝুমুর। বাজে কথা তুমিই ত বলছ। যার বিয়ে তার মনে নেই, পড়াপড়শীর ঘুম নেই।

রসিদ। তুই যাবি কি না, তাই আমি জানতে চাই।

ঝুমুর। না, যাব না। তোমার ফক্কড় মোল্লাকে গিয়ে বল, তার মাতাল ছেলে আমার জুতি সাফা করতে পারে, লেকিন পাণিপীড়ন করতে পারে না। বাই বাই।

[প্রস্থান

রসিদ। তুমি আছ কি করতে ? তোমার মেয়ে তো আমাকে দেখলেই ফোঁস করে ওঠে। তোমাকে ত সে পেয়ার করে। তুমি তাকে বোঝাতে পার না ?

আদম। আমি বোঝাব কি ? সেই আমাকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে কান ঝালাপালা করে দিলে।

রসিদ। তুমি কোন কম্মের নও। দিনরাত খালি তামাক টানতে পার, আর গোগ্রাসে গিলতে পার।

আদম। কি করব বাবা ? স্বভাব না যায় মলে।

রসিদ। ফকির মোল্লার কাছে কত টাকা আমাদের দেনা দাঁড়িয়েছে জান ? তিন হাজার টাকা। বাড়ীটা বাঁধা পড়ে আছে। ঝুম্‌রীকে পেলে সব দেনা মিটিয়ে নেবে, নইলে আর ছমাস পরে ঘাড় ধরে বাড়ী থেকে বের করে দেবে।

আদম। এত টাকা দেনা হল কি করে ?

রসিদ। এই কুপোষ্যদের খাওয়াতে। রায়বাড়ীর কোন্‌খানে যে হাজার হাজার টাকার গয়না পোঁতা আছে, সে শয়তানটাও বলে গেল না, তোমার মেয়েও বলছে না। তুমি জান ?

আদম। কি করে জানিব ? ও সব ভাঁওতা। কিছুই তারা রেখে যায় নি।

রসিদ। তুমি কিচ্ছু জান না। আমি সমস্ত বাড়ীটা চষে ফেলব, দেখি সোনা দানা বেরোয় কি না। রুকমি, রুকমি,—

রুকমীর প্রবেশ

রুকমী। কি বলছ ?

রসিদ। ফকির মোল্লাসাহেব এসেছেন শুনেছ ?

রুকমী। শোনবার কি আছে ?

রসিদ। তোমার মেয়েকে দেখতে এসেছেন। সে কিছুতেই দেখা দেবে না।

রুকমী। যাকে তাকে দেখা দিয়ে কি হবে?

রসিদ। এখনও তোমার সেই কথা? লোকটার কত টাকা জান?

রুকমী। টাকা ত চোর-ডাকাতেরও থাকে।

রসিদ। গোটা পীরগঞ্জ তার ট্যাঁকে বাঁধা। তার ছেলের মত পাত্র হয় না।

রুকমী। তোমার মেয়েকে দিয়ে দাও না।

রসিদ। নিলে ত দেব। ঝুমরীকেই তাদের পছন্দ। ছোকরা তাকে কলেজের পথে দেখে একেবারে পাগল হয়ে গেছে।

রুকমী। পাগল সে আগেও ছিল। আমার মেয়েকে আমি যার তার হাতে দেব না; এই আমার প্রথম কথা, এই আমার শেষ কথা।

আদম। পাত্রটা তোর গায়েই লাগল না? ছেলেটি তাড়ি খায় বলে।

রসিদ। কেন খুঁচিয়ে ঘা কচ্ছ? আমি কারও কথা শুনব না। আমি যখন গার্জিয়ান, তখন আমি যার সঙ্গে খুশী, তার সঙ্গে দিয়ে দেব।

রুকমী। ঝুমুরের গার্জিয়ান যারা, তাঁরা কলকাতায় বসে আছেন, তোমাদের সমাজের তাঁরা কেউ নন।

রসিদ। (ক্রোধে) তার মানে?

আদম। (কৌতুকে) তার মানে?

রুকমী। মানে, হিন্দুর মেয়ে হিন্দুর ঘরেই যাবে, মুসলমানের ঘরে নয়।

রসিদ। হিন্দুর মেয়ে শয়তানি! বিনয় রায়কে আমরা যে বিসমিল্লা খাঁ করে ফেলেছি, তা তুমি জান না?

আদম। নিজের মুখে না-ই বা কলমা পড়ল। তাই বলে কি সে মুসলমান নয়?

রসিদ। তুমি ধারেও কাটছ ভারেও কাটছ। ওসব কথা ছেড়ে দে রুকমী। আর দশদিন পরে গফুরের সঙ্গে তোর মেয়ের বিয়ে আমি দেবই দেব। কারও সাধ্য নেই এ বিয়ে রদ করে।

রুকমী। দাদা!

রসিদ। ষোল বছর তুই আমায় জ্বালিয়েছিস। মুসলমানের মেয়ে হয়ে বার বার রায়বাড়ীতে ছুটে গেছিস। তুই-ই আদিখ্যেতা করে তোর খসমকে সরিয়ে দিয়েছিস্, নইলে কবে তার সোনাদানা তুলে এনে আমি ঘর বোঝাই করতে পারতুম। কত খানদানী মুসলমান তোকে নিকে করতে চেয়েছে, তুই হাতের শাঁখা দেখিয়ে সবাইকে ফিরিয়ে দিয়েছিস্। মোছলমানের মেয়ে হয়ে নিজেকে হেঁদু বলে জাহির করতে তোর এতটুকু শরম হয় নি?

রুকমী। না। শরম হয়েছে তোমার ভাত খেতে।

রসিদ। লাথি মেরে তাড়িয়ে দেব তোকে। আগে তোর মেয়ের সাদিটা হয়ে যাক্।

রুকমী। সাদি হবে না।

রসিদ। আলবাৎ হবে। রসিদ মিঞা যা ধরে, প্রাণ গেলেও তা ছাড়ে না। যে বাধা দেবে, তাকে আমি খেঁকীকুত্তার মত গুলি করে মারব, সে বোনই হক—আর বাপই হক।

[প্রস্থান

রুকমী। শুনলে বাবা? তুমিও কি চাও এই বিয়ে হক?

আদম। কখখনো না। তোরা পালিয়ে যা।

রুকমী। কোথায় যাব বাবা?

আদম। এ কথা তুই আমায় শুধোচ্ছিস্? তোর সোয়ামী যেখানে আছে সেইখানে চলে যা।

রুকমী। কোথায় আছেন তা ত ঠিক জানি না।

আদম। কলকাতা ত জানিস্? ওতেই হবে। ভগবানের নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়, ঠিক জায়গায় পৌছে যাবি।

রুকমী। তাই যাব। এ শত্রুপুরীতে আর আমরা থাকব না। আমার একটা কাজ করবে বাবা? রায় বাড়ীর ঠাকুরঘরের তলায় এক বাকস সোনার গয়না—

আদম। চুপ চুপ, আর বলতে হবে না। ও আমি ঠিক বের করে এনে তোকে দিয়ে আসব। যা, চলে যা।

রুকমী। বাবা—

আদম। অনেক দুঃখু পেয়েছিস মা। সোয়ামীর ঘরে গিয়ে সুখে থাক। রায়ের পো খুব ভাল ছেলে, কোনদিন সে কারও ক্ষতি করে নি। সে তোকে হেনস্তা করবে নি। যা, তোরা যা। চোখ ছলছল কচ্ছে কেন? আমার তরে কষ্ট হচ্ছে বুঝি? কিছু না, কিছু না। হয়েই ত এয়েছে। আর কটা দিন বাঁচব বল্। ও কেটে যাবে এক রকম করে। খোদা মেহেরবান্! অনেক কষ্ট করে একশোটা ট্যাকা জমিয়ে রেখেছিনু। দিদির বিয়েতে খরচা করব বলে। টাকাটা তোকে দিয়ে দিচ্ছি। দিদির বিয়ের সোমায় খবরটা দিস্। যদি বেঁচে থাকি, দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখে আসব খুনি। কে যায়। ও মুকুন্দ, শোন শোন।

[প্রস্থান

রুকমী। কলকাতা কোন্ পথে তাও ত জানি না। একা কখনও পথে বেরুই নি। সঙ্গে ওই আগুনের গোলা। তবু যেতেই হবে। ঠাকুর, তুমিই ভরসা। অকূলে কূল দাও ভগবান।

মকুন্দ মাঝির প্রবেশ

মুকুন্দ। আমায় ডাকছ দিদি?

রুকমী। হ্যাঁ ভাই মুকুন্দ। আজ রাত্রে আমাদের ওপারে পৌঁছে দিতে পারবে?

মুকুন্দ। কখন?

রুকমী। রাত তিনটের সময়।

মুকুন্দ। কে কে যাবে?

রুকমী। আমি আর আমার মেয়ে।

মুকুন্দ। সঙ্গে চরণদার কেউ যাবে না?

রুকমী। না।

মুকুন্দ। কও কি দিদি? রাত তিনটের সময় তুমি তোমার ওই মেয়েকে নিয়ে নদী পার হবে? ব্যাপারখানা কি? ভাই বুঝি আর ঠাঁই দিচ্ছে না? তা ত দেবেই না। মরুক গে যাক্। তুমি অত বড় লোকের পরিবার এখানে পড়ে থাকবে কি জন্যে? তা রাত্তিরে যাবে কেন দিদি? দিনের বেলায় চল।

রুকমী। না মুকুন্দ, দাদা তাহলে যেতে দেবে না।

মুকুন্দ। বুঝেছি, আর বলতে হবে না। কবে যাবে বললে? আজই? ঠিক আছে, চল। কলকাতার গাড়ী ধরবে বুঝি? কিচ্ছু ভয় নেই। আমি একেবারে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসব।

রুকমী। কত চাই বল।

মুকুন্দ। কিচ্ছু চাই নে। টাকা ত তোমাদের আমার কাছে পাওনা আছে গো। তোমার শাউড়ী যাবার সময় আমায় পাঁচ টাকা দিয়েছিল। আমি বললুম, ও খুড়ি, ভাড়া ত আমার দেড় টাকা, এত দিচ্ছ কেন? বললে, তোর কাছে জমা থাক। দাঠাকুর যাবার সময় টাকা দিতে চাইলে। আমি বললুম,—টাকা ত আমার কাছে জমা আছেন। দেড়ে দেড়ে কত হয়? তিন ত? ব্যস, ব্যস, আরও তুটাকা জমা আছেন, চল তোমরা।

রুকমী। কলকাতা কোন দিকে, তুমি জান ?

মুকুন্দ। এখান থেকে সোজা দক্ষিণে গিয়ে তারপর পূবে, তারপর উত্তরে মোড় দিতে হবে ; শেষকালে পশ্চিমে বাঁক ঘুরলেই শ্যালদা ইষ্টিশন।

রুকমী। কলকাতায় তিনি কোথায় থাকেন শুনেছ ?

মুকুন্দ। একবার কত্তা ঠাকরুণকে নিয়ে যখন আমার নৌকোয় আসে তখন নিজেরা বলাবলি করছিল, হোগলার কুঁড়েতে তাদের বাসা।

রুকমী। হোগলার কুঁড়েতে থাকেন অতবড় উকীল ? না মুকুন্দ, তুমি ভুল শুনেছ ? কলকাতায় ত সব কোঠাবাড়ী, সেখানে ত কুঁড়েঘর নেই।

মুকুন্দ। আরে সে হোগলা নয় ; এ হচ্ছে বিলিতি হোগলা, কোঠাবাড়ীর চেয়ে মজবুত। শ্যালদায় গিয়ে রায়বাবুর নাম করলেই তোমাদের হাওয়া গাড়ীতে তুলে নিয়ে যাবে।

রুকমী। আচ্ছা, তাহলে তুমি তৈরী থেকো। রাত তিনটে।

মুকুন্দ। ঠিক আছে। আমি ঘাটেই থাকব।

গীত

ইছামতি রে, গড় করি তোর পায়,
তোরই দয়ায় ছাওয়াল পোনা ক্যানে ভাতে খায়।
তোরই বুকে নৌকো বেয়ে কাটল জীবন নেচে গেয়ে,
মরার পরে ঠাঁই দিস ওমা তোরই কিনারায়।
তুই মা আমার দশভুজা, তোর জলে মোর গঙ্গাপূজা,
এই জলে মা করব সিনান শ্মশানের চিতায়।

[প্রস্থান

রুকমী। জানি না কোথায় যাচ্ছি—স্বর্গে না নরকে। পথ দেখিয়ে নিয়ে চল ঠাকুর। তুমি ছাড়া পথের সাথী কেউ নেই।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

হোগল কুরিয়া লেন

বিনয় রায়ের বাড়ি

[সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের শতনাম সুর করিয়া পড়িতেছিলেন]

সত্যভামা। "জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর,
কৃষ্ণচন্দ্র কর দয়া করুণা সাগর।
জয় রাধে গোবিন্দ গোপাল বনমালী,
শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি।

ভগীরথের প্রবেশ

ভগীরথ। গিন্নীমা, ও গিন্নীমা,—

সত্যভামা। কি? কি হয়েছে? তোদের জ্বালায় কি ধর্ম্মকর্ম্ম করবার জো নেই? ঘরে তিষ্ঠুতে দিবি নে, ঠাকুরঘরে বসলে ডাকাডাকি করবি,—কাছারি ঘরে এসে বসেছি, এখানেও রেহাই দিবি নে? শ্রীকৃষ্ণ ভজিবার সংসারে আইনু—"

ভগীরথ। তুত্তোর শ্রীকেষ্টর ক্যাথায় আগুন।

সত্যভামা। এত বড় কথা বলিস তুই পাষণ্ড? আমি আর তোর মুখ দেখব না।

ভগীরথ। কে তোমাকে মুখ দেখাতে চাইছে? তুমি নিজের মুখ নিজে দেখ গে যাও। ভাল কথা বললে মন্দ হয়ে যায়? এরা মানুষ?

সত্যভামা। ছোটলোক কোথাকার। আছিস কেন ছোটলোকের বাড়ী?

ভগীরথ। কে থাকছে? পৌষ মাসে গেরস্থের ঘর ছেড়ে যেতে নেই, তাই অপিক্ষে কচ্ছি। মাসটা ফুরুলেই চলে যাব।

সত্যভামা। বিশ বছর ধরেই ত ওই কথা শুনছি। দূর হয়ে যা অকম্মার ধাড়ি। হাজারবার বলি বাজার থেকে মাছ আর তরকারী একসঙ্গে আনবি না, তবু রোজ তাই করবে। কোত্থেকে এক ঘিয়ে ভাজা কুকুরছানা জুটিয়ে এনেছে, তার আবার নাম রেখেছে বৃন্দাবন। মড়া অষ্টপ্রহর কুঁই কুঁই করবে, আর যা পাবে তাতেই মুখ দেবে। বউটিও হয়েছে তেমন। সে আবার নিজের হাতে তার চোখের পিচুটি মুছিয়ে দেয়। জাত জন্ম রসাতলে গেল।

ভগীরথ। তোমার কথাবাত্রাই ওই রকম। কুকুর বলে সে কি মানুষ নয়? তাকে ভগমান ছিষ্টি করে নি? জাত জাত করে দেশ থেকে মোছলমানের তাড়া খেয়ে এখানে এয়েছ। এখানেও সেই জাত জাত করবে? জাত কি আর আছে তোমার? ফের যদি তুমি আমার কুকুরের গায়ে ঢিল মার, আমি হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গব।

সত্যভামা। কি হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গবি তুই?

ভগীরথ। আমরা চলে আসার পর রসিদ মিঞা বড়দা ঠাকুরকে—

সত্যভামা। চুপ চুপ। অলক শুনতে পাবে, বৌমা শুনতে পেলে কুরুক্ষেত্র করবে।

ভগীরথ। করুক। তুমি সব সময় আমায় চাঁড়ালের পো বলে গাল দাও, আর আমার বৃন্দাবনকে ঢিল মার। এ আর আমি সইব না। ও বোঠান, ও বোঠান—

সত্যভামা। এই চুপ। বলছি ত আর মারব না। নিয়ে আয় তোর বৃন্দাবনকে, আমি তাকে নিজের পাতে বসিয়ে খাওয়াব। এ জন্ম ত গেছেই, পর জন্মে আমি বাঘ হয়ে আসব আর চাঁড়ালের রক্ত খাব।

"যখন কৃষ্ণ জন্ম নিল দেবকীর উদরে,
মথুরাতে চাঁড়ালেরা খাবি খেয়ে মরে।"

ভগীরথ। ভাল হবে না বলছি। আমি তোমার ঠাকুর ঘরে কুকুর ঢুকিয়ে দেব, তবে আমার নাম ভগীরথ।

[প্রস্থান

সত্যভামা। দুনিয়ার কি আর চাকর নেই গা? হতভাগা আমার হাড়মাস চিবিয়ে খেলে। (সুরে)

"বসুদেব রাখি আইল নন্দের মন্দিরে
নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে।"

অলকের প্রবেশ

অলক। বাড়ুক; বাড়তে দাও।

সত্যভামা। ব্যস, হয়ে গেল, আর আমার শতনামে কাজ নেই। (ঝুলি কপালে ঠেকাইলেন) তোমার পূজো তুমিই কর ঠাকুর। এ জন্মে আর আমি তোমার নাম করব না।

অলক। পালাচ্ছ কেন?

সত্যভামা। ছুঁসনি বলছি। কোথা থেকে কি খেয়ে এসেছে, তার ঠিক নেই।

অলক। শুধু খেয়ে আসি নি ঠাকুরমা, তোমার জন্যে নিয়েও এসেছি। খেয়ে দেখ কি চমৎকার পেঁয়াজী।

বিনয়ের প্রবেশ

বিনয়। অলক!

অলক। আজ্ঞে!

বিনয়। এত বাড় বেড়েছে তোমার?

সত্যভামা। তুমি আবার ধমকাতে এলে কেন বাপু? ও আমার

সঙ্গে তামাশা কচ্ছিল, তুমি কেন এর মধ্যে মাথা গলাতে এলে? বকা-ঝকা করো না বলছি। কথায় কথায় আজকাল ছেলেরা রেলে মাথা দিচ্ছে, মনে থাকে যেন। মুখপোড়া কেঁচো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পালা না হতভাগা। দফা সারলে। ও বৌমা, বৌমা,—

[প্রস্থান

বিনয়। এবারও ফেল করেছ?

অলক। আজ্ঞে হ্যাঁ।

বিনয়। কোন্ পেপার?

অলক। সব পেপারেই।

বিনয়। বাংলায়ও?

অলক। বাংলায় ১ নম্বর পেয়েছি।

বিনয়। বংশের মুখোজ্জ্বল করেছ। বই কিনতে একে একে পাঁচশো টাকা তোমার মার কাছ থেকে নিয়েছ, অথচ একখানা বইও ঘরে দেখতে পাচ্ছি না। তোমার নাম লেখা বই দেখে এলাম ফুটপাতে বিক্রি হচ্ছে। বই কিনেছ তুমি, আর পড়েছে অপরে। কাকে বই দিয়েছিলে?

অলক। ক্লাশের একটি মেয়েকে।

বিনয়। যাকে তিনদিন তোমার পাশে সিনেমায় দেখেছি, সেই বোধহয় তোমার বই ফুটপাতে বিক্রি করেছে?

অলক। তাই মনে হচ্ছে।

বিনয়। সে পাশ করেছে?

অলক। আজ্ঞে হ্যাঁ।

বিনয়। বইগুলো ফেরৎ দিয়েছে?

অলক। না। চাইতে গিয়েছিলাম, দেখা করলে না।

বিনয়। করবে না। খোঁজ নিয়ে দেখ, সে আর একজনের সঙ্গে

সিনেমায় যায়। তিন বছর তুমি এই সবই করেছ। বইয়ের পাতা ওলটাও নি, কেবল যার তার সঙ্গে মিশেছ আর বান্ধবীদের সঙ্গে ফ্লিট করেছ।

গীতার প্রবেশ

গীতা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, বাপ হয়ে তুমি ছেলেকে এইসব কথা বলছ?

বিনয়। বলছি মনের জ্বালায়। একটা মাত্র ছেলে যদি এমনি করে বকাটে হয়ে যায়, কার কাছে রেখে যাব তোমাদের, কে রক্ষা করবে বংশের মানমর্য্যাদা? তুমি জান না, হতভাগা অধঃপতনের কোন্ ধাপে নেমে গেছে। যাও, আদর করে দুধের বাটি মুখে তুলে দাও গে। তোমার সোনার চাঁদ এবারেও ফেল করেছে।

গীতা। বেশ করেছে। যত ছেলে পরীক্ষা দেয়, সবাই কি পাশ করবে না কি? তুমি ত ফেল কর নি। তোমার কি?

বিনয়। আমার টাকার জলুনি।

গীতা। মিথ্যের বেসাতির টাকা অমনি করেই যায়। উকিল আর পুলিশের ছেলেরা ফেল করবে না ত করবে কে?

বিনয়। বেশী আদরের ফল একদিন বুঝতে পারবে। এখন কি করতে চাও শুনি।

অলক। আপনি যা বলেন, তাই করব।

বিনয়। কাল থেকে আমার মুহুরিগিরি করবে।

গীতা। কখখনো করবে না। উকিলের মুহুরি হতে আমি ওকে দেব না। পিতা লিখতে প'য়ে দীর্ঘ ঈকার, 'পার্ব্বতীসুত লম্বোদর' লিখতে 'পাক দিয়ে সুতো লম্বা কর', হকুকৎ মোতাবেক, গুষ্ঠীর মাথা লিখতে ও কিছুতেই যাবে না। ও আবার পড়বে।

বিনয়। আবার ফেল করবে।

গীতা। দশবার ফেল করুক। যাও আবার ভর্তি হয়ে এস।

অলক। কিন্তু বইগুলো ত একটাও নেই মা।

গীতা। পুরনো বই পড়বে কি তুমি? আমি নতুন বই কিনে দেব।

অলক। তার চেয়ে একটা ব্যবসা ট্যবসা যদি করি?

গীতা। পারবে না। ব্যবসার সবচেয়ে বড় মূলধন হচ্ছে মিথ্যে কথা। সে মূলধন তোমার বাবার আছে, তোমার নেই। তুমি শুধু পড়ে যাও আর ফেল কর। এই মিথ্যের ব্যাসাতির টাকা যত পার উড়িয়ে দাও, রাশি রাশি পাপের কিছু প্রায়শ্চিত্ত হক।

[প্রস্থান

অলক। আমি কি তাহলে ভর্তি হয়ে আসব বাবা?

বিনয়। আসবে বই কি? তোমার মা যখন বলেছেন।

অলক। পড়াশোনায় আমার মন বসে না।

বিনয়। আমি তা জানি। তোমার মা আর কাকা দুদিক থেকে তোমার মাথাটি খেয়েছে। এ আমার পাপের ভোগ।

অলক। (পিতাকে প্রণাম করিল) এবার আমি নিশ্চয়ই পাশ করব বাবা, আপনি আমায় আশীর্ব্বাদ করুন।

বিনয়। গড্ বি উইথ ইউ।

[অলকের প্রস্থান

একটা মাত্র ছেলে, সেও মানুষ হল না। এই ত কলির সন্ধ্যা। এর পর হয় ত আরও তলিয়ে যাবে। কোন উপায় নেই।

[রুকমী আসিয়া গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করিল]

কে? কে তুমি প্রণাম কচ্ছ?

রুকমী। আমি রুক্মিণী।

বিনয়। রুক্মিণী! তুমি রুক্মিণী। তা কি করে হবে? তার দিকে চাইলে যে চোখ ফেরানো যেত না—।

রুকমী। সেদিন আর এদিনে যোল বছরের ব্যবধান।

বিনয়। বসো বসো। তুমি কাঁপছে কেন ? কোথা থেকে আসছ ?

রুকমী। পীরগঞ্জ থেকে আমিও ঠিকানা চেয়ে নিইনি, তুমিও বল নি। মুকুন্দ মাঝি বলেছিল, তুমি নাকি হোগলার কুঁড়েতে থাক। সারা-দিন খুঁজে খুঁজে হোগলা কুরিয়া লেইন দেখতে পেলাম। তোমার ভাইও আমায় চিনতে পারলে না। নেই বলে দিলে,—তুমি এখানে উঠে এসেছ।

বিনয়। রুকমী !

রুকমী। ইচ্ছে ছিল না তোমাদের সুখের সংসারে এসে জট্ পাকাতে। কি করব বল। দাদা আর কোনমতেই তিষ্ঠুতে দিলে না তুমি চলে আসার পর মুসলমান সমাজ মরিয়া হয়ে উঠল, দাদা রীতিমত ক্ষেপে গেল। তারপর কি অকথ্য নির্য্যাতন আমার উপর দিয়ে বয়ে গেছে, কোন ভাষায় তা বোঝানো যায় না। সবাই নিকে করবার জন্যে আমায় পাগল করে তুলেছিল।

বিনয়। তুমি নিকে কর নি ?

রুকমী। এ তুমি কি বলছ গো ? হিন্দুর বউয়ের কি আবার বিয়ে হয় ? চেয়ে দেখ তোমার দেওয়া এই শঙ্খবলয়। সোনা উঠে গেছে, শাঁখা ক্ষয়ে গেছে, তবু একে আমি ত্যাগ করি নি।

বিনয়। আমার জন্যে অনেক দুঃখ তুমি পেয়েছ। মনে হচ্ছে, তোমাকে ওরা পেট ভরে খেতেও দেয় নি।

রুকমী। পরনের কাপড় খানার দিকে চেয়ে দেখ ; সেলাইয়ের অন্ত নেই। রায়বংশের বউ আমি, আমাকে দেখে ভিখারিণীরও দয়া হয়।

বিনয়। কেন তুমি এত দুঃখ সহ্য করে সেখানে মাটি কামড়ে পড়েছিলে ?

রুকমী। তুমিও ত খোঁজ কর নি।

বিনয়। তোমার পক্ষে এখানে আসা যত সহজ আমার পক্ষে

সেখানে যাওয়া তত সহজ নয় রুক্মিণী। চিঠি আমি লিখেছিলাম, এক-খানা নয়—তিনখানা। সে চিঠি নিশ্চয়ই আর কারও হাতে পড়েছিল। যাক যাক, এসেছ ভালই করেছ। চল, ভেতরে চল।

রুকমী। যাব? তুমি বলছ ভেতরে যেতে? মা আমায় গ্রহণ করবেন?

বিনয়। তোমায় যদি গ্রহণ না করেন, আমাকেও তাঁর ত্যাগ করতে হবে। সে তিনি পারবেন না।

রুকমী। কিন্তু তোমার স্ত্রী? আমার কথা তাকে বলেছ?

বিনয়। কাউকে কিছু বলি নি।

রুকমী। সে যদি আমায় আশ্রয় না দেয়?

বিনয়। তাহলে তোমাকে নিয়ে এই মুহূর্তে আমি আর এক বাড়ীতে উঠে যাব।

রুকমী। এত ভাল তুমি? এ যে আমি আশাও করি নি গো। তাহলে সত্যই অকূলে কূল পেলাম? মেয়েটাকে তবে ডাকি?

বিনয়। মেয়ে!

রুকমী। হ্যাঁ। তাকে দেউড়িতে বসিয়ে রেখে এসেছি।

বিনয়। কার মেয়ে?

রুকমী। আমার মেয়ে, তোমার মেয়ে।

বিনয়। আমার মেয়ে! রুকমি!

রুকমী। কি গো, অমন কটমট করে তাকাচ্ছ কেন?

বিনয়। আমার মেয়েকে পীরগঞ্জ থেকে নিয়ে এসেছ? এর চেয়ে তুমি নিকে করলে না কেন? কেউ ত তোমায় নিন্দে করত না। রূপ ছিল, যৌবন ছিল, যে কেউ তোমায় মাথায় তুলে নিয়ে যেত। এ ভণ্ডামির কি প্রয়োজন ছিল?

রুকমী। ভণ্ডামি! ষোল বছর তোমাকেই আমি ধ্যান করেছি,

তোমার দেওয়া শঙ্খবলয় কখনও আমি ত্যাগ করি নি, তোমার মেয়েকে তোমার কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে মরণাপন্ন দেহটাকে কত কষ্টে বাঁচিয়ে রেখেছি আমি, আর তুমি বলছ এ ভণ্ডামি !

বিনয়। যার মেয়ে, তার কাছে নিয়ে যাও।

রুকমী। ওগো, এ কি বলছ তুমি ?

বিনয়। রুকমি।

রুকমী। আর যে ফেরবার উপায় নেই।

বিনয়। তাহলে কলাবাগানে যাও, রাজাবাজারের ফুটপাতে গিয়ে দাঁড়াও। তোমার মেয়েকে বিয়ে করার আর তোমাকে নিকে করবার লোকের অভাব হবে না।

রুকমী। অদৃষ্টে এও ছিল ? ওরে, মাথায় আকাশটা ভেঙ্গে পড়ে না ? পৃথিবী একদিন দ্বিধা হয়ে সীতাকে যেমন করে গ্রাস করেছিল, আমাকে কি তেমনি করে গ্রাস করতে পারে না ? নিষ্ঠুর, তোমার জন্যে আমি সবাইকে ছেড়েছি, আর তুমি আমায় এমনি করে বজ্রাঘাত করলে ? দয়া কর, ওগো দয়া কর। আমাকে আশ্রয় না দাও, আমার মেয়েটাকে একটুখানি ঠাঁই দাও।

বিনয়। পরের মেয়েকে দেবার মত ঠাঁই আমার নেই।

রুকমী। আবার বলছ পরের মেয়ে ? থাক থাক, আর বলো না। কিন্তু কোথায় যাব আমি এ আগুনের গোলা নিয়ে। রাত হয়েছে, কার কাছে গিয়ে দাঁড়াব ?

বিনয়। ইচ্ছে হয়, আজ রাত্রে আমার বাইরের ঘরে থাকতে পার, কাউকে পরিচয় দিও না, আর প্রভাতের সূর্য্য যেন তোমাদের এখানে দেখতে না পায়।

রুকমী। ধন্যবাদ উকীল সাহেব। অধিকার যখন পেলাম না, তখন ভিক্ষেও আর চাই না। [প্রস্থান

ঝুমুর (নেপথ্যে)। মা, মা,—

বিনয়। কে ?

ঝুমুরের প্রবেশ

ঝুমুর। মা কই, মা ?

বিনয়। তুমি কে ? কে তুমি ? রুকমীর মেয়ে! কাছে এস ত।

ঝুমুর। কেন কাছে আসব ? কি বলতে চান, দূর থেকে বলুন।

বিনয়। তোমার বাবার নাম কি খুকি ?

ঝুমুর। বাবার নাম মিঃ বি কে চৌধুরী। আরে মশায়, এগুচ্ছেন কেন ? গিলবেন নাকি ?

বিনয়। না মা, না। তুমি ঠিক জান তোমার বাবা—

ঝুমুর। আমার বাবা কি ?

বিনয়। কিছু না মা, কিছু না। তোমার মাকে ডেকে নিয়ে এস।

ঝুমুর। হোয়াই ? হু আর ইউ ? আপনি উকীল, এ্যাডভাইস দিয়েছেন, ফি নিয়েছেন, আবার আত্মীয়তা কিসের ? যান যান, সারাদিন ধরেই আত্মীয়তা দেখে আসছি। এ বলে কোথায় যাবে চল না এগিয়ে দিই, ও বলে আমাদের বাড়ী চল—থাকবার অসুবিধে নেই। ইতর অসভ্য জানোয়ারের শহর এই কলকাতা। এখানে আবার মানুষ থাকে ? গায়ে গায়ে লোক, দাঁড়াবার জায়গা নেই, হরদম হাঁটতে হবে, নইলে পেছন থেকে ঢুঁ মারবে, পাশ থেকে হাওয়া গাড়ীতে কাদা ছিটিয়ে দেবে, মাথার উপর থেকে গিন্নীরা পানের পিচ ফেলবে। এই না কি পৃথিবীর দ্বিতীয় শহর ? দূর দূর, ওয়াক থু।

[প্রস্থান

বিনয়। এ কি হল ? কি করলাম ? রুক্মিণী, রুক্মিণী, ফিরে এস, ফিরে এস। [প্রস্থান

তৃতীয় পর্ব্ব

প্রথম দৃশ্য

গফুরের প্রবেশ

গফুর। আমি বিষ খাব, আমি রেললাইনে মাথা দিয়ে মরব। ও বাবা, বাবা—

ফকিরের প্রবেশ

ফকির। কি হয়েছে? চ্যাচাচ্ছিস্ কেন?

গফুর। চ্যাচাব না? তুমি খালি বসে বসে সুদ কষছ, আর পরের জমি হাতাবার ফন্দি আঁটছ। এদিকে যে সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, সে খবর রাখ?

ফকির। কেন? কেন? কি হল? কোন দেনদার হিন্দুস্থানে পালিয়ে গেছে না কি? গেল গেল, আমার সুদে আসলে—

গফুর। দুত্তোর তোমার সুদের ক্যাথায় আগুন। দিনরাত খালি ওই এক বুলি—সুদ আর সুদ। আমি তোমার হিসেবের খাতা দরিয়ার ফেলে দেব।

[ফকিরের বগল হইতে খাতা ছিনাইয়া লইল]

ফকির। এই, এই। সর্ব্বনাশ করলে। ওরে, ওর ভেতর আমার যথাসর্ব্বস্ব।

গফুর। তোমার যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে তুমি উচ্ছন্ন যাও।

[খাতা আছড়াইয়া ফেলিল, ফকির ধুলা ঝাড়িয়া তুলিয়া লইল]

ইউ এ ওয়ানডার ফাদার।

ফকির। তার মানে ?

গফুর। মানে তুমি নেহাৎ নিম্নশ্রেণীর বাপ। ইউ ইজ মোসট্ থার্ড-ক্লাশ ম্যান।

ফকির। খবরদার ইংরিজিতে গাল দিবি না বলছি। কোন্ জমি বেহাত হয়ে গেল, সেই কথাটা বল্।

গফুর। তোমার জমির কপালে ঝাড়ু, আর স্থদের কপালে জুতো। সে চলে গেছে।

ফকির। কে ? গঙ্গাধর মল্লিক বুঝি ? খেয়েছে আমার মাথা। দশদিন আমি বাড়ী নেই, এর মধ্যেই সে হাওয়া ! তুই তবে ছিলি কি করতে অকর্ম্মার ধাড়ি। খালি গোগ্রাসে গিলতে পার আর নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে পার ?

গফুর। এই,—ডোন্‌ট গিভ ইয়ার্কি। ফাদার আছ ত আছ। এটা ইসলামী রাষ্ট্র ; এখানে সব ইউনিভারসিটি ব্রাদারহুড্। আমি তোমার ব্রাদার, তুমি আমার ব্রাদার।

ফকির। আমি তোর বেরাদার শূয়ার ? জুতিয়ে তোর মুখ ছিঁড়ে দেব।

গফুর। ওঃ—ভারী তোমার জুতো। তোমার ও ন্যাকড়ার জুতোয় মুখ ছেঁড়ে না। আমার সর্ব্বশরীর জ্বলছে, আর তুমি আমাকে ইনসালট কচ্ছ ? আমি তোমাকে কনসণ্ট করে ছেড়ে দেব।

[কাপড় বাগাইল]

ফকির। থাম্ থাম্, এসেই তড়পাতে শুরু করেছে। আবার কার মার খেয়ে এসেছিস ? এসব কথা মেয়েটার কানে গেলে সে তোকে বিয়ে করবে না, গুষ্ঠীর মাথা করবে।

গফুর। আর বিয়ে। সে তার মাকে নিয়ে হাওয়া।

ফকির। হাওয়া।

গফুর। তবে আর বলছি কি? এতদিনে দশবার বিয়ে হয়ে যেত। তুমি খালি পায়তারা কচ্ছ। ওর মাকে নিকে করতে গিয়ে তুমি খেয়েছ গুঁতো, আর ওকে বিয়ে করতে গিয়ে আমি খেলুম জুতো। আমি তোমার বাড়ী ঘরে আগুন ধরিয়ে দেব, তোমার লোহার সিন্দুক নর্দ্দমায় ফেলে দেব। ওরে আমার একি সর্ব্বনাশ হল! আই ইজ আনডন।

ফকির। আগুা আগুা করিস নি গোমুখ্যু কোথাকার। ব্যাটা-ছেলের বিয়ে—মেয়ের অভাব কি?

গফুর। অমন মেয়ে আমার আর কি হবে?

ফকির। খুব হবে। ইয়াসিন ব্যাপারীর মেয়ে—

গফুর। মাথায় টাক।

ফকির। বছির মোল্লার ভাগ্নী—

গফুর। খোঁড়া।

ফকির। ফাজিলদ্দি চৌকীদারের ভাতিজা—

গফুর। এক চল্লিশটা দাঁত। সবাইকে দেখেছি আমি—খেঁদী, বুঁচী উটকপালী কোদালদাঁতীর দল। অমন চোখেমুখে কথা কইতে কেউ পারবে? রূপে গুণে অমন মেয়ে তোমার বাপের বয়সে আর দেখেছ? তোমার গাফিলতির জন্যে সে হাতছাড়া হয়ে গেল।

ফকির। রসিদ মিঞাকে ডাক। বদমায়েস রসিদটা ভাগ্নিকে কুটুমবাড়ী পার করেছে বেশী টাকায় বেচবে বলে। আমি ওর ভিটেয় ঘুঘু চড়াব।

গফুর। তুমি না চড়ালেও আমি চড়াব।

[প্রস্থান

ফকির। ইস, কি ছানাই বেরালে খেলে! মেয়েটা ঠিক মায়ের

রূপ যৌবন নিয়ে এসেছে। ছুঁড়ীকে দেখলে আমারই মনটা কেমন নেচে ওঠে, ছেলে ত নাচবেই। রুকমীকে এত খোসামোদ করলুম, টাকার তোড়া ছুঁড়ে দিলুম, গয়না দেখালুম—কিছুতেই আমায় নিকে করলে না। না খেয়ে মরবে, তবু হাতের শাঁখা খুলবে না। এখনও মত করলে মা-বেটী দুজনকেই আমি ঘরে আনতে রাজী আছি।

মুকুন্দর প্রবেশ

মুকুন্দ। ও ছোড়ু মিঞা, ও ছোড়ু মিঞা,—কেডা, মোল্লার পো? যা বাবা, যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই রাত হয়! আপনি যে শুনলুম কুটুম বাড়ী গিয়ে বাতের ব্যথায় চীৎ হয়ে পড়ে আছ।

ফকির। চীৎ হয়েই ফিরে এসেছি।

[খাতা খুলিল]

মুকুন্দ। আরে মিঞা, আবার খাতা খুলছ কেন? আমি কি টাকা দিতে এয়েছি?

ফকির। আসল না দিস, স্থদ ত দিবি। এ বছরের স্থদ হল দু-টাকা সওয়া পাঁচ আনা।

মুকুন্দ। যখন দেব, তখন দেব। আজ আমি অন্য কাজে এয়েছি, ট্যাঁকে একটা ফুটো পয়সাও নেই।

ফকির। না থাকলে চলবে না যাদু। বছর কাবার হয়ে গেছে, এখন স্থদ না দিলে তোর বাড়ীঘর আমি নিলেমে চড়াব।

মুকুন্দ। ও হুমকি মুকুন্দ মাঝিকে দেখিও না মোল্লার পো। আমি হরিপদ ঘোষাল নই, অতুল সাধুখাঁও নই যে তোমাদের ভয়ে দেশ গাঁ ছেড়ে পালাব। আর তোমরা আমার ভিটেমাটি ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেবে। এ দেশ তোমার যেমন, আমারও তেমনি। তোমরা আমায় মার, কাট, বেইজ্জৎ কর, কিন্তু ভিটে আমি ছাড়ব না।

ফকির। কে তোকে ছাড়তে বলছে ? তুই সুদের টাকা ছাড়।

মুকুন্দ। বলছি ত জোগাড় হয় নি, ও মাসে দেব।

ফকির। তোর কাছাটা উঁচু হয়ে আছে কেন ? খোল্ দেখি কাছা।

মুকুন্দ। আপনি ত ভয়ানক শকুন দেখেছি। এই নাও, আজ আর চাল কিনব না, পেটে কিল মেরে পড়ে থাকব। এই দু টাকা, এই পাঁচ আনা।

ফকির। আর একটা পয়সা কি তোর শ্রাদ্ধের সময় দিবি।

মুকুন্দ। আপনি ত বড় চশমখোর। এক পয়সা বাদ দিতে পার না ?

ফকির। তার চেয়ে আমার ছেলেকে বাদ দিতে বল্। আমাদের হাদিসে বলেছে,—বাপ মা ছাড়, জরু-গরু সব ছাড় ক্ষেতি নেই, কিন্তু সুদের কড়ি ছেড়ো না। দে, পয়সা দে।

মুকুন্দ। এই নাও, একটা পয়সা নিয়ে কবরে যাও।

ফকির। হাতে তোর কি ও, কাগজে মুড়ে এনেছিস ?

মুকুন্দ। ও আপনার নয়, ছোড়ু মিঞাকে দিয়ে গেছে।

ফকির। কে দিয়ে গেছে ?

মুকুন্দ। ওই যে গো রুক্মিণী দিদির মেয়ে ঝুমুর।

গফুরের প্রবেশ

গফুর। আসছে বাবা, রসিদ মিঞা হন হন করে এই দিকেই আসছে।

ফকির। ওই দেখ, তোর ভাগ্নী কি পাঠিয়েছে তোকে।

গফুর। কি পাঠিয়েছে ঝুমুর ? চিঠি না কি ? কে এনেছে ?

মুকুন্দ। আমি এনেছি ছোড়ু মিঞা।

গফুর। তোর সঙ্গে তার দেখা হয়েছে ?

মুকুন্দ। ঐ দেখ, না হলে জিনিষটা আনলুম কি করে ? তার সাথে দেখা, তার মার সাথে দেখা। আমিই ত তাদের শেষরাত্রে গাঙ পার করে গাড়ীতে তুলে দিয়ে এলুম।

গফুর। শুনছ বাবা ? হেঁদুকাটা খাঁড়াটা নিয়ে এস। ব্যাটাকে আমি কেটে আটখানা করব।

মুকুন্দ। তা আর করবে না ? আমার গাছের তাড়ি না খেলে তোমার ঘুম হয় না যে। তালগাছ আমি কেটে ফেলব, দেখি কে তোমায় তাড়ি জোগায়।

ফকির। তুই তাদের পার করে দিলি কোন সাহসে ?

মুকুন্দ। সাহস আবার কি ? আপনারা তাদের টিকতে দিলে না, না গিয়ে তাদের উপায় কি ছিল ? দেখিয়ে শুনিয়ে ত যেতে পারে না। কাজে কাজেই আমাকে চেপে ধরলে।

ফকির। আর অমনি তুই নৌকোয় তুলে নিলি ?

মুকুন্দ। আমি ছাড়া নেবে কে ? রায় গিন্নী আমার নৌকোয় পার হবার সময় পাঁচটা টাকা দিয়ে গেছে। পাঁচ টাকা কি পার হতে লাগে ? আমি হিসেব রেখে দিয়েছি। রায় মশায়কে আমিই ওপারে পৌছে দিয়েছিলুম।

ফকির ।
গফুর ।　} তুই !

মুকুন্দ। তবু দেনা শোধ হয় নি। আরও দুটাকা জমা রয়ে গেল। ওদের মা মেয়েকে পার করে—তিন দেড়ে সাড়ে চার টাকা শোধ হল। আট আনা ঝুমুরের হাতে দিয়ে বললুম,—চ্যানাচুর খেও মা-মণি। ওর

মা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। আর মেয়ে আমার হাতে একটা জিনিষ দিয়ে বললে,—"ফক্কর মোল্লার ছেলেকে দিও।"

ফকির। শয়তানীকে আমি—

গফুর। গাল দিও না খবরদার। হেঁদুকাটা খাঁড়াটা নিয়ে এস। তবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তড়পাবে। দে ব্যাটা, কি দিয়েছে দেখি।

[মুকুন্দের হাত হইতে কাগজে মোড়া পুঁটলি খুলিত ছেঁড়া জুতা বাহির হইল]

ফকির। }
গফুর। } জুতো!

মুকুন্দ। তাও ছেঁড়া জুতো।

গফুর। বদমায়েস ব্যাটা, তোকে আমি কুকুর বধ করব। তুই আমার জন্যে জুতো বয়ে আনলি।

মুকুন্দ। আমি কি জানি? আমি ভেবেছি আমসত্ত্ব। এ হে হে,—এত বড় আস্পদ্দা আদম খাঁর নাতনীর? এ কি অন্যায়! আমি পাঁচ মাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে ঢাক পিটিয়ে সবাইকে বলব। ওগো, তোমরা কে কোথায় আছ দেখে যাও। রসিদ মিঞার ভাগ্নী—

উভয়ে। চুপ।

মুকুন্দ। ছোড়ু মিঞাকে—

গফুর। আবার?

মুকুন্দ। ছোড়ু মিঞাকে ছেঁড়া জুতো দিয়ে গেছে।

রসিদের প্রবেশ

রসিদ। কি করেছে আমার ভাগ্নী?

মুকুন্দ। আর বলো না মিঞা। ওই দেখ্। তোমার ভাগ্নী যাবার সময় গফুর মিঞাকে ছেঁড়া জুতো—হিঃ হিঃ

রসিদ। কোথায় তারা?

মুকুন্দ। কলকাতায়। আমি তাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে এয়েছি।

রসিদ। কি যে করব আমি তোকে, তাই ভাবছি।

ফকির। ব্যাটাকে এক্ষুনি কলমা পড়াও রসিদ মিঞা।

মুকুন্দ। পড়াও না। ন্যাংটার আর বাটপাড়ের ভয় কি? তোমরা আমাকে মোছলমান বানাবে, আর আমি লুঙ্গি পরে টুপি মাথায় দিয়ে গাঁময় হরি সংকীর্ত্তন করব আর শূয়ারের ডালনা খাব। দেখি তোমাদের ধর্ম্ম কোথায় থাকে। আমার হাত বাঁধবে, পা বাঁধবে, মন বাঁধবে কে? পারিস যদি আমার মনের গলায় দড়ি দে।

[প্রস্থান

গফুর। মাঝির পোকে আমি খুন করব, তবে আমার নাম গফুর মোল্লা।

[প্রস্থান

ফকির। এর অর্থ কি রসিদ মিঞা? তোমার মত শকুনের নজর এড়িয়ে তারা পালিয়ে গেল, এই কথা আমায় বিশ্বাস করতে বল? তুমিই চক্রান্ত করে তাদের সরিয়েছ।

রসিদ। আপনি ভুল বুঝেছেন। আপনার ছেলে মাতাল হক আর দুশ্চরিত্র হক, তাতে কিছুই যায় আসে না। যার আছে টাকা, তার সব দোষ ঢাকা। তার হাতে ঝুমুরকে তুলে দিতে আমার আগ্রহ আপনার চেয়ে কম ছিল না। কি করব, এ আমার নসীবের দোষ।

ফকির। রুকমীকে যে আমার সঙ্গে নিকে দিতে পারনি, সেও তোমার নসীবের দোষ। এবার তাহলে নসীবের দোহাই দিয়ে বাড়ীঘর ছেড়ে চলে যাও।

রসিদ। কোথায় যাব বলুন।

৬

ফকির। জাহান্নামে যাও। সুদে আসলে আমার পাওনা কত টাকা হয়েছে হিসেব রাখ? তিন হাজার সাতশো তিরনব্বই টাকা, সাত আনা দেড় পয়সা। দেড় পয়সা না হয় আমি ছেড়েই দিলাম। বাকীটা নিয়ে এস।

রসিদ। থাকলে ত আনব? হিন্দুদের তাড়িয়ে দিয়ে যা কিছু লুট করেছিলাম,—আপনাকেও তার ভাগ কম দিই নি। তবু নশো টাকা কি করে তিন হাজারে গিয়ে উঠল, আপনিই জানেন। উঠুক, আরও উঠুক, টাকা আমি রাখব না। আর একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধিয়ে দিয়ে আপনার টাকা আমি কড়াক্রান্তি পর্যন্ত শোধ করে দেব।

ফকির। আর কারও রস নেই মিঞা। যাদের কিছু ছিল, তারা সব চলে গেছে। একটা সোমত্ত মেয়ে পর্য্যন্ত এখানে নেই, যা দিয়ে তুমি দেনা শোধ করবে। এক মাস তোমাকে সময় দিলাম। হয় টাকা দাও, না হয় তাদের ফিরিয়ে নিয়ে এস।

রসিদ। কেমন করে ফেরাব মিঞা?

ফকির। কলকাতায় চল।

রসিদ। কি করে যাব? পাসপোর্ট লাগবে যে।

ফকির। রেখে দাও পাসপোর্ট। এদেশেই বল, আর ওদেশেই বল,—আইন কানুন শুধু হিন্দুদের জন্যে, মুসলমানের জন্যে নয়।

রসিদ। তা বটে। কিন্তু কলকাতায় কোথায় গেছে তারা, তা ত জানি না।

ফকির। তুমি ঘুরবে কলেজে কলেজে, আর আমি খুঁজব আদালতে। চল কলকাতায়, আজই চল।

আসাতুল্লার প্রবেশ

আসাদ। যেও না।

উভয়ে। কে ?

আসাদ। আমি আসাদুল্লা খাঁ।

রসিদ। কি বলেছেন আপনি ?

আসাদ। বলছি, তোমরা কলকাতায় যেও না।

রসিদ। কেন ?

আসাদ। তোমরা দুই রাহু-কেতু যেখানে যাবে, সেখানকার মাটিতে আগুন ধরে যাবে। অনেক দুঃখের পর সে দেশের মানুষ একটুখানি শান্তি পেয়েছে। আবার তাদের শান্তি ভঙ্গ করতে কেন যাবে তোমরা ? এখনও সে দেশের মানুষ ভাগীরথীতে পুণ্যস্নান করে। তোমরা সেখানে গেলে ভাগীরথী শুকিয়ে যাবে।

রসিদ। কেন আপনি এসব কথা বলছেন ?

আসাদ। হিন্দুদের দেশছাড়া করেছ। তাদের বিষয় সম্পত্তি সব লুটে পুটে খেয়েছ। আর বুঝি কারও কোন রস নেই ? তাই রসের সন্ধানে কলকাতায় যাবার আয়োজন করেছ। সেখানে গিয়ে বেরাদারদের দুঃখে মায়াকান্না কাঁদবে না ? বলবে না যে হিন্দুরা তোমাদের শিশুরাষ্ট্র ধ্বংস করার চক্রান্ত করেছে ? আর ফিরে এসে ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করবে না, যে ওদের দেশে একটা মুসলমানও আর জীবিত নেই ?

রসিদ। আপনার কথাবার্ত্তা ভাল নয় মাষ্টার সাব।

আসাদ। ভাল হবে তোমরা দুই রাহু-কেতু কবরে গেলে। আমার স্কুলে যখন পড়তে, তখনই তোমাকে আমি চিনেছিলাম রসিদ। পড়াশোনার ধারেও তুমি যেতে না। বই চুরির অপরাধে বার বার আমি তোমার পিঠে বেত মেরেছি। দরকার হলে আবার বেত মেরে তোমার পিঠ ফাটিয়ে দেব।

ফকির। আরে মিঞা, আপনি—

আসাদ। চুপ। চোরের সাক্ষী মাতাল! কি করেছিল তোমাদের বিনয় রায়? কেন তার ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছ?

রসিদ। পোড়াব না? তার ভাই আমার খালাত ভাইয়ের সম্বন্ধীর ছেলেকে খুন করেছে।

আসাদ। খুন করে নি, উত্তম মধ্যম দিয়েছে। দেবে না? চোরকে টাটে বসিয়ে পূজো করবে? তোমার সম্বন্ধী যখন সিঁধ কাটতে যায়, তখন বারণ করতে পার নি? শরম হয় না তোমাদের, যে এইসব লোক তোমাদের ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্য?

রসিদ। আপনার শরম হয় না হিন্দুদের গুণ গাইতে?

আসাদ। গাইবার মত কোন গুণ তোমাদের যে নেই, তাই ত শরম হয় বাবা।

ফকির। ও রসিদ মিঞা, আর দেরী করলে গাড়ী পাওয়া যাবে না।

আসাদ। কার মাথা খেতে কলকাতায় যাবে শুনি।

রসিদ। আপনি খালি আমাদের মাথা খেতেই দেখেন! শুনেছেন, রুকমী তার মেয়েকে নিয়ে কলকাতা গেছে?

আসাদ। বেশ করেছে। স্ত্রী স্বামীর কাছে গেছে, তাতে তোমার কি?

রসিদ। স্বামী! ভারী আমার স্বামী!

আসাদ। কথাটা বিয়ে দেবার সময় মনে ছিল না?

রসিদ। আপনিই তাকে নিকে করতে বারণ করেছেন।

আসাদ। নিশ্চয়ই বারণ করব।

ফকির। সে যদি রাজী হয়, আমি এখনও তাকে নিকে করতে পারি। আর আমার ছেলে ত ঝুমুরকে বিয়ে করার জন্তে তৈরীই আছে।

আসাদ। রুক্মিণী মরবে, তবু তার শাঁখা সিঁদুরের অমর্য্যাদা করবে না। আর তোমার ওই মাতাল ছেলে ঝুমুরের খানসামা হবার যোগ্যও নয়, খসম ত দূরের কথা।

[প্রস্থান

রসিদ। শালার মাস্টার মরবে কবে, আমি পীরের দরগায় শিন্নি দেব।

ফকির। শিন্নিটা পরে দিলেও চলবে। এখন কলকাতায় চল।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

আবেদীনের বাসভবন

মার মার শব্দে আদমকে প্রহার করিতে করিতে বাবুর্চি ও খানসামার প্রবেশ

আদম। আর মেরো নি বাবা। হাড্ডি চুরমার হয়ে গেছে।' ইয়া আল্লা! কলকাতা যে এমন জায়গা, তা কি জানতুম? এ কি আজব মুল্লুক বাবা, সব জায়গায় হাটের মেলা। একটু বে-মোড়ে গেলেই গাড়ী চাপা পড়তে হবে। দাঁড়িয়ে হগ সাহেবের বাজার দেখছি, এক ব্যাটা গাড়োয়ান চাবুক মেরে বসল, যেই পাশে হটেছি, ম্যাথরাণীর বালতি কাৎ হয়ে এক বামুনকে নাইয়ে দিলে। খুঁজে পেতে আবেদীনের বাসায় এলুম। সবে একটু উঁকি মেরেছি, আর অমনি চোরের মার!

বাবুর্চি। মারো বসির মিঞা, থামলা ক্যান্? কারি কারি ছাতু খাইবার পার, আর চোর মারবার পার না?

খানসামা। তুমি কেনো ছাতু ছাতু করছে? পুলিশকে বোলাও, থানামে ভেজ দেও।

বাবুর্চি। আরে, পুলিশ কোন্ ছাতা করে গা? ও হালারা ঘুষ খাতা হায়। তুমি হাঁ কইর‍্যা আছ কাঁহে? চোট্টা ব্যাডারে প্যাদায় দাও।

খানসামা। নেহি। বহুৎ তখলিফ হোবে। এ হামারা মুল্লুক না আছে। এ মুল্লুক মে আইন কানুন হ্যায়।

বাবুর্চি। আইন কানুন ত হেঁদুগো তরে, মোছলমান গো কোন্ ব্যাডা কি করে গা? হাম লোক ও দ্যাশের বাদশা আর এই দ্যাসের পীর। তুমি মারো না, আমি আছি—ডর কি? চোর মারবা, তার আবার দিন ক্ষ্যাণ বাছতে হইবে না কি?

আদম। আমি চোর নই বাবা। কোন দিন কারও কিছুতে হাত দিই নি। কত লুট তরাজ চোখের উপর দেখেছি, আমার চোখ ফেটে জল ঝরেছে, কারও কুটোগাছটি ছুঁই নি।

বাবুর্চি। কোহান্ থে আইছ বেয়াই?

আদম। পীরগঞ্জ থেকে।

বাবুর্চি। পীরগঞ্জের পীর সাহেব তোমার কুটুম বুঝি? সে তোমার চেহারা দেইখ্যাই মালুম করছি। আইছ বালো করছ, ভাঙ্গা কাঁঠাল—লুইট্যা পুইট্যা খাও। হেঁদুর বারী চহে দেখলা না? মোছলমানের বাসায় আইছ ক্যান্?

আদম। আবেদীন মিঞার কাছে দরকার আছে বাবা।

বাবুর্চি। কি দরকার? কলেজে ভর্তি হইবার চাও? ব্যাটার কথা হোনছ খানসামা ভাই?

খানসামা। খানসামা কোন্ আছে? আরদালী বোলো।

বাবুর্চি। আরে, দূর মাউরার পো মাউরা। আমার রাগটারে জল কইরা দিল। নামডা কি তোমার বিয়াই।

আদম। আমার নাম আদম খাঁ।

বাবুর্চি। কোন্ বাড়ীতে কি চুরি করছ কও দেহি। বোচকাটা বগলে চাইপ্যা ধরছ ক্যান্। দেখাও ত কি আছে বোচকার মধ্যে।

আদম। না না না, এ আমি দেব না।

বাবুর্চি। ধর না খোট্টার পো।

খানসামা। আরে ধেৎ, খোট্টা খোট্টা করছে। ফিন খোট্টা বলনেসে একদম শির উতার দিবে।

বাবুর্চি। ব্যাডা পালাইয়া যায় যে। হাতখান ধরবার পার না? এত ছাতুর জোর কমনে গেল মাউরার পো? খোট্টা খানসামার রকম সকমই আলাদা।

খানসামা। শালে বাবুর্চি, তোম্‌কো হামি খুন করবে।

বাবুর্চি। ভাল হইবে না ছাতুখোর।

খানসামা। হুঁসিয়ার বাঙ্গালকা পুৎ।

বাবুর্চি। মাউরা, তোরে আমি খাইছি।

খানসামা। বদমায়েস উল্লু,—

বাবুর্চি। ভাল হইবে না খানসামা। আরে বিয়াই, পলাও ক্যান্। বোচকাডা দ্যাও। দিবি না ব্যাডা? তবে তুই কবরে যা।

[আদমকে ধাক্কা দিল]

আবেদীনের প্রবেশ

আবেদীন। এই, কেন মারছ লোকটাকে? এ কি চাচা, ! আপনি এখানে।

আদম। তোমার কাছেই এসেছি বাপজান। জানলা দিয়ে ঘরের ভেতর উঁকি মেরেছি, আর অমনি চোরের মার।

আবেদীন। কে মেরেছে আপনাকে চাচা?

আদম। ছাড়ান দাও বাপজান।

বাবুর্চি। আপনার চাচা না কি হুজুর? আমি এক নজর দেইখ্যাই বুঝছি, এ যা তা আদমী না। ব্যাডা খোট্টা মারতে মারতে মানুষটার পিঠ ফাটাইয়া দিছে। আমি যত কই,—"ক্ষ্যামা দে ছাতুখোর",—ততই মারে।

খানসামা। এই হারামজাদ, তুমি কেনো ঝুট বাত বল্‌ছে?

বাবুর্চি। ঝুট বাত মাউরা?

খানসামা। মাউরা কোন্ আছে বদমায়েস? হামি বসির মিঞা আছে না শালে?

বাবুর্চি। তবে রে খানসামার পো,—

খানসামা। হামি তোম্‌কো একদফে দেখলায় দেঙ্গে বাঙ্গাল।

[উভয়ে কাপড় বাগাইল]

আবেদীন। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও।

বাবুর্চি। আভি নিকাল যাও।

আবেদীন। তুমিও বেরোও। একটাকেও আমি রাখব না। দুটোকেই জবাব দিলাম। বিকেলে এসে মাইনে নিয়ে যেও।

বাবুর্চি। জবাব দিলেন! আমারে! ঠ্যাট্টা করেন ক্যান্ মিঞা? দোষ করল খোট্টা, আর আমারে কন চোট্টা! নসীব হুজুর, নসীব।

আবেদীন। বেরিয়ে যাও অসভ্য জংলী। নইলে চাবুক মেরে তাড়াব।

বাবুর্চি। হ', ঠিকই কইছেন; আমরা অসৈভ্য, জংলী। দশ বছর

আপনার খেদমত করছি, কোন্ হালা কত সৈভ্য, আমার জানা আছে। রাইত তিন পহরে রুকমী রুকমী কইরা কে চ্যাচায়, সে কথা আমিও জানি আর এই খানাসামাও জানে।

খানসামা। এই,—

বাবুর্চি। লও যাই ছাতুখোর ভাই, আমাগো গতর থাকলে নকরীর দুঃখু কি? আহ—

[খানসামাকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

আবেদীন। (স্বগত) এখানেও সেই কথা! ধিক্ এ জীবনে। (প্রকাশ্যে) কোথা থেকে আপনি আসছেন চাচা?

আদম। বাড়ী থেকেই আসছি বাপজান।

আবেদীন। কেন? কেন? রসিদের উপর রাগ করে এসেছেন বুঝি? তার স্বভাব কি এখনও বদলায় নি?

আদম। আর বদলাবে আমি মলে। ফক্কর মোল্লার সাথে এককাট্টা হয়ে হারামজাদা হিন্দুদের ত সব তাড়িয়েছেই, এখন মোছলমানদের ওপরও হামলা চালিয়েছে। খোদাতালা যে আমার আরজ শুনছে না বাপজান। নইলে এত লোক মরে, এই শয়তানের কি কবরের জায়গা নেই?

আবেদীন। ও কথা বলতে নেই।

আদম। বলি কি সাধে? অমন কুসন্তান পীরগঞ্জে আর দেখেছ তুমি? তুমিও ত ছেলে। লোকের কাছে পরিচয় দিতে তোমার বাপের বুকখানা ভরে যায়। আর এ শালার ছেলের কথা উঠলে আমি ছুটে পালিয়ে যাই। এই যে ধরে বেঁধে বিনয় রায়ের সাথে রুকমীর সাদি দিয়ে দিলে, কাজটা কি ভাল করেছে বলতে চাও?

আবেদীন। বিনয়বাবুর তুলনা নেই চাচা।

আদম। তুমি কি তার চেয়ে কমতি আছ? তোমার সঙ্গে সাদি হলে তোমরা দুজনেই যে কত খুশী হতে, সে কি আমি জানি নে?

আবেদীন। থাক্ চাচা, ওসব কথা থাক।

আদম। জোর করে বিয়ে দিয়ে তাকে বেঁধে রাখতে ত পারলি নি। মেয়েটাকে নিকের জন্যে কম জালিয়েছে হারামজাদা? আমার অমন পরীর মত মেয়ে না খেয়ে আর মনের দুঃখে কুড়িতে বুড়ী হয়ে গেল। তবে তারে ছাড়ান দিয়ে তার মেয়েটাকে চেপে ধরলে। সে বাঘের বাচ্চা, তোর কথা শুনবে কেন?

আবেদীন। হঠাৎ কি মনে করে এসেছেন, বলুন।

আদম। হ্যাঁ হে আবেদীন, ওরা তাদের ঘরে ঠাঁই দিয়েছে ত?

আবেদীন। কাদের কথা বলছেন?

আদম। রুকমী আর তার মেয়ে।

আবেদীন। কোথায় তারা?

আদম। এই দেখ, তুমি যে কোন খবরই রাখ না। রুকমীর সাথে তোমার দেখা হয় নি? সে যে মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় চলে এসেছে।

আবেদীন। বলেন কি আপনি! কবে, কখন, কার সঙ্গে এল?

আদম। কারও সঙ্গে নয়। পনর দিন আগে একদিন শেষ রাত্তিরে নৌকোয় পাড়ি দিয়ে তারা কলকাতায় চলে এসেছে।

আবেদীন। সর্ব্বনাশ! বিনয় বাবুর ঠিকানাও ত সে জানে না। আপনারা কি সবাই পাগল হয়েছেন? আমি আগে তাঁর ঠিকানা খুঁজে বের করি, তারপর ওদের আমিই ত নিয়ে আসব বলে এসেছি। রুকমীর কি আর তর সইল না?

আদম। কি করে সইবে বল। রসিদ বলেছিল, দশদিন পরে গফরার সাথে ঝুমুরের সাদি দেবে। তাই ত ভয় পেয়ে চলে এল।

আবেদীন। তা ত এল। কিন্তু কলকাতা কি এতটুকু শহর ? এখানে সাপ আছে, বাঘ আছে, শয়তানেরা গরদের ধুতি পরে মানুষকে নরকের পথে টেনে নিয়ে যায়। তার কোন চিঠিপত্র পান নি ?

আদম। না।

আবেদীন। আঃ—একটা আগুনের গোলা সঙ্গে নিয়ে মেয়েটাকে আপনি নিশুতি রাত্রে নৌকায় তুলে দিলেন ? কার নৌকো ?

আদম। মুকুন্দ মাঝির।

আবেদীন। এই একটাই মাত্র সান্ত্বনা। সঙ্গে টাকা পয়সা ছিল ?

আদম। কিছু না।

আবেদীন। ঈশ্বর না করুন, যদি সেখানে আশ্রয় না পায় ?

আদম। না পাবে কেন ? তুমি বলছ কি মিঞা ?

আবেদীন। না না, ভাবনা কিছু নেই। তাঁরা খুব ভাল লোক। তবু আজন্মের সংস্কার—আচ্ছা চাচাজান, বিনয়বাবু জানেন যে তাঁর মেয়ে হয়েছে ?

আদম। তা আর কি করে জানবে ? সে চলে আসার পর না সব জানাজানি হল, ফুলের মত মেয়েকে দেখে যা খুশী হবে—!

আবেদীন। যান চাচা, ভেতরে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হন। আমি এখনি আসছি। যেমন করে হক আমি বিনয় বাবুকে খুঁজে বের করব। মুশকিল হয়েছে, বিনয় তাঁর ডাক নাম ; আসল নাম আমরা কেউ জানি না। ও কিসের পুঁটলি ?

আদম। রুকমী বলে এসেছিল, রায়বাড়ীর ঠাকুরঘরের তলায় ওদের সোনাদানা পোঁতা আছে। রসিদ অনেক খুঁজেছে, পায় নি। আমি সেদিন রেতের বেলা গিয়ে যাঁহাতক আসনের নীচে শাবল মেরেছি, অমনি ঢ্যাপ্ করে উঠল। খুঁড়ে দেখি, ইয়া আল্লা।

আবেদীন। তাই বুঝি মেয়েকে দিতে এসেছেন ?

আদম। আমি আর সেথায় যাব না বাবা, মেয়েটা শরমে মরে যাবে। তুমি যাও আবেদীন, তার হাতে এই পুঁটলিটা দিয়ে এস।

আবেদীন। (পুঁটলি খুলিয়া) চাচাজান, এতে কি আছে জানেন ? হাজার দশেক টাকার গহনা। রেখে দিলে সারাজীবন আর আপনাকে ছেলের গঞ্জনা সইতে হত না।

আদম। তুমি কও কি আবেদীন ? পরের ব্যাসাৎ আমি রেখে দেব ? তার চেয়ে দলা দলা ছাই খাব, সেও ভাল।

আবেদীন। আপনার ছেলে ত একথা বোঝে না।

আদম। ও ছেলে নয়, পিলে। হারামজাদা যেদিন জন্মেছিল, সেদিন আমি ঘটা করে পীরের দরগায় শিন্নি দিয়েছি বাবা। আবার শিন্নি দেব, যেদিন ও মরবে।

[প্রস্থান

আবেদীন। এরাই ত মানুষ! আমরা সব জামা কাপড় পরা ভদ্রলোক—ডিগ্রীই শুধু পেয়েছি, কিন্তু শিক্ষার বাষ্পও পাই নি।

আসাদউল্লার প্রবেশ

আসাদ। আবেদীন!

আবেদীন। এ কি, বাবা! আপনিও এসেছেন ? হঠাৎ কি মনে করে এলেন ? শরীর ভাল আছে ত ?

আসাদ। ভালই আছে। ডোনট্ ওরি, মাই বয়, গাঁয়ের শয়তানেরা সদলবলে কলকাতায় এসেছে। রুকমীকে পেলে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে, আর তার মেয়ের সঙ্গে ফকির মোল্লার ছেলের বিয়ে না দিয়ে ছাড়বে না। থানায় জানিয়ে দাও আবেদীন।

আবেদীন। কোন্ থানায় জানাব ? তারা কোথায় আছে, তা ত জানি না বাবা।

আসাদ। বিনয়ের বাড়ীতে গিয়ে খোঁজ কর।

আবেদীন। বিনয় বাবুর ঠিকানা আমার জানা নেই।

আসাদ। এই দেখ। সে বিখ্যাত উকিল, কোর্টে গেলেই ত তার খোঁজ পেতে।

আবেদীন। কোন্ কোর্ট ! আলিপুর, শিয়ালদা, ব্যাঙ্কশাল, —কোথাও তাকে পাই নি।

আসাদ। হাইকোর্টে গেল না কেন ?

আবেদীন। সাতদিন হাইকোর্টে গেছি, তাকে দেখতে পেলাম না। বিনয় রায় চৌধুরী নামে হাইকোর্টে কোন উকিল নেই।

আসাদ। থাকবে না। বিনয় রায় চৌধুরী তার ডাক নাম। আসল নাম বরেন্দ্র কিশোর রায়।

আবেদীন। বিখ্যাত অ্যাডভোকেট বরেন রায় চৌধুরী ? আপনি ঠিক জানেন ?

আসাদ। একদিন সে আমার ছাত্র ছিল। নামটা আমার মনে ছিল না। আসার আগে স্কুলে গিয়ে রেকর্ড দেখে এসেছি। তুমি আজই সন্ধ্যের পর তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করবে। এই কথা বলতেই আমি এসেছি, কাল সকালেই আমি চলে যাব। যাবার আগে আমি শুনে যেতে চাই যে রুকমী তার মেয়েকে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে আছে।

আবেদীন। তাই হবে। আসুন বাবা, ভেতরে আসুন।

আসাদ। খোদা হাফেজ।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বিনয়ের বাসভবন

মলয়ের প্রবেশ

মলয়। বিনয়বাবু আছেন? ও বিনয় বাবু,—

অলকের প্রবেশ

অলক। কি রকম? তুমি দাদা না বলে বিনয় বাবু বলে ডাকছ যে?

মলয়। কারণটা বুঝতে পারলে না? দাদা বলে ডাকলেই অমনি ধরে ফেলবে, গুণধর ভাই ডাকছে। ভেতর থেকে ভগীরথ বলে দেবে, বড়দাঠাকুর বাড়ী নেই। এমনি করে ডাকলে ভাববে, মক্কেল এসেছে।

অলক। তুমি বেশ খলিফা লোক দেখছি।

মলয়। তোমার চেয়ে বেশী নই বাপজান। তোমার বাবা কেমন আছেন বল।

অলক। বোধ হয় ভালই আছেন।

মলয়। হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন শুনলুম।

অলক। আমিও শুনেছি।

মলয়। বুকের ব্যথাটা এখন সেরেছে?

অলক। সম্ভব।

মলয়। তোমার জবাব শুনে মনে হচ্ছে, তুমি এইমাত্র বোম্বে থেকে এসে নামছ। কদিন বাড়ী ছিলে না?

অলক। বাড়ীতেই ত আছি।

মলয়। অথচ থেকেও নেই। জনক রাজের মত তোমারও দেখছি তুরীয় অবস্থা! সংসারে থেকেও কোন বস্তুতে মন নেই। খুব ভাল কথা।

বংশে একজন সাধুপুরুষ হলে সাত পুরুষ ধন্য হয়ে যায়। আমি এক পুরুষ ধন্য করে আর এগুতে পারি নি, এবার তোমার পালা। পরীক্ষায় ফেল করেছ ত ?

অলক। নিশ্চয়ই করেছি।

মলয়। করে যাও, ফেল করে যাও। মনীষীরা বলেছেন, ফেলিওর্স আর বাট পিলার্স অফ সাকসেস—যত ফেল করবে, তত তোমার কৃত-কার্য্যতার স্তম্ভ গড়ে উঠবে। তাঁরা কিন্তু পাশের কথা বলেন নি। মা ঘাবড়াও বাপ। শত-মারী ভবেৎ বৈদ্যঃ, সহস্রমারী চিকিৎসকঃ। সাজ-পোষাক পরে কোথায় চলেছ ?

অলক। কলেজে।

মলয়। আজকাল রবিবারেও কলেজ বসছে বুঝি ? খুব ভাল। আজ কোন পার্কে কলেজ বসবে ?

অলক। কি বলছ তুমি ?

মলয়। কাল ত দেশবন্ধু পার্কে দেখেছিলাম। আজ বোধহয় কলেজ স্কোয়ারে। তোমার এ নতুন বান্ধবীটি কিন্তু বেশ কচি বলে মনে হল।

অলক। ভারী আলগা মুখ তোমার ; কাকে কি বলতে হয় জান না ?

মলয়। সব জানি বাবা। কিন্তু আমোদে নিয়মো নাস্তি। চুটিয়ে প্রেম কর বাবা, কিন্তু ধরা দিও না। একশো জনকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকাটা সিকেটা হাতাবে, তারপর কলা দেখিয়ে সরে পড়বে। এখন গোটা কুড়ি টাকা দাও দেখি।

অলক। আবার টাকা। আজ পর্য্যন্ত কতবার তোমায় টাকা দিয়েছি, খেয়াল আছে ? তোমাকে টাকা দেবার জন্তে কতবার আমার বই বিক্রি করতে হয়েছে। আর আমি টাকা দিতে পারব না।

মলয়। না দিলে চলবে না বাপজান। কাল থেকে ভাঁড়ে ভবানী গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন। কাল রেইস খেলতেও যেতে পারি নি। অন্ততঃ দশটা টাকা দাও।

অলক। দশ পয়সাও নেই।

মলয়। তোমার মার কাছ থেকে চেয়ে নাও। বান্ধবীর সঙ্গে আড্ডা দিতে যাচ্ছ, কিছু ত পকেটে করে নিতেই হবে। ওর ওপরে আর কিছু ফাউ ধরে নাও।

অলক। না না, তা হবে না। তোমারই জন্যে বইগুলো আমি বিক্রি করেছি, পড়তে পাই নি, আর তিনবার ফেল করেছি।

মলয়। বেশ করেছ। আরও তিনবার ফেল কর। লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী চাপা পড়ে সেই। টাকাটা তাহলে বের করে ফেল।

অলক। বলছি ত দিতে পারব না।

মলয়। আমিও ত বলছি, না দিলে চলবে না।

অলক। বেরিয়ে যাও তুমি। আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না।

মলয়। নাই বা দেখলে। পেছন ফিরে টাকাটা দাও।

অলক। তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক, আমি চললুম।

[প্রস্থান

মলয়। মা ভবানি, রোজ রোজ ভাঁড়ে বসে থাক কেন মা? বিয়ে বাড়ী থেকে ছেঁড়া জুতো পাল্‌টে নতুন জুতো নিয়ে এলুম,—তারও হয়ে এল। ধোপাপাড়া থেকে একটা জামা না বলে চেয়ে নিলুম, বাটপাড় ব্যাটারা তারও পকেট মেরে দিলে! ধর্ম্মে সইবে না।

বিনয়ের প্রবেশ

বিনয়। ধর্ম্ম! ধর্ম্ম! কোথায় ধর্ম্ম? সত্য যুগের সঙ্গে সে বিদায় নিয়েছে। আপদে বিপদে আমরা যাদের বুক দিয়ে রক্ষে করেছি,

তারাই আমাদের ঘরছাড়া করলে! ভাই—যাকে মানুষ করবার নিষ্ফল চেষ্টায় জলস্রোতের মত অর্থব্যয় করেছি, সেও আমার সঙ্গে বেইমানি করলে। একটা নারীর নিরুপায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে যদি কোন শয়তান তার সর্ব্বনাশ করে থাকে— কে?

মলয়। আমি দাদা।

বিনয়। কি মনে করে?

মলয়। শুনলুম তুমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে। আমাকে ত আর কেউ খবর দেয় না, জানব কি করে? ভগীরথকে একদিন ডাঃ সুশীল বোসের বাড়ী থেকে বেরুতে দেখলুম। জিজ্ঞেস করলুম,—"কার অসুখ রে ভগা? কার জন্যে ডাক্তার ডাকতে এসেছিস্?" দাঁত খিঁচিয়ে বললে,—"মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ্ করো না।" তোমার ঝিয়ের মাসীর বাড়ী আমাদের পাড়ায়। সে বেড়াতে গিয়েছিল, তার মুখে শুনলুম,—"তুমি একদিন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে।" এখন ভাল আছ?

বিনয়। আছি।

মলয়। অলক সেজে গুজে বেরিয়ে গেল। তাকে জিজ্ঞেস করলুম। সে কোন খবরই রাখে না। রাখবে কি করে? সে এখন নতুন বান্ধবী নিয়ে মেতেছে।

বিনয়। আবার বান্ধবী!

মলয়। তুমি উত্তেজিত হচ্ছ কেন? আবার অসুস্থ হয়ে পড়বে। ঘাবড়াবার কি আছে? যে বয়সের যা। মেয়েটি দেখতে শুনতে খুবই ভালো, আগের বান্ধবীদের মত অখাদ্য নয়। যদি ভাল মনে কর, আমি ঘটকালি করতে পারি।

বিনয়। বেরিয়ে যাও তুমি। কেন মুখ দেখাতে এসেছ?

মলয়। ভাইকে মুখ দেখাব না, তবে দেখাব কাকে?

বিনয়। সেদিন ত ভাই বলে স্বীকার কর নি।

মলয়। সেদিন হাঁটতে শিখি নি বলে আজও কি হাঁটব না বলতে চাও ? বয়সটা কমছে না বাড়ছে ?

বিনয়। তোমার বয়সও বাড়বে না, বুদ্ধিও পাকবে না। নিজে ত জুয়া খেলে অধঃপাতে গেছ, একটা মাত্র বংশধর—তাকেও হাত ধরে নরকের পথে টেনে নিয়ে গেছ।

মলয়। আদর দিয়ে দিয়ে তুমি যখন আমার মাথাটি খেয়েছিলে, তখন ত ভাব নি যে এ মাকাল গাছে অমৃত ফল ফলবে না। গুরু-মশায়ের টিকি কেটেছি, সে বেচারী তোমার কাছে নালিশ করে উল্টে বকুনি খেয়ে মরেছে। পাড়ার ছেলেদের অকারণে মারধোর করেছি,—তুমি তাদেরই দোষ দিয়েছ। ক্লাশের ছেলেকে ঠেঙ্গিয়েছিলাম বলে হেড মাস্টার মেরে পিঠ ফাটিয়ে দিলে। তুমি তার নামে মামলা করে তার চাকরিটি খেয়ে দিলে। কোন ইস্কুল আর আমায় নিলে না। বউ ছেলের হাত ধরে গরীব মাস্টার যখন চোখের জল ফেলতে ফেলতে আমাদের দোর দিয়ে বেরিয়ে গেল, তখন আকাশের দিকে চেয়ে কি বলেছিল,—মনে আছে দাদা ?

বিনয়। (আপন মনে) বিনা দোষে যে আমার মুখের ভাত কেড়ে নিলে, তার ভাতের থালা যেন চোখের জলে ভরে যায়।

মলয়। আমি কিছু করি নি দাদা। সব কচ্ছে সেই অদৃশ্য শক্তি।

বিনয়। যাও মলয়, চলে যাও।

মলয়। শ' খানেক টাকা দাও দেখি।

বিনয়। কেন তোমাকে টাকা দেব ?

মলয়। কেন দেবে না ? তুমি বড় ভাই, আমি ছোট। তোমার প্রয়োজনের বেশী আছে, আর আমার—

বিনয়। বাড়ীটা তোমায় ছেড়ে দিয়ে বড়র কর্ত্তব্য আমি শেষ করেছি। আর আমার কিছুই করবার নেই।

মলয়। বাড়ী তুমি নিয়ে নাও।

বিনয়। নিয়ে নেব!

মলয়। এক্ষুনি। আমার শখ মিটেছে। এক ভাড়াটের ছেলেকে ঠেঙ্গিয়েছিলাম বলে তিনঘর ভাড়াটে এক জোট হয়ে ভাড়া বন্ধ করেছে।

বিনয়। বেশ করেছে।

মলয়। বেশ ত করেছে। এদিকে ভাঁড়ারে চাল নেই, উনুনে কয়লা নেই, বউয়ের কাপড় ছেঁড়া, আমার পকেট কাটা। আজই একশো টাকা চাই।

বিনয়। আমি আর তোমাকে এক পয়সাও দেব না।

মলয়। দেবে না? তাহলে আমি কথাটা বৌদিকে বলে যাই।

বিনয়। কি কথা?

মলয়। কথা এই যে, তুমি মুছলমান।

বিনয়। এই কথা তুমি তাকে বলবে?

মলয়। এক্ষুনি বলব।

বিনয়। মনে রেখো, তার পরে এ বাড়ীর চোকাঠ আর তুমি মাড়াতে পাবে না।

মলয়। ঠিকই পাব। আমার মা যখন এখানে, তখন তুমি চাও আর না চাও, আমায় আসতেই হবে।

বিনয়। বলে যাও যা তোমার ইচ্ছা। যে আমায় ত্যাগ করতে চায় করুক। সতেরো বছর আমি বিবেকের সঙ্গে লড়াই করেছি, অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে নিজেকে ক্ষয় করে ফেলেছি। আর আমি পারব

না। সবাইকে ডাক, আমি নিজের মুখে সব বলব—তারস্বরে বলব —সত্যমেব জয়তু।

[প্রস্থান

মলয়। বৌদি, ও বৌদি,—

গীতার প্রবেশ

গীতা। এই যে ঠাকুরপো। তোমার দাদা চীৎকার করছিল কেন? তোমাকে দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিল বুঝি? ওই এক রোগ হয়েছে। যখন তখন মেজাজ সপ্তমে চড়ে যায়। তুমি কিছু মনে করো না ঠাকুরপো।

মলয়। কিচ্ছু মনে করব না। এ জগতের রাগই বেশী।

গীতা। তোমাদের রায়বংশের সবারই এমনি মেজাজ না কি?

মলয়। রায়বংশের নয়। আমি মোছলমানদের কথা বলছি।

গীতা। বলছি মাথাধরার কথা, রক্ত আমাশার ওষুধ নিয়ে এল। ক' বোতল টেনে এসেছ?

মলয়। এক বোতলই জুটছে না, তুমি বলছ ক'বোতল। তুমি তাহলে দাদার কথা কিছু শোন নি?

গীতা। কি করে শুনব? আমি সেতারে রবীন্দ্রসঙ্গীত ভাঁজছিলাম— মাঝে মাঝে ধমকানির আওয়াজ কানে এল।

মলয়। আরে, সে কথা নয়, কচুপোড়া খেলে যা। বলছি, দাদা যে ইয়ে হয়েছে, শুনেছ?

গীতা। কিয়ে হয়েছে?

মলয়। মোছলমান।

গীতা। কি রকম?

মলয়। আমাদের পীরগঞ্জের বাড়ীতে ওরা যখন গাওজ মুছলমান

হামলা করতে এল, দাদা আমাদের সবাইকে পাঠিয়ে দিলে কলকাতায়। তারপর কি হল জান ?

গীতা। বাড়ীঘর পুড়িয়ে দিলে।

মলয়। পুড়িয়ে ত দিলেই। তার ওপর দাদাকে ধরে নিয়ে গিয়ে।—

গীতা। কেটে ফেললে বুঝি ? ওগো তাহলে আমার উপায় কি হবে গো ? পাকাদেখা যে হয়ে গেছে গো !

মলয়। আরে ধেৎ, মড়াকান্না জুড়ে দিলে। কেটে ফেললে ফিরে এল কি করে ?

গীতা। তুমি এমন করে বললে যে, আমি মনে করলুম, তার বারোটা বেজে গেছে।

মলয়। তোমার মাথা। তারা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে মোছলমান করে দিয়েছে।

গীতা। সে কি ঠাকুরপো ? (বসিয়া পড়িল)

মলয়। শাস্ত্রানুসারে সে আমার ভাই নয়,—অলকের বাবা নয়, তোমারও স্বামী নয়।

গীতা। যাঃ। সতেরো বছরের সম্পর্ক হাওয়ায় উড়ে গেল ? তা কি করে হবে ? আমার ত দেখছি নারায়ণ সাক্ষী করে মোছলমানের সঙ্গেই সাদি হয়েছে ! মুখপোড়া নারায়ণও ত কিছু বললে না। হিন্দুর দেবতাগুলো একটাও মানুষ নয়। তুমি ইমামকে ডেকে নিয়ে এস।

মলয়। ইমাম কেন ?

গীতা। আমি নমাজ শিখব।

মলয়। নমাজ শিখবে কি ?

গীতা। মোছলমানের বিবি নমাজ পড়ব না ? খসমের ধর্ম্ম যে

আমারও ধর্ম্ম গো। (কানে আঙ্গুল দিয়া বসিবার উপক্রম) আল্লা হো আকবর।

মলয়। ভাল হবে না বলছি। থামো।

গীতা। (সুরে) "ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিত-গুহায়াং

ক্ষুরস্য ধারা নিশিত দূরত্যয়া দুর্গম্ পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

মলয়। বৌদি!

গীতা।

গীত

ধর্ম্ম কি তোর কাচের বাসন

ভাঙ্গবে লাঠির ঘায়?

ধর্ম্ম আছে মর্ম্ম মাঝে

সুরক্ষিত আঙিনায়।

জলের গলায় ফাঁসী দিতে আগুন করতে ছাই,

বাদশা পীরের মৌলবীদের এমন শক্তি নাই;

যে নামে তুই ডাক দেখিরে

মসজিদে হক, কি মন্দিরে,

পৌঁছে যাবে সে আবাহন

এক মালিকের ঠিকানায়।

মলয়। বৌদি?

গীতা। একই মায়ের ছেলে,—কারও টিকি আছে, কারও দাড়ি আছে, কারও মাথা ন্যাড়া—মায়ের কাছে যখন খেতে আসে, তখন সবাই ছেলে, কারও কোন রং নেই।

মলয়। লেখাপড়া তুমিই শিখেছ বৌদি। পায়ের ধূলো দাও। (পদধূলি গ্রহণ)

গীতা। ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হক। (একখানা নোট বাড়াইয়া ধরিল) এই নাও।

মলয়। (নোট লইয়া) বৌদি !

গীতা। কাউকে বলো না ঠাকুরপো। কেউ জানে না।

মলয়। একজন জানেন, ভগবান।

[প্রস্থান

গীতা। এমন রবীন্দ্র সঙ্গীতখানা মাঠে মারা গেল।

সত্যভামার প্রবেশ

সত্যভামা। কে এসেছিল বৌমা ? মলয় বুঝি ? কেন এসেছিল ?

গীতা। দাদাকে দেখতে।

সত্যভামা। আর দেখে কাজ নেই।

গীতা। আমিও তাই বললুম।

সত্যভামা। যে ভাই তাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করছে, তাকেই বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে হতভাগা ? কত করে বললুম,—ওকেই কান ধরে তাড়িয়ে দে। কথা শুনলে না। বললে,—"ও যে ছোট ভাই, ও চাইলে কি আমি না দিয়ে পারি মা ?" এই বুদ্ধি নিয়ে ও সংসার করবে ?

গীতা। ছাই করবে।

সত্যভামা। তুমিও তেমনি। সে বললে চল,—আর তুমিও অমনি এক কথায় বেরিয়ে এলে।

গীতা। বেরিয়ে এলাম রাগে।

সত্যভামা। আবার সে কেন এসেছিল ? টাকা চাইলে না ?

গীতা। চাইলে না আবার ?

সত্যভামা। তুমি দিলে বুঝি ?

গীতা। টাকা দেব আমি ? গালাগাল দিয়ে ভূত ছাড়িয়ে দিলাম। কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।

বিনয়ের প্রবেশ

বিনয়। কে?

গীতা। তোমার ভাই।

বিনয়। তুমি আবার তাকে গাল দিতে গেলে কেন?

সত্যভামা। দেবে না?

গীতা। একশোবার দেব।

বিনয়। ঘরে চাল নেই, বউমার পরণে কাপড় নেই, হয় ত দুদিন কিছু খায় নি, তার উপর তুমি তাকে বকাঝকা করলে? কোথায় গেল বাঁদরটা?

গীতা। কেন, টাকা দেবে না কি? দাও, সর্ব্বস্ব দিয়ে দাও, ও ত আমি জানিই। তোমাকে আমি চিনি না? যা দিতে হয়, আমার হাতে দিয়ে যাও, আমি আগে গুণে দেখব, তারপর ভগীরথকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব। আমাকে যে তুমি পথে বসাবে, সেটি হবে না। এ বড় শক্ত ঠাঁই।

[প্রস্থান

সত্যভামা। টাকা দিস নি বিনু।

বিনয়। লোকে নিন্দে করবে মা। দুদিন না খেয়ে আছে।

সত্যভামা। ওসব মিছে কথা।

বিনয়। মিছে কথা নয়। মুখ শুকিয়ে গেছে দেখলুম। তুমি একবার যাও না মা।

সত্যভামা। কখখনো যাব না। তোর সঙ্গে যে বেইমানি করেছে, সে উচ্ছন্ন যাক। হ্যাঁ বাবা,—এখন শরীরটা ভাল লাগছে ত?

বিনয়। ভালই লাগছে মা।

সত্যভামা। কি ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলি বাবা। সাতদিন সাতরাত

চোখের পাতা বুজিস নি। থেকে থেকে কেবলই রুক্মিণী রুক্মিণী বলে চিৎকার করে উঠেছিস। কে বাবা রুক্মিণী ?

বিনয়। আমার এক মক্কেল।

[প্রস্থান

আবেদীন (নেপথ্যে)। বিনয়বাবু আছেন ?

বিনয়। কে ? ভেতরে আসুন।

সত্যভামা। এই মক্কেলগুলোর জ্বালায় আমি পাগল হয়ে যাব। ছেলের সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলবার জো নেই। আয় বাবা, ওষুধ খেয়ে যা।

[প্রস্থান

বিনয়। কোথায় গেল তারা, কে জানে ?

আবেদীনের প্রবেশ

আবেদীন। আদাব বিনয়বাবু।

বিনয়। আদাব।

আবেদীন। আশা করি আমাকে চিনতে পাচ্ছেন।

বিনয়। না চেনবার কথা নয়। আপনি প্রোফেসার জয়নাল আবেদীন। এখানে কি মনে করে জনাব ?

আবেদীন। যদি অনুমতি করেন, আমি একবার রুক্মিণীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

বিনয়। ঝুমুরকে দেখবেন না ?

আবেদীন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাকেও ডেকে দিন। কথা আমার কিছু নেই। অনেক দুঃখ পেয়েছে তারা, এতদিনে সুখের মুখ দেখেছে কিনা, এইটুকু শুধু দেখে যাব।

বিনয়। তারা এখানে নেই।

আবেদীন। এখানে নেই! কোথায় আছে তবে?

বিনয়। সে কথা আমার চেয়ে তোমারই বেশী জানবার কথা।

আবেদীন। এ আপনি কি বলছেন বিনয়বাবু? রুক্মিণী যে মেয়েকে নিয়ে অনেকদিন পীরগঞ্জ থেকে চলে এসেছে।

বিনয়। দ্যাট ডাজ নট মিন্ যে আমি তাদের খবর রাখব।

আবেদীন। তারা এখানে আসে নি?

বিনয়। এসেছিল।

আবেদীন। তবে?

বিনয়। আমি তাদের ঠাঁই দিই নি।

আবেদীন। রহস্য করবেন না বিনয়বাবু। আমি অনেক দিনের চেষ্টায় আপনার ঠিকানা সংগ্রহ করে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসেছি। তিন মাস আপনি আদালতে যান নি। আদালতের রেকর্ডে আপনার নামও বিনয় রায় চৌধুরী নয়। বাবার কাছ থেকে আপনার আসল নাম জেনে নিয়ে আমি আপনার বাড়ীর খোঁজ পেয়েছি।

বিনয়। হুঁ।

আবেদীন। এখানে এসে শুনলুম, বায়ু পরিবর্ত্তন করতে আপনি পুরী চলে গেছেন। পুরী গিয়ে শুনলুম, রাজগীর; রাজগীর গিয়ে খবর পেলুম, মধুপুর। মধুপুরেও আপনাকে পাই নি। কলেজ খুলে গেল,—আর আমি খুঁজতে পারলুম না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এতদিন পরে আপনাকে দেখতে পেলাম। বলুন ভাই, বলুন, কোথায় গেছে রুক্মিণী।

বিনয়। আমি জানি না। সন্ধ্যেবেলায় সে এসেছিল। আমি তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি।

আবেদীন। রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন? খুব ভাল করেছেন বিনয় বাবু, আইনজ্ঞের যোগ্য কাজই আপনি করেছেন। যাকে আপনি

রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন, সে কিন্তু ষোল বছর অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেও আপনার দেওয়া শঙ্খবলয় ত্যাগ করে নি। অনাহারে শীর্ণ হয়ে গেছে, তবু কাউকে নিকে করে নি। কত প্রলোভন তাকে চারদিক থেকে আকর্ষণ করেছে—সে গ্রাহ্যও করে নি। সোমত্ত মেয়েটাকে নিয়ে সে কলকাতায় অজানা অচেনা রাস্তায় বেরিয়ে গেল, আর আপনি কৃতবিদ্য মহাপুরুষ চেয়ে চেয়ে দেখলেন ? আপনার গোয়ালঘরেও কি জায়গা ছিল না।

বিনয়। না।

আবেদীন। স্ত্রী না হয় মুসলমানের মেয়ে, তাকে ঠাঁই দিলে আপনার জাত যেত। কিন্তু আপনার মেয়ে— ?

বিনয়। কে বলেছে আমার মেয়ে ? প্রমাণ আছে ?

আবেদীন। তুমি যে তোমার বাবার ব্যাটা, তার প্রমাণ আছে ?

বিনয়। কি বললে ?

আবেদীন। বলছি উকিলবাবু,—লোকজন সাক্ষী রেখে কি তুমি তোমার মেয়েকে পৃথিবীতে টেনে এনেছিলে ? আজ কে নেবে তার দায় ?

বিনয়। তুমি নেবে। গাছ পুঁতেছ আর ফল ঘরে তুলবে না ?

আবেদীন। বিনয়বাবু !

বিনয়। ওয়াক আউট ইউ স্কাউনড্রেল।

আবেদীন। কি বলব তোমায় শয়তান ! তুমি রুক্মিণীর স্বামী,—ঝুমুরের বাপ—তার উপর আমার বাবার ছাত্র। নইলে তোমার ঘরেই তোমার মাথাটা আমি ভেঙ্গে দিয়ে যেতাম। এ ভুল ভেঙ্গে যাবে, সত্যের আলো একদিন উদ্ভাসিত হবে। কিন্তু তোমার এ অপরাধ বৃথা যাবে না। সত্যই যদি সে তোমার সাধ্বী স্ত্রী হয়ে থাকে, তাহলে একদিন

বিধাতার দণ্ড তোমায় মাথা পেতে নিতে হবে। সেদিন তোমার চোখের জলে নদী বয়ে যাবে উকিলবাবু।

[প্রস্থান

বিনয়। ভগবান, পথ বলে দাও। এ দুঃসহ জ্বালার অবসান কর।

আবৃত্তি

"আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া
(বসে) আঁধারে মরিগো কাঁদিয়া
(আমি) দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু,
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।"

[প্রস্থান

চতুর্থ পর্ব্ব

প্রথম দৃশ্য

কুটীর

বই-বগলে ঝুমুরের প্রবেশ

ঝুমুর। মা, মা,—ওমা, শুনে যাও।

রুকমীর প্রবেশ

রুকমী। কিরে ঝুমুর? কি হয়েছে?

ঝুমুর। কিছু হয় নি। ছাগলের একটা বাচ্চা হয়েছে, এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে, মুস্লিম লীগের ভরাডুবি হয়েছে, আর কিছু হয় নি। আমি আর কলেজে যাব না, আর পড়ব না, ভাতও খাব না। দূর হক বই, দূর হক খাতা কলম।

(বই খাতা কলম ছুঁড়িয়া ফেলিল।)

রুকমী। আ হা হা, বইগুলো ফেলে দিলি? একটা মানুষ দোকানে দোকানে ঘুরে ঘুরে বই ভিক্ষে করে এনে দিয়েছে, আর কত সাধ্য সাধনা করে কলেজে ভর্তি করে দিয়েছে, মাইনে পর্য্যন্ত মকুব করিয়েছে, তুই পড়বি না?

ঝুমুর। না।

রুকমী। তাই ত হবে। আমি চাইলে কি হবে? তোর নসীব তোকে মানুষ হতে দেবে না। রূপ দেখে হয়ত কোন মাতাল দাঁতাল অনুগ্রহ করে ঘরে নিয়ে যাবে। দিনরাত মুখ খিস্তি করবে, চাবুক মারবে, তারপর একদিন এক কাপড়ে রাস্তায় বের করে দেবে। হাতে একটা,

কাঁধে একটা হাড় জিরজিরে মাথা সার পেটমোটা ছাগলছানা নিয়ে পথে পথে ভিক্ষে করে ফিরবি।

ঝুমুর। যা তা বলো না বলে দিচ্ছি। যখনই কলেজ থেকে আসি, তখনই দেখি মুখ ভার, চোখ ছলছল কচ্ছে। রোজ রোজ এসব ভাল লাগে? হাসতে জান না তুমি?

রুকমী। জানতুম আঠারো বছর আগে। পাড়া মাতিয়ে হেসেছি; কত বকুনি খেয়েছি মার কাছে। আজ হাসতে গেলে কান্না বেরিয়ে পড়ে।

ঝুমুর। তোমার সব বাড়াবাড়ি। আঠারো বছর আগে বাবা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, এখনও তুমি তার জন্যে চোখের জল ফেলবে? একটা সুখবর দিতে আমি নাচতে নাচতে ছুটে এলাম, আর এসেই দেখি মুখ হাঁড়ি।

রুকমী। কি খবর এনেছ বল।

ঝুমুর। কলেজে যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হয়েছিল, খবর রাখ? আমি তাতে প্রথম হয়ে একশো টাকা পুরস্কার পেয়েছি। এই নাও।

রুকমী। একশো টাকা পুরস্কার পেয়েছ?

ঝুমুর। কার হাত থেকে পুরস্কার পেয়েছি শুনবে? সেই উকীল বাবু আমাদের কলেজের সেক্রেটারি। তার নামও বি-কে-রায়, আমার বাবার নামও তাই। ভদ্রলোককে সেদিন অনেক কথা শুনিয়ে দিয়ে এসে-ছিলাম। আজ দেখে বড় মায়া হল মা। সে মানুষটি আর নেই; দেখলে চেনা যায় না। আমার মাথায় হাত দিয়ে কত আশীর্ব্বাদ করলে। এই দেখ, আবার তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। বাবার কথা উঠলেই কান্না পায়। তিনি ত আঠার বছর তোমার কোন খোঁজ নিলেন না।

রুকমী। তাঁর ধর্ম্ম তিনি জানেন, আমার ধর্ম্ম আমাকে পালন করতে দাও। বাধা দিও না।

ঝুমুর। ওই যাঃ, একদম ভুলে গেছি। কি হবে মা? বঙ্গবাসী কলেজের একটি ছেলে যে এখনি এখানে আসবে।

রুকমী। এখানে আসবে কেন?

ঝুমুর। আমি একশো টাকা পুরস্কার পেয়েছি শুনে সে যে কিছুতেই ছাড়লে না। বললে—খাওয়াতে হবে। আমি কোনমতেই তাকে এড়াতে পারলুম না। সে ত আর জানে না যে আমরা খোলার ভাঙ্গা ঘরে থাকি, ঘরে খাট নেই, বিছানা নেই, মেঝেতে আষাঢ়ের জল গড়িয়ে পড়ে।

রুকমী। ছেলেটি কে?

ঝুমুর। ওই ত বললুম, বঙ্গবাসী কলেজের ছেলে, জাতে বামুন। মস্ত বড়লোক, কলকাতায় সাতখানা বাড়ী।

অলকের প্রবেশ

অলক। ভেতরে আসব?

ঝুমুর। ওমা, এই যে। এস, এস; দেখ দেখি অলকদা, কত তোমাকে বারণ করলুম, কিছুতেই তুমি শুনলে না। কোথায় বসাই তোমাকে?

অলক। এখন বসবার সময় নেই। এখনি একবার দমদম যেতে হবে। কাল ঠিক এমনি সময় এসে তোমার আতিথ্যগ্রহণ করব।

ঝুমুর। ও মা, তুমি যে একদৃষ্টে চেয়ে আছ।

অলক। মা? এই দেখ, এতক্ষণ বলনি কেন? তুমি এক নম্বর ইয়ে। (রুকমীকে প্রণাম) অপরাধ নেবেন না মা।

রুকমী। মাদুর পেতে দিচ্ছি, বসো।

অলক। না না, কাল এসে আপনার হাতের মালপো খেয়ে যাব মা। ঝুমুরের মুখে আপনার তৈরী মালপোর অনেক সুখ্যাতি শুনেছি। এখন আর সময় নেই। চলি ঝুমুর।

রুকমী। কোথায় যাবে এখন ?

অলক। দেখুন না কি ফ্যাসাদ ! নৈহাটিতে আমাদের একটি জুট মিল আছে কি না ; সেখানকার কর্ম্মচারীরা ধর্ম্মঘটের হুমকি দিয়েছে। আমাকে না দেখলে তারা শান্ত হবে না। সেখান থেকে যাব দমদমে। সেখানে আমাদের চারতলা বাড়ীর এগারোটা ভাড়াটে একজোট হয়ে ভাড়া বন্ধ করেছে। চাবকে ব্যাটাদের তুলে দিতে হবে।

ঝুমুর। খবরদার অমন কাজ করো না বলছি। ওরা তোমাকে খুন করবে।

অলক। অলক রায় বাঘের সঙ্গে লড়াই করেছে, দাঙ্গার সময় একা বন্দুক ধরে গুণ্ডাদের হটিয়ে দিয়েছে। অন্যায় কাজ সে কখনও করেও নি, অন্যায় সে সহ্যও করবে না।

রুকমী। কোথায় থাক বাবা তুমি ?

অলক। আমি থাকি রাজা বঙ্কিম হালদার রোডে পিসীমার বাড়ীতে। পিসীমার আমি ছাড়া আর কেউ নেই। তাঁর জমিদারীর একমাত্র মালিক আমি।

রুকমী। বাবার নাম কি তোমার ?

অলক। অমরেশ চন্দ্র রায়। নাম হয়ত শুনেছেন। তিনি পাটনা হাইকোর্টের জজ।

ঝুমুর। তোমার ত পয়সার অভাব নেই, পড়াশোনা শেষ করে কি করবে অলকদা ?

অলক। বাবার ইচ্ছে আমায় বিলেত পাঠান। পিসীমা বলেন,— কখখনো আমি যেতে দেব না। আমার যা আছে, তাই বুঝে খেলে সাতপুরুষ কেটে যাবে। আমি নিজে কি চাই জানেন মা ? আমার ইচ্ছা দেশের কাজ করি।

রুকমী। দেশের সব চেয়ে বড় কাজ কি জান? একই মায়ের সন্তান এই হিন্দু মুসলমান। আজ একজনের মাংস আর একজনে ছিঁড়ে খাচ্ছে। এই সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প যতদিন না দূর হবে, ততদিন এই দুই দেশের উন্নতির রথ যতই তোমরা টান, কিছুতেই সে এগিয়ে যাবে না।

অলক। ঠিক এই কথাই আমি সেদিন আলামোহন দাশ মহাশয়কে বলছিলাম। আমি এ কলঙ্ক দেশ থেকে দূর করব, তবে আমার নাম অলক রায়।

[প্রস্থান

রুকমী। সাবধান ঝুমুর, না জেনে যার তার ফাঁদে পা দিও না। আমি দোকান থেকে আসছি। নিজেই চা করে খেও।

[প্রস্থান

ঝুমুর। মার যেমন্ কথা! ফাঁদে পা দেব কেন?

অলকের প্রবেশ

ঝুমুর। ফিরলে যে?

অলক। চাবিটা ফেলে গেছি। এই যে। (স্বগতঃ) মাগী গেছে দেখছি।

ঝুমুর। দাঁড়ালে কেন? যাও যাও, মিলের ধর্মঘট মেটাও গে। সাতদিন বাবুর দেখা নেই। আমি কলেজে গিয়ে এদিক ওদিক তাকাই; সবাইকে দেখছি, তবু কাউকে দেখছি না। ছেলেরা খ্যাক খ্যাক করে কাশে, মেয়েরা চিমটি কাটে, আমার লজ্জা করে না বুঝি?

অলক। লজ্জা ঘৃণা ভয়, বা সওয়াও তাই সয়।

ঝুমুর। তোমার মাথা। লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়।

ভাগ্যিস আজ দেখা পেলাম। কত তোমাকে বললুম প্রাইজ আনতে যাচ্ছি,—সঙ্গে চল। তুমি কিছুতেই গেলে না।

অলক। যাবার উপায় ছিল না ঝুমুর। চন্দন পুকুর রাজবাড়ী থেকে আমাকে দেখতে এসেছিল।

ঝুমুর। তোমার বিয়ে হচ্ছে না কি?

অলক। বিয়ে না হাতী। আমি পিসীমাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছি, আমার বউ তোমাদের যোগাড় করতে হবে না, আমি নিজেই একদিন নিয়ে আসব। ঠিক বলি নি?

ঝুমুর। না অলক। তুমি রাজকন্যাকেই নিয়ে এস। আমরা গরীব, চেয়ে দেখ চালের ফুটো দিয়ে আকাশ দেখা যায়, মা রাঁধুনীগিরি করে, বাবা আঠারো বছর নিরুদ্দেশ, আছে কি নেই জানি না। ধনীর ছেলে তুমি,—রাঁধুনীর মেয়েকে নিয়ে সুখী হতে পারবে না। আমার কথা তুমি ভুলে যাও অলক।

অলক। ফুল যদিও পারে তার গন্ধ ত্যাগ করতে, তবু অলক পারে না তার ঝুমুররাণীকে ত্যাগ করতে।

[ঝুমুরের চিবুক স্পর্শ করিল]

ঝুমুর। কি হ্যাংলাপনা কর? অসভ্য!

অলক। এই অসভ্যই একদিন তোমার মাথার মণি হবে। আজ চলি। গুড বাই।

[প্রস্থান

ঝুমুর। কি আশ্চর্য্য! একটা মানুষের স্পর্শে এত জ্বালা! সর্বাঙ্গে যেন বিষ ছড়িয়ে দিয়ে গেল। যাকে না দেখে একটা দিনও কাটতে চায় না, সে বুকের কাছে এগিয়ে এলে কে আমায় এমনি করে ঠেলে সরিয়ে দেয়?

মলয়ের প্রবেশ

মলয়। অলক এসেছে, অলক ?

ঝুমুর। মশায় যে ঠেলে ঘরে উঠে পড়লেন।

মলয়। এটা ঘর না কি ? ও—আমি মনে করেছিলাম—

ঝুমুর। গোয়াল। একজনের গোয়ালেই বা আর একজন ঢুকবে কেন ? গরুর ত একটা প্রেষ্টিজ আছে ?

মলয়। কিছু মনে করো না। অলককে এখানে ঢুকতে দেখলুম কি না, তাই এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি নি। কোথায় অলক ?

ঝুমুর। অলক আবার কে ?

মলয়। ন্যাকামি কচ্ছ কেন ? অলক তোমার পার্কবন্ধু।

ঝুমুর। যান যান, আমার কোন পার্ক-বন্ধু নেই।

মলয়। থাকলেও আছে, না থাকলেও। গত ছ'মাস ধরে কলকাতায় এমন কোন পার্ক নেই, যেখানকার ঘাস তোমরা খাও নি।

ঝুমুর। ওয়াক আউই ইউ ডেভিল, নইলে পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেব।

মলয়। ও জুজুর ভয় এখন আর কেউ করে না। আগে লাল পাগড়ী দেখলে ব্লাড পেসার বেড়ে যেত। এখন হাফপ্যাণ্ট্ পরা ছোকরারাও পুলিশকে কুকুর লেলিয়ে দেয়। আচ্ছা, তোমাকে যেন কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। কোথায় বল ত ?

ঝুমুর। কেন—পার্কে।

মলয়। আরে, সে ত হালের ব্যাপার। এর আগে তোমরা কোথায় ছিলে ?

ঝুমুর। চুলোয়।

মলয়। তোমার বাবার নাম কি ?

ঝুমুর। সে কথা জেনে আপনার কি দশটা হাত বেরুবে? আপনি এখন আসুন। মা এসে দেখতে পেলে আপনার কপালে অশেষ দুঃখ আছে।

মলয়। অলক তাহলে আসে নি?

ঝুমুর। বলছি ত, অলক বলে কাউকে আমরা চিনি না, চিনি না, চিনি না।

মলয়। নাই বা চিনলে? আমার কথা হচ্ছে, ও বেচারীকে তুমি ত্যাগ কর। আচ্ছা, রসিদ তোমার কেউ হয়?

ঝুমুর। না।

মলয়। তোমরা হিন্দু না মুসলমান?

ঝুমুর। মা বলেছে, আমরা মানুষ, নাইদার হিন্দু নর মুসলমান।

মলয়। দেখ ঝুমকা,—

ঝুমুর। ঝুমকা আবার কোন্ মুখপুড়ী এল? আমার নাম ঝুমুর।

মলয়। তোমার নাম গুষ্টীর মাথা হক, তাতে কিছু যায় আসে না। ছেলেটা তিনবার ফেল করেছে, এবার ওকে পাশ করতেই হবে। নইলে ওর বাবা মরে যাবে। দেবি, প্রসন্ন হও, এই দশটা টাকা নিয়ে ওকে ছেড়ে দাও।

ঝুমুর। আপনার টাকা নিয়ে আপনি উচ্ছন্ন যান।

[নোট ছুঁড়িয়া দিল]

মলয়। আচ্ছা, দেখা যাবে। নমস্কার।

[প্রস্থান

ঝুমুর। অসভ্য, জানোয়ার। আবার এলে চাবুক মেরে শহবৎ শিখিয়ে দেব।

গফুরের প্রবেশ

গফুর। হেঃ হেঃ হেঃ। কেমন খুঁজে খুঁজে বার করেছি। আমার চোখে ধুলো দিয়ে তুমি কোথায় লুকুবে ময়না ?

ঝুমুর। তুমি আবার এখানে এসে হানা দিয়েছ তেড়েল ?

গফুর। তেড়েল তেড়েল করো না। ওতে ভয়ানক লাগে, তা জান ?

ঝুমুর। কার হুকুমে তুই আমাদের ঘরে ঢুকেছিস গফ্‌রা ?

গফুর। তুই তোকারি করিস নি বলে দিচ্ছি। খসমকে কেউ তুই তোকারি করে ?

ঝুমুর। কি আমার খসম রে ! বেরো উল্লুক ; নইলে এক চড়ে তোর মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেব।

গফুর। তোর কথাবার্ত্তাই ওই রকম। তোর জন্যে আমি তাড়ি ছেড়ে দিয়েছি, গান বাজনা মজলিস নমাজ সব স্যাকৃরিফাইস্ করেছি, তবু তোর মনের নাগাল পেলুম না ? আর কি চাই তোর, বল্।

ঝুমুর। কিছু চাই না, তুই বেরো।

গফুর।

গীত

ও রাধে, তুই বল্,
আর কত তেল মাখাব পায়ে, ঢালব কত চোখের জল ?

ঝুমুর। দূর দূর, নিকালো বেয়াদব।

গফুরের পূর্ব্ব গীতাংশ

আমি চিনি মুখে দিতে নুন খেয়ে ফেলি,
হাঁটিতে হাঁটিতে শুই
আমি খাড়া হয়ে থাকি সারারাত জাগি
ছড়িয়ে শোয়ায়ে থুই।

ঝুমুর। চুপ চুপ।

গফুরের পূর্ব্ব গীতাংশ

জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল হিয়া,
প্রাণ দেহ রাই, পরশন দিয়া,
আর কেহ নাই, কিছু নাই মোর,
তুমি শুধু সম্বল।

কেমন লাগল ?

ঝুমুর। বেশ লাগল। আমি মাকে ডাকছি।

গফুর। খবরদার, ও মাগীকে ডেকো না বলছি। ও হারামজাদী আমাকে দুইচক্ষে দেখতে পারে না, আমিও ওকে একদম লাইক করি না। চলে এস,—

ঝুমুর। কোথায় যাব তোর সঙ্গে ? তুই গোল্লায় যা।

গফুর। তবে রে মেয়ে মানুষের ক্যাথায় আগুন। তুই যাবি না, তোর বাবা যাবে।

[হাত ধরার উপক্রম, আবেদীন আসিয়া পিছন হইতে গফুরের গলা টিপিয়া ধরিল]

আবেদীন। এখানেও তুমি এসেছ মাতাল ?

গফুর। কোন্ শালা রে ?

আবেদীন। বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা। আবার এখানে এলে তোরই একদিন, কি আমারই একদিন।

গফুর। ইতর, ছোটলোক, পাজি, তুমি দু-বার আমার গলায় হাত দিলে ব্যাটা ? থার্ড টাইম· যদি আমার পবিত্র গলা স্পর্শ কর, আমি তোমাকে মার্ডার করে পুলিশকে প্লেন্‌টেন দেখিয়ে পালিয়ে যাব।

আবেদীন। রাসকেল।

গফুর। ডোন্‌ট গিভ গালাগালি। ব্যাটা পেপে চোর, তুমি ওর মায়ের মাথা খেয়েছ, আবার মেয়েকেও—

আবেদীন। সট আপ।

গফুর। ইউ কাট আপ। ফের আসব আমি। আজ আমি চলে যাচ্ছি, নট ভয়ে, বাট রাগে।

[প্রস্থান

ঝুমুর। আপনি এখানে!

আবেদীন। হ্যাঁ, ছ মাসের চেষ্টায় তোমাদের সন্ধান পেয়েছি। তোমার মা কোথায়?

ঝুমুর। কোথায় যেন বসে বসে কাঁদছে।

আবেদীন। কেবল কাঁদতেই জানে, আর কিছুই জানে না। মরণ হয় না কেন?

ঝুমুর। এইবার হবে। নিজের হাতে ত খুন করতে পারি না। আপনি এসেছেন, এবার গলা টিপে মেরে রেখে যান। মাও বাঁচুক, আমিও বাঁচি।

[প্রস্থান

আবেদীন। রুক্মিণী,—

রুকমীর প্রবেশ

রুকমী। ভাইজান,—

আবেদীন। তুমি রুক্মিণী, না তার কঙ্কাল! এ যে মৃত্যুর মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছ দেখছি। খেতে পাও না? চোখে ঘুম নেই? দেখি, হাতখানা দেখি।

রুকমী। কি দেখবে? দেখে কি হবে আবেদীন? আশীর্ব্বাদ কর, শাঁখা সিঁদুর নিয়ে যেন মরতে পাই।

আবেদীন। রুকমী! ছমাস ধরে তোমাদের আমি খুঁজে মরছি। তোমাদের যে এ অবস্থায় দেখব, কখনও তা ভাবতে পারি নি। আমাকে

না জানিয়ে পীরগঞ্জ থেকে কেন এলে ? স্বামীর ঘরে যখন ঠাঁই হল না, তখন আমার কাছে গেলে না কেন ? আমি ত গাছতলায় থাকি না।

রুকমী। তোমার আত্মীয় বান্ধব আছে, মান সম্ভ্রম আছে। একেই আমার জন্যে তোমার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেছে, গাঁময় কলঙ্ক রটেছে। এর পর আর তোমায় বিব্রত করতে আমার মন চাইলে না। সে রাত্রে স্বামী যখন পথ দেখিয়ে দিলেন,—মেয়েটাকে মদনমোহন তলায় বসিয়ে রেখে আত্মহত্যা করব বলে পথের মাঝখানে এসে দাঁড়ালুম, এক মহিলা আমার মৎলব বুঝে জোর করে আমাদের টেনে নিয়ে গেল তার বাড়ীতে। একমাস পরে জানতে পারলুম, সে বেশ্যা। তারপর আবার একদিন মেয়ের হাত ধরে পথে এসে দাঁড়ালুম।

আবেদীন। তারপর এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তোমাকে এনে রাঁধুনীগিরিতে বহাল করলেন, আর তোমার মেয়েকে কলেজে ভর্তি করে দিলেন। ভদ্রলোক বিপত্নীক, তিনি হয়ত পাত্রী ঠিক করে রেখেছেন তোমার মেয়েকে।

রুকমী। না না, এ তুমি কি বলছ ? তিনি যে ভাগবত পাঠ করেন।

আবেদীন। কলকাতা চেন না রুকমী। এখানে মানুষে মানুষ খায়। তোমার স্বামী অনায়াসে তোমায় পথে বের করে দিলে ? স্ত্রী বলে স্বীকারই করলে না ?

রুকমী। করেছিলেন বই কি ? এমন কথাও বলেছিলেন, আমার স্ত্রী আর মা যদি তোমাকে গ্রহণ করতে না চায়, আমি তোমাকে নিয়ে অন্যত্র গিয়ে থাকব। গোল বাধালে মেয়ে। যখন তিনি শুনলেন যে আমার সঙ্গে আছে আমার সতেরো বছরের মেয়ে, তখন চোখ দিয়ে তাঁর আগুন ছুটতে লাগল। তিনি বললেন,—

আবেদীন। বললেন,—মেয়ে যার কাছে পেয়েছ, তার কাছে যাও। মাথা নীচু করলে কেন রুকমী? তোমাকে আধখানা মাত্র বলেছে, বাকিটা বলেছে আমাকে।

রুকমী। ভাইজান!

[আবেদীনের পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িল]

আবেদীন। শয়তান, জানোয়ার!

রুকমী। চুপ কর ভাইজান। তাঁর নিন্দা আমার কাছে করো না। এ আমি শুনতে পারি না।

আবেদীন। মুছে ফেল সিঁথের সিঁদুর, ছুঁড়ে ফেলে দাও হাতের নোয়া।

রুকমী। না না না, ওকথা বলো না আবেদীন?

আবেদীন। কত অপমান সইবে আর? জীবনের ঘাটে ঘাটে স্রোতের ফুলের মত কত আর ভেসে বেড়াবে রুকমি? নীরব দর্শকের মত আমিই বা আর কত চেয়ে চেয়ে দেখব? এ যে আমি সইতে পাচ্ছি না রুকমী। ভগ্নীর পরিচয় নিয়ে তুমি আমার কাছে যেতে পারবে না, পাছে লোকে কুকথা বলে। কিন্তু এমনি নিরাশ্রয় হয়েও তোমাকে আর আমি থাকতে দেব না।

রুকমী। কি করতে চাও আবেদীন?

আবেদীন। রুকমী, বিধবার আশ্রয় আছে; কিন্তু স্বামী থেকেও যার নেই, সে এমনি করেই সংসার স্রোতে ভেসে বেড়ায়, আর লুব্ধ শকুনের দল তার দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। যত পার তুমি তাকে মনে মনে ধ্যান কর, আমি বাধা দেব না। কিছুই চাই না আমি তোমার কাছে। আমি বাইরে থাকব, তোমরা ঘরে থেকো। তোমাদেরই ভালর জন্যে বলছি,—আমাকে তুমি বিবাহ কর।

রুকমী। একথা শোনাও আমার মহাপাপ। হিন্দু নারীর দুবার

বিবাহ হয় না। আমি না খেয়ে মরব, তবু আমার শঙ্খবলয়ের অমর্য্যাদা করব না।

আবেদীন। তবে চল। আমি বাসা ঠিক করে এসেছি, সেইখানে চল। এখানে আর থাকা চলে না। ভাবছ কি? আমার সাহায্য তোমার না নিলেও চলবে। তোমাদের বাড়ীর গুপ্তধন তুলে তোমার বাবা আমার কাছে দিয়ে গেছেন। এই নাও, এর দাম অন্ততঃ দশ হাজার টাকা।

রুকমী। তাঁকে দিয়ে এলে না কেন?

আবেদীন। দিতুম, যদি তোমাকে সে গ্রহণ করত।

রুকমী। আবেদীন!

আবেদীন। রুকমি!

রুকমী। আমার জন্যে কেন তোমার এ কৃচ্ছ্রসাধন? আমি তোমার কে?

আবেদীন। মুসলমানের মেয়ে যদি হিন্দু হতে পারে, মুসলমানের ছেলে হিন্দুনারীর ভাইও হতে পারে। আমি তোমার ভাই।

[রুকমী হাত বাড়াইল]

[রুকমীর হাত ধরিয়া আবেদীনের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

আবেদীনের বাসা

আসাদউল্লা ও ফকির মোল্লার প্রবেশ

আসাদ। হঠাৎ এখানে কি মনে করে ফকির মোল্লা? আমার কাছে ত তোমার টাকা পাওনা নেই।

ফকির। কি যে বলেন? আপনি টাকা ধার করবেন কোন্ দুঃখে? কলকাতায় এলুম,—মনে করলুম একবার আপনাকে দর্শন করে যাই।

আসাদ। দর্শন ত করেছ। এবার বিদেয় হও।

ফকির। আপনি চটছেন কেন মাস্টার সাব? আমি আপনাকে কি ভয়ঙ্কর শ্রদ্ধা করি, সে কি আপনি জানেন না?

আসাদ। জানি। দলবল নিয়ে কোথায় এসে উঠেছ? রাজাবাজারে, না পার্ক সার্কাসে? একটা গোলমাল টোলমাল বাধাতে পেরেছ? যে কোন অজুহাতে একটা দাঙ্গা বাধিয়ে দাও। রক্তের বন্যা ছুটুক, হাজার হাজার মাথা রাজপথে গড়াগড়ি যাক, আর তোমরা শকুনের দল গলিত মাংস চিবিয়ে খাও।

ফকির। নসীব মাষ্টারসাব, নইলে আপনি আমাকে এই কথা বলেন? আমি পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ি—

আসাদ। থাক; কেন আমার কাছে এসেছ, বল।

ফকির। ওরা গেছে কোথায়—ঝুমুর আর তার মা? আপনার ছেলেই ত তাদের নিয়ে এসেছে। আপনার বাসায় এনে রেখেছে বুঝি?

আসাদ। না

ফকির। আমিও ত তাই বলি। এটা ত মেসবাড়ী। এখানে

ওসব চলবে কেন? রসিদ সে কথা বোঝে না? কোন্‌খানে আছে তারা?

আসাদ। খুঁজে নাও গে। আমি বলব না।

ফকির। আচ্ছা, আপনার ত বয়েস হয়েছে, এখন তীর্থ-টীর্থ ঘুরে এলে হয় না?

আসাদ। অর্থ নেই।

ফকির। আমি যদি দিই।

আসাদ। ঋণ করে আমি ঘি খাই না।

ফকির। ঋণ কেন? অমনি দেব। আপনি এমন একজন লোক, পয়সার জন্যে তীর্থধর্ম্ম করতে পাবেন না, তাহলে আমরা আছি কি করতে?

আসাদ। এত উদার কবে হলে হে মোল্লার পো? তোমার ও পাপের পয়সায় তীর্থধর্ম্ম করার চেয়ে আমি বেলাঘাটার পচা খালে তীর্থস্নান করব, সেও ভাল।

ফকির। আচ্ছা, কেন আপনি বাগড়া দিচ্ছেন, বলুন ত? বিনয় রায় ত ওদের ঘরে নেয় নি। মা আর মেয়ে হা অন্ন হা অন্ন করে পথে পথে ঘুরে মরুক, এই কি আপনি চান? আমরা থাকতে আমাদের গাঁয়ের মেয়েদের এ দুর্গতি আমরা চেয়ে চেয়ে দেখব?

আসাদ। দেখো না, চোখ বন্ধ করে দেশে চলে যাও।

ফকির। আমার ছেলে ত ঝুমুরকে সাদি করতে রাজী আছেই, আমার কথাও বলছি—রুকমী রাজী হলে আমি এখনও তাকে নিকে করতে পারি। শুদ্ধ পরোপকারের জন্যে, বুঝলেন না কথাটা?

আসাদ। বুঝেছি।

ফকির। তাহলে চলুন,—আপনি তাকে আমার সামনে বুঝিয়ে বলবেন।

আসাদ। আমার দ্বারা তা হবে না।

ফকির। তাহলে আপনার ছেলেকে বলুন। সে বললেই রুকমী এক পায়ে খাড়া। অনেক দিন ত তাকে দখলে রেখেছে, এবার ছেড়ে দিতে বলুন।

আসাদ। বলছি, একটু দাঁড়াও।

[প্রস্থান

ফকির। মোক্ষম দাওয়াই দিয়েছি। ফকির মোল্লার সঙ্গে চালাকি ?

রসিদের প্রবেশ

রসিদ। কি হল মোল্লা সাহেব ? হদিশ পাওয়া গেল ?

ফকির। এখনও পাওয়া যায় নি। ব্যাটা জানে, তবু বলবে না। ইচ্ছে ছিল, ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিই। তোমার জন্যে মনের ইচ্ছে মনেই চেপে রাখলুম।

রসিদ। আমি কি আপনার চড় আটকে রেখেছিলুম না কি ?

ফকির। তোমার মাথায় খাঁটি ষাঁড়ের গোবর। আরে মিঞা, চড় মারলে আর কি কথা বার করা যাবে ? এ মাসের আর সাতদিন মাত্র বাকী। এর মধ্যে যদি কাম ফতে করতে না পারি, তবে ত দলিল তামাদি হয়ে যাবে ; বাধ্য হয়ে আমাকে পীরগঞ্জে ফিরে গিয়ে তোমার নামে নালিস রুজু করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আদালতের ডিগ্রী, তারপর তোমার বাড়ী দখল, তারপর তোমাকে এমনি করে ঘাড় ধরে রাস্তায় বার করে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।

রসিদ। এ আপনি বলছেন কি ? জরুগরু নিয়ে আমি কোথায় যাব ?

ফকির। ওই যে মসজিদের পাশে ন্যাড়া বটগাছ আছে, ওর তলায়

গিয়ে থাকবে। আর পাঁচদিন সময়, মনে রেখো। তারপর ফকির মোল্লার সঙ্গে তোমার আদালতে বোঝাপড়া হবে।

রসিদ। মোল্লাসাহেব,—

ফকির। মোল্লার টাকা না দিয়ে কবরে গিয়েও রেহাই পাবে না মিঞা। কবর থেকে আমি টেনে তুলব। পীরগঞ্জে গিয়েছিলে কেন?

রসিদ। আর বলবেন না। রায়দের বাড়ীর গুপ্তধন না কি ঠাকুর ঘরের নীচে আছে শুনলুম। গিয়ে শুনি বাবা সব তুলে নিয়ে হাওয়া। আমার জরু বললে, একরাশ সোনার গয়না।

ফকির। তোমার বিবি বাটপাড়ি করতে পারলে না?

রসিদ। হারামির বাচ্ছা বলে,—পরের ব্যাসাৎ হারাম। সেই ত শ্বশুরকে রাহা খরচ দিয়ে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছে। শয়তানিকে আমি মেরে শুইয়ে দিয়ে এসেছি, থাক্ ছমাস বিছানায় পড়ে।

আসাদ উল্লার প্রবেশ

আসাদ। রসিদ মিঞা দেখছি। আবার কাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এলে?

রসিদ। সে কথায় আপনার দরকার নেই। আমার বাবাকে দেখেছেন?

আসাদ। দেখেছি।

রসিদ। কোথায় সে কসবীর বাচ্ছা?

আসাদ। চমৎকার! তোমার মা তোমাকে আঁতুড়ঘরে নুন খাইয়ে মারেন নি কেন, তাই আমি ভাবছি।

রসিদ। অনধিকার-চর্চ্চা করবেন না।

ফকির। এমন বাপ না হলে অমন ছেলে হয়? আচ্ছা ছেলে

পয়দা করেছিলেন মিঞা। বলে ধরি মাছ না ছুঁই পানি। অনেকদিন ত মজা মেরেছ, আর কেন?

আসাদ। নিকালো বদমায়েস, নিকালো।

[পুনঃ পুনঃ কশাঘাত]

রসিদ। আরে আরে, এ কি ব্যাপার!

ফকির। শালা মাষ্টার, এত বড় হিম্মৎ তোমার, তুমি আমাকে চাবুক মার? বাপবেটায় মিলে এক ঘাটে মজা লুটছ, আর লোকে তা বললেই দোষ? তোমার দফা আমি রফা করব।

আসাদ। তুমি যাবে কি যাবে না?

ফকির। একশোবার যাব। কে আমাকে রুখবে? আমি হচ্ছি বিশ্ববিখ্যাত ফকির মোল্লা, যার ভয়ে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়।

[প্রস্থান

রসিদ। যার তার গায়ে আপনি চাবুক মারেন, এত বড় সাহস আপনার?

আসাদ। তোমার নিজের সাহসের কথা বল। পাসপোর্ট আছে, ভিসা দেখাতে পার? আমি তোমাদের পুলিশে দেব বদমায়েসের দল।

রসিদ। ঘোড়ার ডিম করবেন। এদেশের পুলিশ হিন্দুর মাথা ভাঙতে জানে, মুসলমানের গায়ে চিমটিও কাটে না। রুকমী কোথায়?

আসাদ। বলব না।

রসিদ। আপনার ছেলেকে ডাকুন।

আসাদ। ডাকব না।

রসিদ। আমার বাবা এখানে আছে?

আসাদ। আছে।

রসিদ। কোন্ ঘরে?

আসাদ। ভেতরে যেও না খবরদার। তুমি চোর, তুমি গুণ্ডা, গুপ্তচর, বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে।

রসিদ। আমায় তা ভাববেন না মাষ্টারসাব। বাবা কি করেছে জানেন? রায়েদের বাড়ীর গুপ্তধন এনে আবেদীনের হাতে তুলে দিয়েছে।

আসাদ। বেশ করেছে।

রসিদ। সে সব আমি চাই।

আসাদ। একথা বলবে রুকমী, তুমি নও।

রসিদ। সব নাটের গুরু আপনি। আমি মরিয়া হয়ে এসেছি, খুন করব, বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেব। বাবা কই, গুপ্তধন কোথায়, কোন্‌খানে সে কসবীর বাচ্চা আবেদীন?

[আসাদের হস্তধারণ]

আদমের প্রবেশ

আদম। হাত ছেড়ে দে, হাত ছেড়ে দে হারামজাদা।

[যষ্টি দ্বারা রসিদের হাতে আঘাত]

আসাদ। লাঠি নয় ভাইসাহেব। দুর্ব্বৃত্ত ছাত্রের প্রাপ্য মাষ্টারের হাতের চাবুক। (রসিদকে কশাঘাত করিলেন) মনে রেখো, এর নাম আসাদুল্লা খাঁ, যার হাতের বেত খেয়ে তৈরী হয়েছে দশটা ম্যাজিষ্ট্রেট ত্রিশটা এঞ্জিনিয়ার, আর সাতটা মিনিষ্টার। তারা এখনও এই গরীব শিক্ষকের মুখের দিকে চেয়ে কথা কয় না, হাত ধরা ত দূরের কথা।

[চাবুক ছুঁড়িয়া ফেলিয়া প্রস্থান

আদম। বদমায়েস ব্যাটা, তোর এতবড় হিম্মৎ, তুই মাষ্টার সাহেবের হাত ধরিস?

রসিদ। মাষ্টারসাহেব তোমাদের কাছে পীর হতে পারে, আমার কাছে কুকুর-বেড়ালের সামিল।

আদম। তা ত হবেই। নইলে যার হাত দিয়ে এত তাবড়া তাবড়া লোক বেরিয়ে গেল, তুই তার হাত পিছলে জানোয়ার হয়ে বেরিয়ে এলি ?

রসিদ। থামো ; নইলে তোমাকে গলা টিপে মারব।

আদম। ওরে গব্বস্রাব, আগে যদি জানতুম তুই এমন কুলাঙ্গার হবি, তাহলে আমি তোকে ছেলেবেলায় ছাইয়ের উপর রেখে জবাই করতুম। বেরিয়ে যা।

রসিদ। সোনাগয়না কই ?

আদম। কিসের সোনাগয়না ?

রসিদ। রায়েদের বাড়ীর গুপ্তধন ?

আদম। ঠিক জায়গায়ই আছে।

রসিদ। কাকে দিয়েছ ? আবেদীনকে ?

আদম। সে তোর শুনে কি হবে ?

রসিদ। আমি তা চাই।

আদম। কেন ? তোর বাপের সম্পত্তি ?

রসিদ। তোমার বাপের সম্পত্তি ?

আদম। তোরও নয় আমারও নয়। রুকমীর ব্যাসাৎ রুকমীই পাবে।

রসিদ। কোথায় সে কালামুখী ? আর তার সেই জারজ মেয়েটাই বা কই ?

আদম। জুতিয়ে সোজা করব শূয়ারকে। আমার মেয়ে কালামুখী ? তার মেয়েকে তুই যা তা বলিস ? শূয়ারের বাচ্ছা তার মামু হয় !

রসিদ। কোথায় তারা?

আদম। আমি তার কি জানি? আমি ত এই তিন মাস পরে এলুম। জানোয়ার ব্যাটা, তুই বউটার হাড়গোড় ভেঙ্গে দিয়ে এসেছিস? তোর বাপের ভাগ্যি যে অমন বউ পেয়েছিস।

রসিদ। ছেঁদো কথা রাখ। সোনাদানা বার কর, নইলে আজ তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন। (আদমের হাত ধরিয়া) কোথায় সোনাদানা, কোথায় রুকমী, কোথায় ঝুমরী?

আদম। বলব না। কিছুতেই বলব না।

রসিদ। তোমার বাবা বলবে।

[পিস্তল বাগাইল]

আদম। কি ওটা? পিস্তল? খুন করবি আমায়? কর, খুন কর। তোর মত জানোয়ারের বাপ হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভাল।

[রসিদের পিস্তল হইতে গুলি বাহির হইল]

আঃ—(পতন)

রসিদ। বল, এখনও বল।

আদম। না।

রসিদ। জাহান্নামে যাও।

[প্রস্থান

আদম। ওরে, খুনীকে ধর।

রুকমীর প্রবেশ

রুকমী। আবেদীন, আবে—এ কি! বাবা নয়? কি হয়েছে বাবা? ওগো, এ যে রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে। কে মারলে বাবা? কে মারলে তোমাকে?

আদম। রসিদ।

রুকমী। দাদা ?

আদম। কে দাদা ? সে তোর কেউ নয়। তুই কেন এখানে এলি ? যা যা ঘরে যা, মেয়েটা একলা আছে। ধরে নিয়ে যাবে।

রুকমী। মেয়ে আজ কলেজ থেকে ফেরে নি বাবা। জানি না, কোথায় হারিয়ে গেল। যাক যাক, আর ভাবতে পারি না। আমারই জন্যে তোমার এ দশা বাবা ! এ আর আমি সইতে পাচ্ছি না।

আদম। কাঁদিস না রে। অনেক দিন ত বেঁচে গেলাম। তোকে সুখী দেখে যেতে পারলুম নি, দিদির বিয়ে দেখে যেতে পারলুম নি, এই শুধু দুঃখু রয়ে গেল। পুলিশকে ডাক, আমি খুনীর কথা বলে যাই। এখানে আর নয়, এরা বিপদে পড়বে। বাইরে চল্ মা, বাইরে চল্। পুলিশ, পুলিশ,—

[রুকমীকে জড়াইয়া প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

পড়োবাড়ী

ঝুমুরের প্রবেশ

ঝুমুর। এ কোথায় এলাম ? এ ত হাসপাতাল নয় ? কোথায় দাদুসাহেব ? ফকির যে বললেন,—দাদু মৃত্যুশয্যায় হাসপাতালে শুয়ে আছে, আমাকে শেষ দেখা দেখতে চায়। সে যে বললে,—মাও হাসপাতালে এসেছে ! কই মা, কোথায় গেল ফকির ? এ কার বাড়ী ? মা, মা,—দাদুসাহেব, ফকির,—এ কি হল ? আমার যে ভয় হচ্ছে।

ফকির মোল্লার প্রবেশ

ফকির। ভয় কি? আমরা থাকতে কিচ্ছু ভয় নেই।

ঝুমুর। কে আপনি? আপনিই কি সেই ফকির?

ফকির। আমিই ফকির, তবে আসল ফকির নই, ফকির মোল্লা, তোমার শ্বশুর।

ঝুমুর। শ্বশুর!

ফকির। চোখ কপালে তুল্‌লে যে। কিচ্ছু মনে নেই?

ঝুমুর। কোথায় আমার দাদু? আমার মা কোথায়?

ফকির। সবাই আসবে; কিচ্ছু ভেবো না। বিয়ের পর পীরগঞ্জে গিয়ে আমি সবাইকে দাওয়াদ দেব। আমার ত ওই একই ছেলে, তার বিয়েতে আমি কোন ত্রুটি রাখব না।

ঝুমুর। আমি আপনার কোন্ সাতপুরুষের কুটুম যে আমাকে আগেই দাওয়াদ দিয়েছেন?

ফকির। শোন কথা। তোমার সঙ্গেই তো বিয়ে।

ঝুমুর। বটে! সেইজন্যেই বুঝি কলেজ থেকে আমায় ভুলিয়ে এনেছেন? এটা তাহলে হাসপাতাল নয়?

ফকির। হাসপাতাল হবে কেন? এ হচ্ছে করিম গুণ্ডার আড্ডা।

ঝুমুর। গুণ্ডার আড্ডা! এখানে আমাকে নিয়ে আসার কারণ?

ফকির। কারণ বুঝতে পাচ্ছ না? আর একটু পরেই বুঝতে পারবে। মোল্লা মৌলবীরা এত দেরী কচ্ছে কেন? কোন কাজে যদি এদের ঠিক সময় পাওয়া যায়। ওরে, ও গফুর,—

ঝুমুর। ও ঘরে যে অনেক দাড়ি দেখতে পাচ্ছি। এরা সব নেমন্তন্ন খেতে এসেছে বুঝি? দোর খুলে দিন, আমি মার কাছে যাব।

ফকির। ব্যস্ত হচ্ছ কেন? তোমার মা-ও আসবে। অধর্ম্ম আমি

করব না। তোমাকে আর তোমার মাকে এক ঘরেই বেঁধে রাখব। সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, একটা মাত্র মেয়ে, না দেখে থাকতে পারবে কেন? তোমাকে সাদি করবে আমার ছেলে, আর তোমার মাকে নিকে করব আমি।

ঝুমুর। কি,—আমার মার নিকে হবে? আর সে তোমার সঙ্গে?

ফকির। কেন? আবেদীনের চেয়ে আমি কি কমতি আছি?

ঝুমুর। তার মানে?

ফকির। মানে ফানে পরে বুঝবে। আগে তো তোমার বিয়ে হয়ে যাক।

ঝুমুর। বামনের চাঁদ ধরবার আশা।

ফকির। চাঁদ? হুঁ, জানতে আর কিছু বাকি নেই। গিয়েছিলি ত মার ভাতারের কাছে। সে তোদের ঠাঁই দিলে না কেন জানিস্?

ঝুমুর। কার কথা বলছ তুমি? কার কাছে গিয়েছিলাম?

ফকির। কেন, বিনয় রায় চৌধুরীর কাছে।

ঝুমুর। বিনয় রায়! অ্যাডভোকেট বি কে চৌধুরী? কে, তিনি কে?

ফকির। তোর মা তো বলে তোর বাবা।

ঝুমুর। আমি হিন্দুর মেয়ে। আমার বাবা বিনয় রায় চৌধুরী!

ফকির। পোশাকী বাবা, আসল বাবা হচ্ছে আবেদীন।

ঝুমুর। হুঁশিয়ার বদমায়েস।

(ফকিরের গায়ে জুতা নিক্ষেপ)

রসিদের প্রবেশ

রসিদ। শয়তানি, তুই করলি কি? শ্বশুরকে জুতো মারলি?

ঝুমুর। আর এক পাটি আছে তোমার জন্যে।

রসিদ। তবে রে হারামজাদি। যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা? (চুলের মুঠি ধরিল) ডাক মোল্লার পো, তোমার ছেলেকে ডাক। আমি এখনি ওকে তার হাতে তুলে দেব। তারপর দেশে নিয়ে গিয়ে আচার অনুষ্ঠান করো।

ঝুমুর। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি। ওরে পশু, ওরে নরকের কীট, আমার মা যে তোমার বোন, সে কথা কি তোমার মনে নেই? আমার সর্ব্বনাশ করতে তুমি এমনি করে উঠে পড়ে লেগেছ—শয়তান? তোমার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে দেশ ছেড়েছি। বাবা ঘরে নেয় নি, মা আমায় নিয়ে পথে পথে ঘুরেছে। তোমার দয়া হচ্ছে না?

রসিদ। না। (চপেটাঘাত)

ঝুমুর। উঃ—মা গো, তুমি যে বলেছিলে, যার কেউ নেই, তার ভগবান আছেন। কোথায় তিনি, কোথায় বিপন্নের ভগবান্?

গফুরের প্রবেশ

গফুর। এ কি!

ফকির। শিকার জালে পড়েছে। হারামজাদীর বড় দর্প, আমার গায়ে জুতো ছুঁড়ে মারে!

গফুর। কি, এত বড় হিম্মৎ? আমার বাবার পবিত্র গায়ে জুতো! সরে যাও তোমরা, সরে যাও, আমি ভাল করে ওর দর্পটা ভেঙ্গে দিই।

ফকির। ভাঙ্গ, ভাল করে ওর দর্প চূর্ণ কর। চলে এস রসিদ মিঞা। বিয়ের উদ্যোগ করবে চল।

রসিদ। তাই চল। দলিলটা সঙ্গে আছে ত?

ফকির। আছে, আছে, ভয় নেই। এস।

[রসিদকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

গফুর। ওঠ ঝুমুর, ওঠ।

ঝুমুর। কে ?

গফুর। আমি গফুর।

ঝুমুর। সরে যাও, সরে যাও, আমি তোমায় বিয়ে করব না।

গফুর। করো না ঝুমুর, আমিও আর তা চাই নে।

ঝুমুর। চাও না ?

গফুর। না ; খোদার কসম। তুমি আজ আমার মুঠোর মধ্যে। ইচ্ছে করলে তোমাকে নিয়ে আমি পুতুলখেলা করতে পারি। কিন্তু তাতে লাভ ? হাত বাঁধতে পারি, পা বাঁধতে পারি,, মন বাঁধব কি দিয়ে ? তুমি হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুর ঘরেই যাও।

ঝুমুর। গফুর।

গফুর। আমি তোমাকেই চেয়েছিলুম ঝুমুর, তোমার দেহটা নয়। সেদিন অলকের সঙ্গে তোমাকে আমি দেখেছি। তুমি তাকে ভালবাস, সে তোমাকে ভালবাসে ; তার মধ্যে আমি আর মাথা গলাব না। চোখের জল ফেলো না। এ ব্যাটারা এমনি জানোয়ার। পালাও ঝুমুর, পালাও। এই দরোজা দিয়ে সোজা চলে গিয়ে মসজিদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাক। অলক কাছেই আছে, তোমাকে ডেকে নেবে। আর দেরী করো না, দুজনে বিয়ে করে ফেল। বিনয় রায় বাপ্‌ বাপ্‌ করে তোমাকে ঘরে তুলে নেবে।

ঝুমুর। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

[প্রস্থান

গফুর। (খানিকক্ষণ গলা বাড়াইয়া দেখিয়া) ও বাবা, ও রসিদ মিঞা, গেল গেল গেল।

রসিদের প্রবেশ

রসিদ। কি হল ? ঝুমুর কোথায় ?

গফুর। ঝুমুর? তোমার ভাগ্নী ত? রুকমী বিবির মেয়ে?

রসিদ। হ্যাঁ হ্যাঁ, কোথায় সে?

গফুর। সেই কথাই ত বলছি।

রসিদ। কি বলছ?

গফুর। (ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল) আমাকে এক গাট্টা মেরে—

রসিদ। আরে দূর, কোথায় গেছে সে?

ঝুমুরকে টানিয়া লইয়া ফকিরের প্রবেশ

ফকির। এই যে তোমার ভাগ্নী। হারামির বাচ্ছা পালিয়ে যাচ্ছিল, আমি ধরে এনেছি। (ধাক্কা দিয়া ঝুমুরকে ফেলিয়া দিল)

রসিদ। পালা, এইবার ভাল করে পালা শয়তানি।

[ঝুমুরকে পদাঘাত]

ঝুমুর। উঃ—ভগবান, তুমি কি ঘুমিয়ে আছ?

ফকির। তুই ব্যাটা একটা মেয়েকে ধরে রাখতে পারিস না?

গফুর। না পারলে কি করব? ছেড়ে দাও বাবা, ছেড়ে দাও। আমার গায়ে ও হাত তুলেছে, আমি ওকে বিয়ে করব না।

ফকির। তুই না করিস আমি করব। দাও রসিদ মিঞা, তোমার ভাগ্নীকে আমার হাতে তুলে দাও। আমি তোমার সব দেনা মকুব করব; তার উপর আরও দুহাজার টাকা দেব।

রসিদ। তাই নাও মোল্লা সাহেব। ওঠ্ বদমায়েস মেয়ে।

[ঝুমুরকে হাত ধরিয়া তুলিল]

ঝুমুর। মামা!

গফুর। সরে যাও বাবা, বজ্রপাত হবে।

ফকির। দূর, ছেলের নিকুচি করেছে। (গফুরকে ঠেলিয়া অগ্রসর হইল)

আবেদীনের প্রবেশ

আবেদীন। খবরদার !

[ঝুমুরকে টানিয়া লইলেন

রসিদ। ভাল হবে না বলছি।

[অগ্রসর হইল

আবেদীন। দূর হও বদমায়েস।

[রসিদকে ঘুঁসি মারিলেন

ফকির। কেন তুমি খামকা—

[অগ্রসর হইল

আবেদীন। সরে যাও ইতর। (ফকিরকে ঘুঁষি মারিলেন) চলে এস ঝুমুর।

[ঝুমুরকে লইয়া প্রস্থান

রসিদ। }
ফকির। } গেল, গেল। ধর্ ধর্।

[অগ্রসর হইল

গফুর। পুলিশ ! পুলিশ !

কনেষ্টবল সহ দারোগার প্রবেশ

দারোগা। হাত তুলে দাঁড়াও। আবদুল রসিদ, খুনের দায়ে আমি তোমায় গ্রেপ্তার করলাম। পালাবার চেষ্টা করলে শুট করব; আমার নাম হাজারী দারোগা।

[কনেষ্টবল হাতকড়া পরাইল।

ফকির মোল্লা, তোমাকে আমি গ্রেপ্তার করলাম নারীহরণের দায়ে। বালা পরাও।

ফকির। আমাদের গ্রেপ্তার! বলেন কি আপনি? আমরা যে মুসলমান।

দারোগা। আমার কাছে জাতিভেদ নেই। আমার নাম হাজারী দারোগা কিনা।

গফুর। নিয়ে যান দারোগাবাবু। আমি সাক্ষী দেব। এ ব্যাটাদের কারও পাসপোর্ট নেই। এরা খুনী, দাঙ্গাবাজ, চোর।

ফকির। এই জন্যেই শাস্ত্রে বলেছে, "অসময়ে হায় হায় কেহ কারও নয়।" যদি কিছু মনে না করেন, আপনার বিবির পান খাবার জন্যে এই দশটি টাকা—

দারোগা। চোপরাও বদমায়েস। (রুলের গুঁতা) হাজারী দারোগাকে টাকা দেখাচ্ছ?

রসিদ। কুড়ি টাকাই দাও।

দারোগা। একে খুন, তার উপর ঘুষ! তোকে আমি ফাঁসীকাঠে চড়াব শূয়ার। আমার নাম হাজারী দারোগা।

[রসিদ ও ফকিরকে লইয়া কনেষ্টবল ও দারোগার প্রস্থান

গফুর। পীরের দরগায় শিন্নি দেব। হে আল্লা, এ ব্যাটাদের ফাঁসীর ব্যবস্থা কর।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

বিনয়ের বাড়ী

একটি ফটো হাতে গীতার প্রবেশ

গীতা। যাই বল, ছেলেটার রুচিবোধ আছে। বইয়ের মধ্যে যখন ছবিটা গুঁজে রেখেছে, তখন এ মেয়েটার সঙ্গে নিশ্চয়ই খোকার নাভের ব্যাপার চলছে। বউ আনতে হয় ত এমনি বউ। ভালয় ভালয় পাশটা করুক না। এই মেয়েই আমি আনব। কার মেয়ে কে জানে? যারই হক গে, মানুষের মেয়ে ত বটেই। হাতে দুগাছা কালো রেশমী চুড়ি বুঝি গো! তবে ত বড্ড গরীবের মেয়ে। হক গে, কণের বাপের টাকা না থাকে, বরের বাপের ত আছে। ওই ত বংশের একটা ছেলে,—ওর বিয়েতে আমি পাঁচটা হত্তুকি ছাড়া কিচ্ছু নেব না।

ভগীরথের প্রবেশ

ভগীরথ। দেখে এলাম বৌমা। খোকাবাবু মামার বাড়ী যায় নি, পিসির বাড়ী যায় নি, কোথাও যায় নি।

গীতা। তবে কি পরীতে উড়িয়ে নিয়ে গেল? কলেজে খোঁজ করেছিলি?

ভগীরথ। আলবাৎ করেছি। পিসীপাল বললে,—

গীতা। পিসী পাল আবার কোন মুখপোড়া?

ভগীরথ। তুমি কিচ্ছু জান না। কলেজের হেডমাষ্টারকে পিসীপাল বলে না? লোকটা বললে,—সে ত প্রায়ই আসে না, যেদিন আসে, সেদিনও পালায়। সাতদিন তার পাত্তাই নেই। লজ্জাও করে না। বছর বছর পরীক্ষায় ফেল মাচ্ছে, তার উপরে আবার—হুঁ।

গীতা। তার বাপের পয়সায় সে দশবার ফেল করবে, তোর তাতে কি? পাশ কি সে করত না? মুখপোড়া একজামিনাররা খাতা দেখে না।

ভগীরথ। তুমি জ্ঞান কচ্ছ। বড়দা ঠাকুর বলে,—না পড়লে কখনও পাশ করা যায়?

গীতা। তোমার বড়দাঠাকুরের ভীমরতি হয়েছে। নইলে অতবড় ছেলেকে চড় মারে? এতে রাগ হয় না কার? হলই বা রাগ। তাই বলে খাবার সময় খেতে আসবে না? খেয়ে দেয়ে যত পারিস রাগ কর। হ্যাঁ রে, রেলে টেলে মাথা দিলে না ত?

ভগীরথ। না না, তা কেন দেবে? তুমি শুধু শুধু ভাবছ।

গীতা। ভেবে ভেবে আমি শয্যা নিয়েছি। লোকে বলবে, সৎমা হয়ত জ্বালিয়েছে, তাই না সইতে পেরে প্রাণটা দিয়েছে। আঃ,—জনার্দ্দন!

ভগীরথ। তোমার যে চোখে জল এল দেখছি।

গীতা। দূর হতভাগা,—এ অন্য জল। আমার বরং আনন্দ হচ্ছে। আর কেউ ভাগী নেই আমার। গণ্ডায় গণ্ডায় সন্দেশ খাব, সেরে সেরে দুধ খাব, একটা পাকা রুই একলা খাব।

ভগীরথ। তুমি হাসছ না কাঁদছ বৌমা?

গীতা। কাঁদব? সতীনপোর জন্যে? গীতা বামনী তেমনি লোকই বটে। আসুক না একবার। বাড়ীতেই ঢুকতে দেব না। খুব জোরে চড় মেরেছিল বুঝি?

ভগীরথ। আরে না না। আলগোছে হাতখানা ঠেকিয়েছিল।

গীতা। তাই বা ঠেকাবে কেন? ওঃ—ভারী আমার বাপ।

বিনয়ের প্রবেশ

বিনয়। কি হয়েছে? চ্যাচাচ্ছ কেন?

ভগীরথ। চ্যাচাবে না? তুমি কিসের তরে ছেলেকে চড় মারতে গেলে? বৌমা যে সাতদিন ছেলেকে না দেখে নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।

গীতা। মিছে কথা বলিস নি।

ভগীরথ। এতক্ষণ হাউ হাউ করে কাঁদছিল আর তোমাকে গাল পাড়ছিল। আমি বললুম, কেঁদো না বৌমা, আমি ছোড়দাঠাকুরকে খবর দিয়েছি। তিনি তার আড্ডা ফাড্ডা সব চেনে, ঠিক তাকে ধরে নিয়ে আসবে। তবে না ঠাণ্ডা হল।

গীতা। তুই নিজের কাজে যা না।

ভগীরথ। রাখ তোমার কাজ। আমি এখন থানায় যাচ্ছি।

বিনয়। না, যেতে হবে না। সে আসুক বা না আসুক, আমার তাতে কিছুই যায় আসে না।

ভগীরথ। তাহলে বৌমা ঠিকই বলে—

বিনয়। কি বলে?

ভগীরথ। বলে, তুমি বাপ নয়, তালুই।

[প্রস্থান

বিনয়। ও অকালকুষ্মাণ্ডের কথা ভেবে ভেবে তুমি কি পাগল হবে না কি?

গীতা। কে ভাবছে? বাজে কথা বলো না।

বিনয়। সাতদিন ধরে গান বাজনা শুনছি না যে?

গীতা। গান বাজনা আমি ছেড়ে দিয়েছি।

বিনয়। তোমার জ্বালায় কি ছেলেকে শাসন করার জো নেই?

গীতা। কর না শাসন; কেটে দুখানা করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দাও—দুর্গা দুর্গা—আমি কিচ্ছু বলব না। কে সে আমার পরম বান্ধব? সতীনের

ছেলে— সাতজন্মের শত্রু। সে বাঁচুক কি মরুক—আঃ (নিজের গালে মৃদু চপেটাঘাত),—আজ কেবলি মুখে অলক্ষুণে কথা আসছে। ঠাকুর, রক্ষে কর ঠাকুর।

বিনয়। তোমার হাতে ও কার চিঠি ?

গীতা। চিঠি নয় ফটো, এই দেখ।

[ফটো দিল]

বিনয়। এ কার ফটো ? কে দিলে ? কোথায় পেলে এ ফটো ?

গীতা। অত কথায় তোমার দরকার কি ? মেয়েটা কি সুন্দর দেখেছ ? এমনি একটি বউ যদি আমার হত !

বিনয়। থামো।

গীতা। থামব কেন ? তোমার পছন্দ হচ্ছে না ? কি মিষ্টি মুখখানা দেখ না। ও মা, এ কি ! ওগো, দেখ, দেখ, ডান পায়ে ঠিক তোমার মত ছটা আঙুল ! বাঁ কানের উপর তোমারই মত একটা আঁচিল !

বিনয়। দেখি দেখি। তাইত বটে ! গীতা !

গীতা। কি হল ? তুমি কাঁপছ কেন ?

বিনয়। ভুল হয়ে গেছে গীতা, বড় ভুল হয়ে গেছে।

গীতা। কি ভুল গো ?

বিনয়। তুমি ত শুনেছ, পীরগঞ্জের মুসলমানেরা আমাদের বাড়ীতে হামলা করেছিল ? তারপর আমায় ধরে নিয়ে গিয়ে কলমা পড়িয়ে মুসলমান করে দিয়েছিল জান ?

গীতা। জানি।

বিনয়। জান ? কই কখনও বল নি ত ?

গীতা। বলবার কি আছে ? মুসলমান হয়ে ত তোমার একখানা হাত খসে যায় নি।

বিনয়। আমাকে তোমার ঘৃণা হচ্ছে না?

গীতা। কেন? তুমি আমার যা ছিলে, তাই ত আছ। স্বামী বল, আর খসম বল, একই বাৎ হায়। একই জিনিস—কেউ বলে জল, কেউ বলে পানি।

বিনয়। আমি মুসলমান হয়ে যদি চাপে পড়ে কোন মুসলমানের মেয়েকে বিয়ে করতুম?

গীতা। আমি তাকে বাদ্যভাণ্ড দিয়ে ঘরে নিয়ে আসতুম।

বিনয়। তোমার হিংসে হত না?

গীতা। মা দুর্গা কি গঙ্গাকে হিংসে করে? দ্রৌপদী কি সুভদ্রার গলা টিপে ধরেছিল?

বিনয়। এই আমাদের বাংলার বধূ। কোন দেশের নারীসমাজে কি এর তুলনা আছে? আঠারো বছর তুমি আমার পাশে পাশে রয়েছ, তবু তোমায় আমি ঠিক চিনতে পারি নি। তা যদি পারতুম, মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে এমনিভাবে ক্ষয় হয়ে যেতুম না। যৌবনে এমন অকালে ভাটা পড়ত না।

গীতা। কি হয়েছে গো? কেন অমন কচ্ছ?

বিনয়। বলব গীতা। আজ সব তোমাদের বলব। মাকে ডাক।

গীতা। মা পূজোয় বসেছেন। পূজো হলেই নিয়ে আসব, তুমি বসো।

[প্রস্থান

(নেপথ্যে শঙ্খঘণ্টা ধ্বনি)

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে

গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোস্তুতে।

মুকুন্দের প্রবেশ

মুকুন্দ। পেন্নাম হই দাঠাকুর।

বিনয়। কে রে, মুকুন্দ? কোথা থেকে এলি?

মুকুন্দ। দেশ থেকেই এলুম দাঠাকুর।

বিনয়। কেন? কেন? আর বুঝি ওরা থাকতে দিলে না?

মুকুন্দ। হাতে মারে নি দাঠাকুর, ভাতে মেরেছে। হিন্দুর নৌকোয় কেউ আর চড়ে না, হিন্দুকে কেউ জন খাটতে নেয় না। মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করতে চাইলুম—কেউ কেনে না। বউটা না খেয়ে মল, ছেলেটা রোগে ভুগে শেষ হয়ে গেল। তাকে চিতেয় ছাই করে দিয়ে এপারে চলে এসেছি।

বিনয়। আহা, বড় দুঃখ পেয়েছিস্!

মুকুন্দ। দুঃখ বউ ছেলের জন্যে নয় দাঠাকুর। মানুষ ত একদিন মরবেই। দুঃখ কেন জান?

বিনয়। কেন?

মুকুন্দ।

গীত

সাতপুরুষের ভিটেমাটি
আর ত আমার নয়,
আমার ছায়া আমারে আজ
দেখায় মরণ-ভয়।
আমার বটের শীতল ছায়া
আমার ক্ষেতের সবুজ মায়া
আমার পুকুর আমার বাগান
দেয় না আমার পরিচয়!

বিনয়। তাই বটে মুকুন্দ।

পূর্ব্ব গীতাংশ

হায়রে আমার ঠাকুর ঘরে—
পড়শীরা আজ নমাজ পড়ে,
বুক ফাটে মোর, মুখ ফোটে না
হে ভগবান্ কত সয়?

বিনয়। কাঁদিস না মুকুন্দ। এ দুঃখ শুধু তোর নয়, আমাদেরও। কদিন খাস নি, কে জানে? এই নে দশটা টাকা। দশদিন পরে আবার আসিস, যা পারি দেব। (টাকা দিলেন)

মুকুন্দ। আমার মা-মণি কই দাঠাকুর? আসবার সময় গাছের এই পেয়ারাটা লুকিয়ে এনেছিলুম। মা-মণি আমার গাছের পেয়ারা বড় ভালবাসত। ডেকে দাও, একবারটি দেখি আমার ঝুমুর মাকে।

বিনয়। তারা এখানে নেই মুকুন্দ। কোথায় আছে জানি না।

মুকুন্দ। কি রকম? রুকমীদিদি হেথায় আসে নি?

বিনয়। এসেছিল। আমি তাদের ঠাঁই দিই নি।

মুকুন্দ। কেন দাঠাকুর, কেন? সে যে তোমার লক্ষ্মী বউ। আমি নিজের চোখে দেখেছি, নিকের জন্যে তার ভাই তাকে চ্যালাকাঠ দিয়ে মেরেছে, দিনের পর দিন খেতে দেয় নি, তার ঘরে ফক্কড় মোল্লাকে ঢুকিয়ে দিয়েছে, সে শুধু হাতের শাঁখা দেখিয়ে বলেছে, আমার সোয়ামীর দেওয়া এ শাঁখার একটা টুকরো যতদিন থাকবে, ততদিন আমি কারও কথা শুনব না।

বিনয়। সত্যি একথা সে বলেছে?

মুকুন্দ। আমি নিজের কানে শুনেছি দাঠাকুর।

বিনয়। কিন্তু ওই মেয়ে—?

মুকুন্দ। হীরের টুকরো মেয়ে তোমার। সেই কি কম ভুগেছে? তোমাকে পার করে দিয়ে ওদের খবর দিতে গিয়ে কি দেখলুম জান? হাজী সাহেব বলে গেছে, রুকমীদিদি পোয়াতী।

বিনয়। হাজী সাহেব বলেছিলেন? ওঃ—

মুকুন্দ। রসিদ মিঞা তার সন্তান নষ্ট করার তরে জোর করে ওষুধ খাওয়াতে চাইলে। দিদি কিছুতেই ওষুধ খেলে না। এমন বউকে তুমি

তাড়িয়ে দিলে দাঠাকুর? এই নাও তোমার টাকা। আমি না খেয়ে মরব, তবু তোমার মত মহাপাপীর টাকা নেব না।

[প্রস্থান

বিনয়। হাতের ঢিল ছুঁড়ে ফেলেছি, আর ফেরাবার উপায় নেই। কোথায় তারা কে জানে?

মলয়ের প্রবেশ

মলয়। দাদা,—

বিনয়। কি চাও?

সত্যভামার প্রবেশ

সত্যভামা। আবার কি চাইবে? টাকা চায়। হাঁড়িতে চাল নেই, বউয়ের পরণে কাপড় নেই, জুতো কিনতে হবে, জামা তৈরী করাতে হবে। দিয়ে দে,—পকেট উজোড় করে দিয়ে দে। লজ্জা শরমও নেই?

মলয়। তুমি এর মধ্যে কথা বলতে আস কেন বল ত মা? ভাই ভাইয়ের কাছে হাত পাতবে না ত পাড়ার লোকের কাছে হাত পাতবে?

সত্যভামা। বেরিয়ে যা তুই বাড়ী থেকে।

মলয়। নিজের কাজে যাও, পূজো নিয়ে আছ—পূজো নিয়েই থাক। কে কাকে টাকা দিচ্ছে, এসব ছোট কথায় তোমার কি দরকার?

সত্যভামা। তোমাকেও বলিহারি বাছা। টাকা চাইলেই টাকা দিতে হবে?

বিনয়। কি করব বল? আমি যদি দশ টাকা দিয়ে বিদেয় না করি, তোমার বউমা বিশ টাকা দেবে।

সত্যভামা। কোথায় যাব বল দেখি। এমন বউ ঘরে আনলুম যে

নিজের আখেরের ভাবনা ভাবে না? অলক কোথায় গেছে বলতে পারিস?

মলয়। পারি।

সত্যভামা। কোথায় গেছে?

মলয়। গোল্লায় গেছে। সেই কথাই বলতে এসেছি দাদা। তোমার অনুমান মিথ্যে নয়। সে যে বিপথে পা বাড়িয়েছে, এর জন্যে আমি অনেকখানি দায়ী। কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর, গত দুমাস ধরে তাকে ফেরাবার জন্যে আমি অনেক চেষ্টা করেছি। আজ সে আমার কোন কথা শোনে না। তাই বাধ্য হয়ে তোমার কাছে এসেছি। তুমি চাবুক মেরে তাকে ফিরিয়ে আন। দেরী করো না দাদা। অভিমান করে হাত গুটিয়ে বসে থেকো না। তাহলে তোমার সর্বনাশ হবে।

বিনয়। কি হয়েছে?

সত্যভামা। হবে আবার কি? টাকা দাও।

মলয়। টাকা চাইতে আমি আসি নি দাদা। ভাড়াটে শূয়ারদের তুলে দিয়েছি। তোমাদের আমি নিয়ে যাব। আবার আমরা যেমন ছিলাম তেমনি থাকব, কিন্তু তার আগে অলককে তুমি রক্ষে কর। সে এক মুসলমানের মেয়েকে বিয়ে করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। মেয়েটা কে জান? আমাদের গাঁয়ের আদম খাঁর নাতনী।

বিনয়। আদম খাঁর নাতনী!

সত্যভামা। আমাদের যে দুধ যোগান দিত আদম খাঁ?

মলয়। হ্যাঁ হ্যাঁ,—তার মেয়ে রুকমীকে দেখেছ? ওই রুকমীর মেয়ে।

বিনয়। রুকমীর মেয়ে! সর্ব্বনাশ! মলয়, শীগগির চল। জনার্দ্দন, রক্ষা কর ঠাকুর।

গীতার প্রবেশ

গীতা
মলয়
সত্যভামা } কি হল ?

বিনয়। শোন তোমরা, শোন ; আঠার বছর যে কথা গোপন করতে গিয়ে আমি তিল তিল করে নিজেকে দগ্ধ করেছি আজ তাই তোমাদের বলব। পীরগঞ্জের মুসলমানেরা জোর করে এক মুসলমানের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিল।

সকলে। বিয়ে !

বিনয়। আমার সেই স্ত্রীর নাম রুকমী।

মলয়।
সত্যভামা। } রুকমী !

বিনয়। আমার একটি মেয়েও জন্মেছিল, তার নাম ঝুমুর। তারা এখানে এসেছিল, আমি তাদের তাড়িয়ে দিয়েছি।

গীতা। এঃ—তুমি কি গো ? নিজের বউ মেয়েকে তাড়িয়ে দিলে ? চল চল, কোথায় আছে তারা, আজই তাদের নিয়ে আসব চল। ও ঠাকুরপো, বাড়ীটা ধুয়ে রেখেছ ত ? এখানে আর নয়,—বিকেলেই আমরা বাড়ীর মানুষ বাড়ীতে চলে যাব। চল, আগে তাদের নিয়ে আসি।

বিনয়। তুমি যাবে ?

গীতা। আমিই তো যাব। এ আমারই কাজ। গাড়ী ডাক ঠাকুরপো, আমি চুলটা আঁচড়ে আসছি।

মলয়। আশ্চর্য্য ! এমন স্ত্রী যার, পৃথিবী তার স্বর্গধাম।

[প্রস্থান

সত্যভামা। হ্যাঁ রে বিনু, এই ছোট কথাটা গোপন রেখে তুই এমনি করে নিজেকে দগ্ধে মেরেছিস? এই জন্যেই তোর অসুখ? কি ছেলে বাবা তুই!

বিনয়। তুমি তাদের ঘরে নেবে মা?

সত্যভামা। এই দেখ, আমার বউ আমার নাতনীকে আমি ফেলব কোথায়? আমি কিন্তু বাবা গঙ্গাজল দিয়ে আগে নাইয়ে নেব। ওরে, ও ভগীরথ, দু কলসী গঙ্গাজল নিয়ে আয়।

বিনয়। (নতজানু) মাগো, আমায় তুমি আশীর্বাদ কর, আর যেন আমি ভুলের পথে না যাই, আর যেন কোনদিন অধর্মকে ধর্ম বলে মাথায় তুলে না নিই।

প্রণাম

সত্যভামা। সুখী হও বাবা, সুখী হও।

[উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম পর্ব্ব

প্রথম দৃশ্য

রেজিষ্ট্রেশান অফিস

ঝুমুর ও অলকের প্রবেশ

ঝুমুর। না অলক, না। মায়ের অমতে আমি বিয়ে করব না।

অলক। ছেলেমানুষি করো না। এ তোমার বাড়ী নয়, ম্যারেজ রেজিষ্ট্রেশান অফিস। সাক্ষীরা বসে আছে, আর তুমি এখন বলছ বিয়ে করবে না? বন্ধুদের কাছে মুখ দেখাব কি করে? তুমিই বা তোমার বন্ধুদের কি বলে ফিরিয়ে দেবে?

ঝুমুর। বলব, আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ রক্ত উঠেছে; আমি বিয়ে করে আর একটা মানুষের সর্ব্বনাশ করব না। কথাটা শুনলেই তারা পালাতে পথ পাবে না।

অলক। তুমি যে এত ফিক্‌ল মাইনডেড, আমার তা জানা ছিল না।

ঝুমুর। জানা আমারও ছিল না অলক। বিশ্বাস কর, আমি কেবলি মার কান্না শুনতে পাচ্ছি। শুধু কি তাই? চারদিক থেকে সমস্ত জগৎ যেন আমায় ধিক্ ধিক্ কচ্ছে।

অলক। ও তোমার মনের ভ্রম।

ঝুমুর। ভ্রম একবার হতে পারে, দুবার হতে পারে, বার বার কি করে হয় বলো। এই এক বছরে যতবার তুমি আমায় স্পর্শ করেছ,

ততবারই আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠেছে, কে যেন আমায় জোর করে দূরে ঠেলে দিয়েছে।

অলক। তুমি ভয়ানক ভীতু। ওসব ভয় ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দাও। ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার-এর আসার সময় হল। এ সময় ছেলেমানুষি করে একটা সিন ক্রিয়েট করো না।

ঝুমুর। তুমি ফিরে যাও অলক—আমি বোধ হয় ভুল বুঝেছি। আমি ভেবেছিলাম, তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসি। আজ চরম মুহূর্ত্তের কাছাকাছি এসে মনে হচ্ছে,—

অলক। কি মনে হচ্ছে?

ঝুমুর। ধমক দিলে কি করব? আমার মনে হচ্ছে, এ ভালবাসা মোকি, এ রূপজ মোহ ছাড়া আর কিছু নয়।

অলক। তুমি নিজেকে বুঝতে পাচ্ছ না।

ঝুমুর। পাচ্ছি। তুমি ফিরে যাও অলক। আমি দীন দরিদ্র দুঃখিনী মায়ের মেয়ে। বাবাকে কখনও বাবা বলে ডাকতে পাই নি। কি করবে তুমি আমাকে নিয়ে? আমার স্পর্শে বিষ আছে। তুমি বড়-লোকের ছেলে আমাকে নিয়ে দুঃখের স্রোতে ভাসতে চেও না।

অলক। ঝুমুর!

ঝুমুর। তুমি জান না, আমার মা মুসলমানের মেয়ে।

অলক। আমি জাত মানি না।

ঝুমুর। আমার নানা লাঙ্গল গরু দিয়ে ক্ষেত চাষ করে, দুধের কেঁড়ে মাথায় করে বাড়ী বাড়ী জোগান দেয়। আমার মামা তাড়ি খায়, দিন রাত মুখ খিস্তি করে, আর মামীকে ঠ্যাঙায়।

অলক। তোমার নানাকেও আমি বিয়ে করব না, মামাকেও নয়। এস।

ঝুমুর। না না, পথ ছাড়, আমি মার কাছে ফিরে যাব। ভোর-বেলা না বলে আমি চলে এসেছি। মা আমার ভাত কোলে করে বসে আছে ; আমি না গেলে মাও উপবাসী থাকবে। মনটা আমার বড় কাঁদছে। মনে হচ্ছে, মাকে আর দেখতে পাব না। পথ ছাড় অলক, পথ ছাড়, আমি যাই।

অলক। না না, তা হতে পারে না! তোমার মান সম্মান না থাকতে পারে, কিন্তু আমার আছে। বন্ধুদের নেমন্তন্ন করেছি, মিষ্টি মুখ করার জন্যে হোটেলে ব্যবস্থা করে এসেছি, এখন পিছু হটতে আমি পারব না পিয়ারি। বিবাহ আমাদের হবেই ; আজই হবে, এখনি হবে। তার-পর ইচ্ছে হয় তুমি তোমার মার কাছে চলে যেও। এস বলছি।

(হাত ধরিবার উপক্রম)

আবেদীনের প্রবেশ

আবেদীন। ওয়েট। ঝুমুর, তুমি এখানে! আর তোমার মা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এতটুকু বুদ্ধি নেই তোমার? সেদিন এত বড় একটা বিপর্য্যয় হয়ে গেল, নিতান্ত দৈবের বশে তুমি রক্ষা পেয়েছ। তারপরও আবার তুমি একা পথে বেরিয়েছ? তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত। কি করতে এসেছ এখানে ফুলিস গার্ল? চলে এস।

ঝুমুর। চলুন।

অলক। না, তা হয় না।

আবেদীন। তুমি আমাদের কলেজের সেই অলক রায় নও? এখানে এসেছ কি করতে?

অলক। দেখছেন ত এটা ম্যারেজ রেজিষ্ট্রেশান অফিস।

আবেদীন। এই মেয়েটিকে বিয়ে করবার জন্তে এখানে নিয়ে

এসেছ ? মেয়েটির বয়স আঠারো বছর এখনও হয় নি, সে নাবালিকা ; তা জান ?

অলক। আপনার অত কথায় দরকার নেই স্যার। আপনি আপনার কাজে যান।

আবেদীন। ডনট্ বি সিলি অলক। তোমার অনেক গুণের কথা আমরা জানি। কিন্তু এত বড় গুণের পরিচয় কখনও পাই নি। অনেক দূর এগিয়েছ, আর এগিও না, খবরদার।

[ঝুমুরের হাত ধরিয়া অগ্রসর হইলেন]

অলক। ঝুমুর কোথায় যাবে ?

[ঝুমুরের হাত ধরিয়া ছিনাইয়া নিল। সেই মুহূর্তে রুকমী ছুটিয়া আসিয়া অলক ও ঝুমুরের মাঝখানে ঝাঁপাইয়া পড়িল]

রুকমী। সরে যা, তোরা ভাইবোন।

সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ের প্রবেশ

বিনয়। অলক !

[তাহার রিভলভারের গুলি অলকের পরিবর্তে রুকমীকে বিদ্ধ করে]

রুকমী। আঃ—(পতন)

গীতার প্রবেশ

গীতা। পালা।

[অলককে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিল]

ঝুমুর। মা, মা,—

[রুকমীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল]

আবেদীন। এ তুমি কি করলে বিনয়বাবু ? যে স্ত্রী তোমারই জন্যে সর্ব্বহারা, তাকে তুমি মৃত্যু দিলে ?

বিনয়। আমি মারি নি রুক্মিণী। যে নিষ্ঠুর বিধাতা আঠারো বছর ধরে আমাদের দুটো জীবন নিয়ে পুতুল খেলা করেছে, সেই তোমার মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করেছে ; আমি নই রুক্মিণী, আমি নই।

রুকমী। দুঃখ করো না ; আজ এরই প্রয়োজন ছিল। ভগবানকে ধন্যবাদ যে তিনি এদের ভাই বোনকে রক্ষা করেছেন। কাছে এস, পায়ের ধূলো দাও। আমার কোন নালিশ নেই। ও কে গো ? কে ও ?

গীতা। আমি দিদি, তোমার ছোট বোন গীতা। আমি যে তোমায় ঘরে নিয়ে যেতে এসেছিলাম।

রুকমী। মেয়েটাকে নিয়ে যাও। তুমি ওর মা হও গীতা।

গীতা। দিদি !

রুকমী। আঃ—কত শান্তি আজ ! কে বলে আমার জীবন ব্যর্থ ?

আবেদীন। এত চেষ্টা করেও শেষ রক্ষা করতে পারলুম না ? বহিন, —আমার বহিন,—

রুকমী। কেঁদো না ভাইজান। আমার স্বামীকে রক্ষা কর। আঃ—

ঝুমুর। মা, মাগো,—

গীতা। এই ত মা। কাছে এস, বুকে এস আমার।

[ঝুমুরকে তুলিয়া জড়াইয়া ধরিল]

বিনয়। পুলিশকে খবর দাও আবেদীন।

আবেদীন। দিচ্ছি। আপনি এদের নিয়ে চলে যান বিনয়বাবু। দোহাই আপনার, দেরী করবেন না। শীগ্‌গির যান। (বিনয়ের হাত হইতে রিভলবার নিজে লইলেন) ঝুমুর, বাড়ীর সবাই পালিয়ে গেছে। পুলিশের ভ্যান এল। তোমার বাবা মাকে নিয়ে এই দোর দিয়ে পালিয়ে যাও।

বিনয়। রুক্মিণী !

রুকমী। নিজেকে অপরাধী মনে করো না। আমি মরব না, গীতার মধ্যে আমি বেঁচে থাকব। তুমি দুঃখ করো না।

বিনয়। না না। কিসের দুঃখ? আঠারো বছর দগ্ধে মরেছি। আজ আমার দুঃখের শেষ, আজ আমার মুক্তি। হাঃ হাঃ হাঃ।

আবেদীন। শীগ্‌গির চলে যান বহিন। ওঁকে একা ছেড়ে দেবেন না। উন্মাদের লক্ষণ দেখছি।

গীতা। আয় ঝুমুর।

ঝুমুর। মা!

[জড়াইয়া ধরে]

রুকমী। ঝুমুর!

আবেদীন। রুকমী!

রুকমী। ছেড়ে দাও। আমার ঝুমুর ধরে যাচ্ছে। ওরে, তোরা উলু দে, তোরা শাঁখ বাজা।

গীতা। পায়ের ধূলো দাও দিদি।

রুকমী। চলে যা গীতা, চলে যা।

[রোরুদ্যমান ঝুমুরকে লইয়া গীতার প্রস্থান

ঝুমুর (নেপথ্যে)। মা!

রুকমী। ঝুমুর!

[স্খলিত পদে প্রস্থান

আবেদীন। পুলিশ! পুলিশ! খুন!

দারোগার প্রবেশ

দারোগা। কোথায় গুলির শব্দ হল? কে কাকে গুলি করলে?

আবেদীন। আমি গুলি করেছি।

দারোগা। কাকে ?

আবেদীন। আমার দুশমনকে। ওই চেয়ে দেখুন বারান্দায় লাশ পড়ে আছে।

দারোগা। খুন করে পালাতে পার নি, কেমন ? নাম কি তোমার ?

আবেদীন। জয়নাল আবেদীন।

দারোগা। হাজারী দারোগা যে কলকাতাময় ছড়িয়ে আছে, তা বুঝি জান না ? বালা পর। সেপাইলোক লাশ গাড়ীতে তোল। চল বদমায়েস, আগে থানায়, তারপর ফাঁসীকাঠে। কার হাতে পড়েছ জান ? আমার নাম হাজারী দারোগা।

আবেদীন। তোমার কথা আমি রাখব রুকমি। নিজের প্রাণ দিয়েও তোমার স্বামীকে আমি বাঁচাব। পরলোকে তোমার শান্তি হক।

[দারোগা সহ প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

জেলখানা

বিনয়কে লইয়া গীতা ও ঝুমুরের প্রবেশ

বিনয়। এ তোমরা আমায় কোথায় নিয়ে এলে ?

গীতা। জেলখানায়।

বিনয়। আমাকে তোমরা জেলে দেবে ?

গীতা। না গো, না। তোমার কোন ভয় নেই।

বিনয়। ভয় নেই যদি, তবে অত সেপাই শান্ত্রী টহল দিচ্ছে কেন ? ওরা কটমট করে আমার দিকে চাইছে কেন ?

ঝুমুর। কেউ চাইছে না বাবা। অ্যাডভোকেট বয়েন রায়কে ওরা চেনে।

বিনয়। আমি অ্যাডভোকেট না কি ? তাই ত বটে। তোমরা আমাকে কোর্টে যেতে দিচ্ছ না কেন ?

গীতা। তোমার যে অসুখ।

বিনয়। কি অসুখ ? কই, আমি ত টের পাচ্ছি না।

গীতা। ও-ই তোমার অসুখ। কতদিন ছাদ থেকে লাফ দিতে চেয়েছ, পুকুরে ঝাঁপ দিতে গেছ। কি কষ্টে যে আমাদের এই ছটা মাস কেটেছে, সে শুধু আমরাই জানি।

বিনয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার সব মনে পড়ছে। আমি বিছানায় শুয়ে আর্ত্তনাদ কচ্ছিলাম। যম এসে আমার গলা টিপে ধরেছিল। এক মহাপুরুষ এসে যমকে সরিয়ে দিলে। আমাকে বললে,—"আমি নিজের প্রাণ দিয়ে তোমায় রক্ষা করব। যম তোমায় স্পর্শও করতে পারবে না।" কে বল ত এমন পরোপকারী মহাপুরুষ ?

ঝুমুর। প্রোফেসার জয়নাল আবেদীন।

গীতা। তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই তোমায় এখানে নিয়ে এসেছি। তিনি তোমায় দেখতে চেয়েছেন।

বিনয়। আ-বে-দী-ন ! নামটা যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে। রুক্মিণী বলে তার এক বোন ছিল না ? আমার সঙ্গে না তার বিয়ে হয়েছিল ? তারপর একদিন মুকুন্দ মাঝির নৌকোয় দুজনে যখন ইছামতী পার

হয়ে আসছিলাম, তখন আমি তাকে ঝুপ করে নদীতে ফেলে দিলাম। আর সে উঠল না। জলের উপর ভেসে উঠল তার শাঁখাপরা দুখানা হাত। ওই, ওই যে সেই হাত।

ঝুমুর। বাবা!

বিনয়। ওই শাঁখা আমি তাকে দিয়েছিলাম। কত ঝড় ঝাপটা গেছে, কোনদিন সে শঙ্খবলয় খোলে নি। কি হল? তোমরা কাঁদছ? কাঁদ, কাঁদ,—আমার চোখে জল নেই। তোমরা চোখের জলে তার স্মৃতির তর্পণ কর। বড় জ্বালায় সে জ্বলেছে। একটুখানি শীতল হক।

আসাদের প্রবেশ

আসাদ। কে? বিনয়?

বিনয়। আপনি আমাকে চেনেন? আমি ত আপনাকে চিনি না।

আসাদ। চেন বই কি বাবা। আমি তোমার মাষ্টার সাহেব আসাদুল্লা খাঁ।

বিনয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার মনে আছে। এরা বলছে আমার অসুখ। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন ভাল হই। আমায় আদালতে যেতে হবে। আবেদীনের নামে কে যেন মামলা করেছে। আমি তাকে বাঁচাব।

আসাদ। বাঁচাবার জন্তেই সে তৈরী হচ্ছে বাবা। আজই সে বেঁচে যাবে, তুমি ভেবো না। আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তোমার সব রোগ দূর হয়ে যাক্।

ঝুমুর। দাদুসাহেব,—

আসাদ। ভাল আছ ঝুমুর? সুখে থাক দিদি। মা হারিয়ে মা পেয়েছ, আর তোমার ভাবনা কি? তোমার মা এসেছেন বুঝি? কাছে

এস বৌমা। নিজেদের অপরাধী মনে করো না। রোগে ভুগে মরার চেয়ে পরার্থে জীবনদান অনেক ভাল। কোন চিন্তা করো না। আমি বলছি, বিনয় ভাল হয়ে যাবে। মেয়েটাকে দেখো মা।

গীতা। মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করুন। (মাথা নোয়াইল)

আসাদ। পাকাচুলে সিঁদুর পর।

আবেদীনের প্রবেশ

আবেদীন। বাবা!

আসাদ। ভালই করেছ আবেদীন। যার জীবনের সঙ্গে বহুজীবন জড়িত, তাকে বাঁচোবার জন্য এই আত্মদান যে করে, সেই ত মানুষ। যাবার আগে শুনে যাও, রসিদের ফাঁসী হয়েছে, ফকির মোল্লার সাত বছরের জেল হয়েছে। পীরগঞ্জে আর হিন্দু মুসলমানে বিরোধ নেই। ফকিরের ছেলে গফুর নিজের খরচে রায়বাড়ী আবার নতুন করে তৈরী করে দিয়েছে।

আবেদীন। ঈশ্বর আছেন।

আসাদ। আমি আর দাঁড়াব না আবেদীন। চরম মুহূর্তের সম্মুখীন হবার জন্য খোদা তোমায় সাহস দিন। আসি বৌমা, আসি দিদি। খোদা হাফেজ।

প্রস্থান

আবেদীন। বিনয়বাবু,—

বিনয়। কে? তুমি রুক্মিণীর সেই ভাই নও?

আবেদীন। হ্যাঁ, আমিই তার সেই ভাই। যাবার আগে আপনাদের একবার দেখতে চেয়েছিলাম। দুঃখ করবেন না বিনয়বাবু। এই ভাল। আমি হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছি। ঝুমুর তার বাপ-মার কাছে আশ্রয় পেয়েছে,—এই আমার পরম শান্তি। কাছে এস মা!

ঝুমুর। মামা!

আবেদীন। কেঁদো না। এ বড় সুখের মৃত্যু। মায়ের মত পবিত্র হও। মিসেস রায়,—

গীতা। ভাইসাহেব,—এ আপনি কি করলেন?

আবেদীন। ভগ্নীর প্রতি ভাইয়ের কর্তব্য পালন করেছি। আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। আদাব বিনয়বাবু, আদাব।

[৬টি ঘণ্টা বাজিল, সার্জেন্ট আসিয়া আবেদীনকে নিয়ে গেল]

যবনিকা